# স্টোরি-নির্ভর অনুসন্ধান

## অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য ম্যানুয়াল

# স্টোরি-নির্ভর অনুসন্ধান

## অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য ম্যানুয়াল

মার্ক লি হান্টার

নিলস হ্যানসন, রানা সাবা, লুক সেঙ্গার্স
ড্রু সুলিভান, ফ্লেমিং তেত সেভিত ও পিয়া থর্ডসেন

অনুবাদ : ইরাজ আহমেদ

FOJO:MEDIA INSTITUTE
Linnæus University

MRDI

বাংলায় প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১

আইএসবিএন নম্বর : ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-০৭৫২-৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : জি এম কিরণ

মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১৭৪১২, +৮৮ ০২ ৪৮১২০৮৭৯
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

# সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

স্টোরি-নির্ভর অনুসন্ধানঃ ৬
অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য ম্যানুয়াল
*মার্ক লি হান্টার*

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ ৯
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় বিনিয়োগ
*ইওসারি ফাওদা*

প্রথম অধ্যায় ১১
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী
*মার্ক লি হান্টার ও নিলস হ্যানসন*

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭
অনুমানের ব্যবহার : অনুসন্ধান পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু
*মার্ক লি হান্টার, লুক সেঙ্গার্স ও পিয়া থর্ডসেন*

তৃতীয় অধ্যায় ৩১
খোলা দরজা ব্যবহার : প্রেক্ষাপট নির্মাণ ও যাচাই-বাছাই
*মার্ক লি হান্টার*

চতুর্থ অধ্যায় ৪৩
তথ্যের প্রয়োজনে মানুষের সহায়তা
*নিলস হ্যানসন ও মার্ক লি হান্টার*

পঞ্চম অধ্যায় ৫৯
তথ্য সংগঠন : কীভাবে নিজেকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবেন
*মার্ক লি হান্টার ও ফ্লেমিং তেত সেভিত*

ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৭
অনুসন্ধান বিষয়ে লেখা
*মার্ক লি হান্টার*

সপ্তম অধ্যায় ৮১
মান নিয়ন্ত্রণ : কৌশল ও নীতি-নৈতিকতা
*নিলস হ্যানসন, মার্ক লি হান্টার, পিয়া থর্ডসেন ও ড্রু সুলিভান*

অষ্টম অধ্যায় ৮৯
রিপোর্টটি প্রকাশ করুন
*মার্ক লি হান্টার*

# ভূমিকা

প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করাই একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ। বেশির ভাগ সময় এই সত্য লুকানো থাকে। ক্ষমতাধরেরা নিজেদের স্বার্থে তথ্য লুকিয়ে রাখেন। কখনো কখনো শত শত তথ্যের ভিড়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আড়ালে থেকে যায়। জনস্বার্থে এমন তথ্য বা ঘটনাকে সামনে নিয়ে আসেন একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক।

সত্যকে অনুসন্ধান করার এই পথ সহজ নয়। প্রতিবেদনটিকে গড়ে তুলতে হয় ধীরে ধীরে– পরিকল্পনা, গবেষণা ও তথ্যপ্রমাণ যাচাই-বাছাই করার মধ্য দিয়ে। তাই একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়, জানতে হয় প্রক্রিয়ার ধাপগুলো। সাংবাদিকের জন্য এই শেখাটা খুব জরুরি। সঠিক পদ্ধতি মেনে অনুসন্ধান করলে ভুল-ভ্রান্তি যেমন এড়ানো যায়, তেমনি একজন সাংবাদিকের দক্ষতাও বাড়তে থাকে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে দেশের সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের জানার সুযোগ খুব কম। কারণ, বাংলায় তেমন কোনো লেখা নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হলেও রিসোর্সের ঘাটতি প্রকট। তবে আশার দিক হচ্ছে, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে জানার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

এমআরডিআই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মান বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য সহায়ক এমন রিসোর্স বাংলায় অনুবাদ করে ঘাটতি পূরণেও সচেষ্ট।

'স্টোরি বেইজড এনকোয়্যরি : এ ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস' ম্যানুয়ালটি বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের কাছে ব্যাপক সমাদৃত। প্রখ্যাত অনুসন্ধানী সাংবাদিক মার্ক লি হান্টারের লেখা এই ম্যানুয়াল অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা। ইউনেস্কোর অর্থায়নে প্রণীত এই ম্যানুয়ালে কেস স্টাডির মাধ্যমে গবেষণা, লেখা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচারের কার্যকর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান এই ম্যানুয়াল অনুবাদ করার উদ্যোগ নিয়েছে ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট ও এমআরডিআই। অনুবাদ করেছেন ইরাজ আহমেদ। ওপেন এক্সেস নীতির অধীনে অনুমতি নিয়ে ম্যানুয়ালটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। বইটির কপিরাইট ইউনেস্কো কর্তৃক সংরক্ষিত। অনুবাদের মানের জন্য এমআরডিআই দায়বদ্ধ।

# স্টোরি-নির্ভর অনুসন্ধান: অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য ম্যানুয়াল

রচনা : মার্ক লি হান্টার

সহ-লেখক
নিলস হ্যানসন, রানা সাবা, লুক সেঞ্জার্স
ড্রু সুলিভান, ফ্লেমিং তেত সেভিত ও পিয়া থর্ডসেন

**ভূমিকা লিখেছেন ইওসরি ফাওদা**

এই ম্যানুয়ালকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পদ্ধতি এবং কৌশল বিষয়ে একটি পথনির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই পেশা সংশ্লিষ্ট লেখাপত্রের যে ঘাটতি দেখা যায়, তা পূরণের একটি সচেতন প্রচেষ্টা ম্যানুয়ালটি। বাজারে প্রচলিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ম্যানুয়ালগুলো তথ্যপ্রাপ্তির উৎসের ওপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সেখানে ধারণা দেওয়া হয়, একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টার যেসব তথ্যের অনুসন্ধান করছেন, সেগুলো হাতে পাওয়া গেলেই দ্রুত একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি করে ফেলা সম্ভব। কিন্তু এই ম্যানুয়াল এমন ধারণাকে সমর্থন করে না। কেবল তথ্য খুঁজে বের করাই একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টারের প্রধান কাজ বলে এই ম্যানুয়ালের কোথাও ধারণা দেওয়া হয়নি। আমরা মনে করি, এ রকম একটি প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়াটাই বেশি জরুরি।

একটি রিপোর্ট তৈরির জন্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ থাকে। যেমন মূল ভাবনা, গবেষণা, লেখা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রকাশ। আর সব কটি ধাপকে একসঙ্গে গেঁথে রাখার ক্ষেত্রে সিমেন্টের কাজ করে একটি স্টোরি। এই প্রক্রিয়াকে আমরা অনুমান বা হাইপোথিসিস-নির্ভর অনুসন্ধান বলেও চিহ্নিত করতে পারি। অনুমাননির্ভর বলার কারণ হচ্ছে, স্টোরি লেখার জন্য যে বিষয়টি বেছে নেওয়া হয়েছে, তা শেষে গিয়ে প্রমাণিত হতে পারে আবার পুরো বিষয়টিই তথ্য-প্রমাণের অভাবে খারিজ হয়ে যেতে পারে। নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো হচ্ছে সেই সমন্বিত প্রক্রিয়া শুরু করার প্রথম ধাপ:

- একজন রিপোর্টার অনুমাননির্ভর একটি স্টোরিকে ঘিরে বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই বুঝে যাবেন, ঠিক কী ধরনের তথ্য তার প্রয়োজন।
- একজন সম্পাদক বা প্রকাশকও এ রকম একটি অনুসন্ধান প্রকল্প বিশ্লেষণ করে এর সম্ভাব্যতা, ব্যয়, ফলাফল এবং অগ্রগতি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।
- অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি একজন রিপোর্টার অথবা কয়েকজন রিপোর্টারের সমন্বয়ে তৈরি একটি অনুসন্ধানী দলের সদস্যরা স্টোরির উপাদানগুলো গোছাতে শুরু করবেন এবং চূড়ান্ত স্টোরির কিছু কিছু নির্দিষ্ট অংশ লেখার কাজও শুরু করবেন।
- উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করলে দুটি ঘটনা ঘটবে। প্রথমত, স্টোরির মান নিয়ন্ত্রণের জায়গাটি দৃঢ় হবে। দ্বিতীয়ত, স্টোরিটি আইনগত ও নৈতিক মানদণ্ডে সঠিক অবস্থানে আছে কি না, সেটা বোঝা যাবে।
- এই প্রক্রিয়াগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে ফলাফল হিসেবে পাওয়া যাবে সংক্ষিপ্ত, সঠিক এবং শক্তিশালী বাক্যে লেখা একটি স্টোরি, যা হবে সমর্থনযোগ্য ও যথাযথ। এমন একটি স্টোরি পাঠক মনেও রাখবেন অনেক দিন।

ব্যবসায়িক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা অথবা পুলিশি কাজে অনুমাননির্ভর অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। আমরা কিন্তু কখনোই নিজেদের এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক বলে দাবি করি না। আমরা সাংবাদিকতার প্রক্রিয়া এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার লক্ষ্যের ওপর অনুমাননির্ভর অনুসন্ধানের প্রভাবের বিষয়টি যাচাই করি। কারণ, অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনে মানুষের জন্য যন্ত্রণার জন্ম দেওয়া পৃথিবীটাকে আমরা সংস্কার করতে চাই অথবা ঘুরিয়ে বললে, সেই জগৎটার সংস্কার করতে চাই, যা সমস্যা সমাধানের সহজপ্রাপ্য পথগুলোকেও উপেক্ষা করে আসছে।

এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং সমন্বিত একটি উদ্যোগ। আমার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ১৯৯০ সালে। তখন আমি পেশাগত জীবনের মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিলাম। ফ্রান্সিস বেলের অধীনে আমার পোস্টগ্র্যাজুয়েট থিসিসের কাজ শেষ করেছি। থিসিসটি ছিল আমেরিকান এবং ফরাসি সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানপদ্ধতির মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র। এই কাজই পরে আমাকে ইউনিভার্সিটি দ্য প্যারিসের ইনস্টিটিউট ফ্রান্সিয়াস দ্য প্রেসিতে একটি পদে যোগ দিতে সহায়তা করে। সেখানে আমি দীর্ঘ ১২ বছর সহকর্মী এবং মাস্টার্স পর্যায়ের ছাত্রদের কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। এই ম্যানুয়ালে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলছি, তারা আমাকে মাঠপর্যায়ে সেই বিষয়গুলো পরীক্ষা করার ক্ষেত্রেও ব্যাপক সহায়তা দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি রিপোর্টার হিসেবে এই কাজ আমার একার পক্ষে করা সহজ হতো না।

আমি ২০০১ সালে ইনসিড (INSEAD) নামের একটি আন্তর্জাতিক বিজনেস স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই। সেখানে ইয়েভস ডজ, লুক ভ্যান ওয়াশেনহভ, লুডো ভ্যান ডার হাইডেন, কেভিন কাইজার এবং আরও অনেক প্রখ্যাত সহকর্মীর সঙ্গে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়। তাদের অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি আমাকে ঋদ্ধ করে। এই ম্যানুয়াল তৈরির কাজে তাদের পরোক্ষ প্রভাব ছিল খুব শক্তিশালী। গণমাধ্যম বিষয়ে আমার এই সহকর্মীরা আমাকে ভিন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। একটি প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত ও কার্যকর করে তোলার ধাপগুলো আমি তাদের কাছে শিখেছি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছি।

আমি চর্চার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক হয়েছি। এই ম্যানুয়ালে আমার সহ-লেখকেরাও তেমনই। ২০০১ সালে যখন আমরা “গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক” গড়ে তুলি, তখন সহ-লেখকদের সবাই ছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ভালো কাজ ও চিন্তা বিনিময়ের অসাধারণ এই ফোরাম গড়ে তোলার পেছনে আরও ছিলেন ড্যানিশ ইনস্টিটিউট ফর কম্পিউটার অ্যাসিসটেড রিপোর্টিংয়ের নিলস মুলভাড এবং ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স অ্যান্ড এডিটরস (আইআরই)-এর ব্রান্ট হিউস্টন।

অনুমাননির্ভর অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া বিষয়ে একটি কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, বেশ কিছু দেশে এই প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করেছে। একে আমরা বড় ধরনের অগ্রগতির চিহ্ন বলে ধরে নিতে পারি। ২০০৫ সালের সম্মেলনে আমাকে অনুমাননির্ভর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ দেয় নেটওয়ার্কটি। একই অনুষ্ঠানে হল্যান্ড থেকে আসা লুক সেঞ্জার্স ও ডেনমার্কের ফ্লেমিং সেভিত তাদের তৈরি করা একটি গবেষণাভিত্তিক তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। সেটি ছিল খুব সহজ, কিন্তু কার্যকর। তারা অনুসন্ধানের জন্য তৈরি করা কতগুলো কম্পিউটার টুলসও দেখান, যেগুলো প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব। এসব দেখেশুনে সবার মধ্যে ধারণা তৈরি হয়, আমাদের আবিষ্কৃত এই বিষয়গুলো খুব সহজেই একটি একক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠতে পারে।

পরবর্তী সময়ে নেটওয়ার্কের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া এবং সমালোচনা পেয়ে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়। বুঝতে পারি, এই ম্যানুয়ালের বিষয়গুলো নিয়ে বহু মানুষের মধ্যেই আগ্রহ আছে। তারা বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। সুইডেনের সাংবাদিক নিলস হ্যানসন এই ম্যানুয়ালের প্রধান সহ-লেখক। তিনি সংবাদের গুণগত মান এবং সংবাদকে আরও কার্যকর করে তোলার বিষয়ে খুব দক্ষ একজন ব্যক্তি। তার কাছ থেকেও এ বিষয়ে সাড়া পাওয়া যায়। তবে বলে নেওয়া ভালো, সংবাদপত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের মধ্যে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক ধারণা আছে। তারা মনে করেন, এ ধরনের রিপোর্ট করার প্রক্রিয়াটি ধীরগতিসম্পন্ন, ঝুঁকিপূর্ণ এবং আর্থিক দিক থেকেও ব্যয়বহুল। এই নেতিবাচক ধারণার বিপরীতে গিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি, অনুসন্ধানী রিপোর্টিং খুবই কার্যকর একটি ধারা এবং এখানে সম্ভাব্য ঝুঁকির জায়গাগুলোও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

আমাদের এই যৌথ উদ্যোগের বিষয়টা আরও চাঙা হয়ে উঠল সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অব লন্ডন এবং তাদের গ্রীষ্মকালীন স্কুল চালু হবার পর। পরের কয়েক বছর এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা গেভিন ম্যাকফেইডেন ও তার দল আমাদের স্টোরি লেখার নতুন কৌশল খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। সেই লন্ডনেই আমি প্রথম শুনি, সংঘবদ্ধ অপরাধ নিয়ে ড্রু সুলিভান যে ধারার রিপোর্টিং চর্চা করছেন, তা অন্য ধরনের রিপোর্টিংয়ের কাজেও ব্যবহার করা যায়। তবে তখন চূড়ান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা জুগিয়েছিলেন আরব রিপোর্টার্স ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের পরিচালক রানা সাবা ও তার ডাচ সহকর্মী পিয়া থর্ডসেন। এরা দুজনেই অনুমাননির্ভর অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সমর্থক ছিলেন অনেক আগে থেকে।

২০০৭ সালের বসন্তে এরা দুজন আমাকে এই ম্যানুয়াল লেখা এবং সম্পাদনার কাজ শুরু করতে বলেন। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আয়োজন করা একটি সেমিনারে আমি ম্যানুয়ালের বিষয়গুলো পরীক্ষামূলকভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ পাই। আরিজের মতো এই প্রক্রিয়াও ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সাপোর্ট এবং ডেনমার্কের সংসদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছিল। প্রকল্পটি ইউনেস্কোর কাছে উপস্থাপন করায় বড় ভূমিকা রাখেন আন্দ্রেয়া

কাইরোলা। সেখানেও আমি মোগেনস স্মিট ও জিয়ানহং হুর মূল্যবান সাহায্য পেয়েছি।

ম্যানুয়ালটি প্রথম প্রকাশ করে ইউনেস্কো। ২০০৯ সালে এটি ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তখন প্রায় ২০০টি ওয়েবসাইট এটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। “স্টোরি বেইজড এনকোয়্যরি: আ ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস” সাংবাদিকতার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিতরণ হওয়া ম্যানুয়াল। এর কিছু কিছু অংশ অন্যান্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এ কথা বললে ভুল হবে না, এই ম্যানুয়ালের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র। কারণ, এখানে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোতে পরিবর্তন যুক্ত হচ্ছে এবং আরও নতুন পথের অনুসন্ধান চলছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে আসলে পেশা এবং বিশেষ কৌশল বলে অভিহিত করা যায়। বলা যায়, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বসবাসকারী সবাই একটি পরিবারের মতো। আমি এই পরিবারের মধ্যে বেড়ে উঠেছি এবং পরিবারটিকেও বেড়ে উঠতে দেখেছি। আপনারাও এই পরিবারের অংশ হয়ে উঠুন। আপনার পেশাদারত্ব, নৈতিকতা এবং এ ধরনের কাজে জড়িত হওয়াটা আমাদের কাছেও হয়ে উঠবে প্রশংসা ও সম্মানের বিষয়।

**মার্ক লি হান্টার**
সম্পাদক ও মুখ্য রচয়িতা
প্যারিস-আরহাস-আম্মান-লন্ডন-লিলেহামের

# মুখবন্ধ

আমি আল-জাজিরা টেলিভিশনে যোগ দিই ১৯৯৬ সালে। তখন সাহস করে চ্যানেলটির ব্যবস্থাপকদের প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমাকে দুই মাসের জন্য একেবারে উধাও হয়ে যাবার অনুমতি দিতে। বলেছিলাম, আমি দুই মাস পর ফিরে আসব ৪৫ মিনিটের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হাতে নিয়ে। এই অনুষ্ঠানটি দুই মাস পর পর একবার প্রচারিত হবে। কিন্তু তখনো মধ্যপ্রাচ্যের একটি টিভি চ্যানেলের কর্তারা এ ধরনের প্রস্তাবকে বোধ হয় একটু অন্যভাবে দেখতেন। রসিকতা করে যদি বলি, তারা একজন রিপোর্টারকে হয়তো ৪৫ মিনিটের জন্য উধাও হবার অনুমতি দিতেন, যদি তিনি পরবর্তী দুই মাসের রিপোর্ট করার রসদ জোগাড় করে ফিরতে পারতেন। আমার প্রস্তাব শুনে তারা সেদিন হেসেছিলেন। আর আমিও অনেকটাই হতাশ হয়েছিলাম।

কয়েক মাস পর অবশ্য অন্য রকম ঘটনা ঘটে। আল-জাজিরার চেয়ারম্যান হামাদ বিন তাহামের আল থানি অজ্ঞাত কারণে আমার দেওয়া সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। ঠিক হলো, প্রায় শূন্য বাজেটে একটি পাইলট প্রতিবেদন আমাকে তৈরি এবং এডিট করে দেখাতে হবে; তা-ও আমার তখনকার নিবাস লন্ডনে বসে। আমি আমার অনুসন্ধানী রিপোর্টের বিষয় নির্বাচন করলাম "অ্যানথ্রাক্স"। তখন ইরাকের হাতে অ্যানথ্রাক্স পৌঁছানোর পেছনে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও 'দ্বৈত ব্যবহার উপযোগী সরঞ্জাম' ইরাকে সরবরাহ করা হয়েছিল। এই দ্বৈত ব্যবহার উপযোগী সরঞ্জাম বেসামরিক ব্যবহারের পাশাপাশি সামরিক কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব ছিল।

আমার সেই পাইলট রিপোর্টটি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়। অনেকেই তখন মন্তব্য করেছিলেন যে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরব মিডিয়ার প্রচলিত ধারণার প্রেক্ষাপটে রিপোর্টটি ছিল যুগান্তকারী। এটি বেশ কয়েকবার প্রচারিত ও পুনঃপ্রচারিত হয়। এই রিপোর্ট প্রচারের পর আল-জাজিরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সরকারের রোষানলে পড়ে। এত সমালোচনার পরেও কায়রো ফেস্টিভ্যাল ফর রেডিও অ্যান্ড টিভি প্রোডাকশনে ১৯৯৮ সালে রিপোর্টটি পুরস্কার জিতে নেয়। সেবারই প্রথম এবং শেষবারের মতো আল-জাজিরা একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তবে ওই রিপোর্টটিই পরবর্তী ১০ বছর ধরে আল-জাজিরা টেলিভিশনে 'সিরি লিলগায়া' ('টপ সিক্রেট') নামে ধারাবাহিক অনুষ্ঠানটির সূচনা করে।

মধ্যপ্রাচ্যের গণমাধ্যমের কাছে রিপোর্টের এই ঘরানা ছিল প্রায় নতুন। এর আগে দু-একটি পত্রপত্রিকায় এ ধরনের প্রতিবেদন চোখে পড়লেও সেগুলো উল্লেখ করার মতো কিছু ছিল না। আল-জাজিরা তখন গোটা মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র সংবাদ ও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ-নির্ভর চ্যানেল। এ কারণে চ্যানেলটি ক্রমশ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। সেখানেই প্রথম এ ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। এই ধারাটি তখন মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকদের জন্য ছিল একেবারেই নতুন। আমি অবশ্য আগেই ধারণা করতে পেরেছিলাম, এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ফলে ঝামেলা ও সংকট– দুই-ই আমাদের তাড়া করবে। এ ধরনের সংকট কি এখন আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি? যে তরুণ রিপোর্টার অথবা প্রযোজক আজও অনুসন্ধানী সাংবাদিক হওয়ার বাসনা হৃদয়ে লালন করেন, তাদের নিয়ত এ রকম সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হয়।

প্রথমেই একটি কথা বলে নেওয়া ভালো, গণমাধ্যমশিল্পকে বাণিজ্যিক দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, বেশির ভাগ খবর সম্প্রচারকারী সংগঠন মানের চেয়ে পরিমাণের সংস্কৃতির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে। মানসম্পন্ন খবর পরিবেশনার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনে শিক্ষিত প্রশাসন, অবিরাম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সংবাদকর্মীদের সুসংহত টিম, বাস্তবানুগ বাজেট এবং সময়– এই বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। কোনো গণমাধ্যমে এমন একজন ব্যবস্থাপক বা সম্পাদক পাওয়া যাবে না, যিনি একটি ভালো রিপোর্টকে প্রশংসা করবেন না। কিন্তু মানসম্পন্ন একটি রিপোর্ট তৈরিতে উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের খুব একটা আগ্রহী হতে দেখা যায় না। তারা গতানুগতিকভাবে এই সমস্যার একটি অংশ হয়েই থেকে যেতে যান। অথচ এই সমস্যার চিরাচরিত সংস্কৃতি পাল্টে ফেলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়াটাই তাদের কাছে কাম্য। তবে এখানে একটা ভালো খবর হচ্ছে, মানসম্মত রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে থাকার বিষয়টি মজ্জাগত নয়। আর উল্টো দিকে খারাপ খবরটি হচ্ছে, আমরা যদি খবর তৈরির রান্নাঘরটাকে কার্যকর ভূমিকা পালনে উপযুক্ত করে না তুলতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে গুরুতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সম্মানও অর্জন করতে পারব না।

দ্বিতীয়ত, একটা কথা প্রচলিত আছে, 'সাংবাদিক হতে চাওয়ার অর্থই হচ্ছে সমস্যাকে আমন্ত্রণ জানানো।' অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই বেদবাক্যটি সবচেয়ে বেশি লাগসই। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ঝুঁকি পরিমাপ করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, একটা বিষয় সবার মনে রাখা উচিত, একজন সাংবাদিকের জীবনের চেয়ে একটি রিপোর্টের মূল্য কখনোই বেশি নয়। এই সূত্রটি শুনতে অথবা বুঝতে সহজ মনে হলেও পৃথিবীর অনেক দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিষয়টি এখনো সবার কাছে পরিষ্কার কোনো ধারণা হিসেবে প্রকাশিত নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে বহু তরুণ সাংবাদিক আছেন, যারা পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য বেপরোয়া। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ঝুঁকি এবং নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পর্কেও তারা কম জানেন। সাহস সব সময়ই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এই বেপরোয়া সাহস অনেক সময় বিপর্যয়ও ডেকে আনে। এ ধরনের বিপর্যয় এড়িয়ে চলতে সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর

বড় দায়িত্ব থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত থেকে যায় একজন সাংবাদিকের কাঁধেই। একজন সাংবাদিককেই শেষ পর্যন্ত ঠিক করতে হয় একটি রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারাবেন, না আরেকটি ভালো রিপোর্ট তৈরি করার জন্য আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবেন?

তৃতীয়ত, আইনগত দিক থেকে বিচার করতে গেলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অনেক সময় বেআইনি পথেও পা বাড়ায়। বিষয়টিকে মাইন পুঁতে রাখা একটি মাঠের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ ধরনের সাংবাদিকতা কখনো কখনো কাজের সূত্রে দুর্নীতি, অবহেলা এবং ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার মতো বিষয়গুলোর সঙ্গেও মিশে যায়। কারণ, একজন অনুসন্ধানকারীকে 'কেমন করে' এবং 'কেন'– এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে বের করতে হয়। এই সংশ্লিষ্টতা কখনো বড় ধরনের আইনগত ঝামেলাকেও আমন্ত্রণ জানায়। একজন সাংবাদিককে কখনো বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছ পদ্ধতির আশ্রয়ও নিতে হয়।

তবে মনে রাখতে হবে, কিছু সাংবাদিক জনস্বার্থ আর প্রতিদিনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনাগুলোর মাঝে যে ফারাকটা আছে, তা দেখতে বা বুঝতে সমর্থ হন। তবে পাশাপাশি একটি স্কুপ নিউজ করতে গিয়ে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক সব সময় আইনের ঘেরাটোপে থেকে কাজ করতে পারবেন, এমন নিশ্চয়তা দেওয়া কঠিন। একজন সাংবাদিককে অবশ্যই আইন বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে, মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলো এখনো তাদের জনগণকে তথ্যের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করাটাকে বিপজ্জনক বলে মনে করে। তাই আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিই এবং খবরের বিষয়গুলোকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যথাযথভাবে উপস্থাপন করি, যাতে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো আপোস করতে না হয়। আমরা যা সত্য বলে উপলব্ধি করি তা দর্শক, পাঠক, শাসক এবং শাসিতের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিই।

আরব রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির কাজে ভুল করার জায়গাটা বেশ সংকীর্ণ বলা চলে। আর এই সংকীর্ণ জায়গায় কাজ করার বিষয়টা একধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও করে দেয়। সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পছন্দ করেন। কিন্তু এ ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে গেলে দুটো বিষয় জরুরি– এক. অভিজ্ঞতা। দুই. জ্ঞান। একজন রাজনীতিবিদ বা দেহপসারিণীর সঙ্গে সাংবাদিকের সম্পর্ককে প্রায় একই রকম বলা চলে। কারণ, এই দুটি পেশার মানুষই সাংবাদিকের কাছে খবরের উৎস। এই দুই পক্ষ বিভিন্নভাবে একে অপরকে প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে। তবে সাংবাদিকের কাছে সব সময়ই একটি তৃতীয় পথ খোলা থাকে, যার মাধ্যমে তিনি নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে যান।

যে সমাজে গালগল্পই সংবাদ হিসেবে আলোচিত হয়ে ওঠে, সেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিকশিত হতে পারে না। মানুষ সাধারণত সংখ্যা, অঙ্ক আর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করে না। তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায় খবরের শব্দ, ছন্দ আর একটি নির্ভেজাল সংবাদকাঠামো। তবে এই প্রতিবন্ধকতা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রার পথে খুব বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। শেষ পর্যন্ত একজন সাংবাদিক তার সাংবাদিকতার দক্ষতা আর কৌশল কাজে লাগিয়ে প্রতিবন্ধকতাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে পারেন। আমার মনে হয়, এই জায়গায় সাংবাদিকতার দক্ষতা এবং কৌশল বিনিয়োগ করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব। আমাদের সমাজে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষের পরিষ্কার ধারণা না থাকা। সাধারণ মানুষকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়টির সঙ্গে তাদের পরিচিত করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে সাংবাদিকেরা সব সময়ই অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়ান।

এখানে একটি কথা বলাই বাহুল্য, সাংবাদিকতার এই ধারার সঙ্গে মনের আবেগ, মানসিক ও সামাজিক বিপত্তির বিষয়গুলোও জড়িয়ে আছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এতটাই মনোযোগ দাবি করে যে, একজন সাংবাদিকের স্বাভাবিক জীবনও তাতে বিঘ্নিত হতে পারে। এই জগতে আলোচিত হয়ে উঠতে চাইলে সাধারণ জীবনের আনন্দগুলোকে বিদায় জানাতে হবে। তবে সেটা অবশ্য সব সময়ের জন্য নয়। আপনার বুকের ভেতরে যদি এ ধরনের কাজ করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সেটাকে একটি ইতিবাচক সূচনা বলে ধরে নেওয়া যায়। এত সব সংকট পার হয়ে তখন আপনার প্রাপ্তি হিসেবে থাকবে সূত্র আর ইঙ্গিতের বিন্দুগুলোকে জোড়া দিয়ে পাওয়া আবিষ্কারের আনন্দ। তবে আমার মনে হয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো যখন কোনো একজন অচেনা মানুষ হঠাৎ করেই আপনার সামনে এসে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবেন কাজটার জন্য। আর এই ধন্যবাদটুকুই আপনাকে আবার আরেকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির পথে ফেরত পাঠাবে।

**ইওসরি ফাওদা**
**প্রধান অনুসন্ধানী প্রতিবেদক, আল-জাজিরা**

# বিষয়

## অধ্যায় ১

# অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী

*অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গড়পড়তা রিপোর্টিং নয়*

**মার্ক লি হান্টার ও নিলস হ্যানসন**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

**একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি**

# অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গতানুগতিক রিপোর্টিং নয়

**অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আসলে কী? কীভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে হয়? আমরা কেনই-বা তা করব? এই ধারার সাংবাদিকতার ইতিহাসে মোড় বদলে দেওয়া ঘটনা ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও সাধারণ মানুষ অথবা সাংবাদিক– কোনো পক্ষই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞা নিয়ে একমত হতে পারেনি। আমরা মনে করি:**

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা লুকোনো ঘটনাকে জনগণের সামনে প্রকাশ করে, যা হয়তো ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন, অথবা বিশৃঙ্খল তথ্য ও পরিস্থিতির কারণে চাপা পড়ে গিয়েছিল। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রকাশ্য ও গোপন সূত্র এবং নথিপত্র প্রয়োজন হয়।

প্রথাগত সংবাদ প্রতিবেদনের অনেকাংশ অথবা পুরোটাই অন্যদের সরবরাহ করা তথ্যের ওপর নির্ভর করে (যেমন পুলিশ, সরকার, কোনো কোম্পানি ইত্যাদি); এটি মূলত ঘটনার প্রতিক্রিয়ানির্ভর। অন্যদিকে অনুসন্ধানী রিপোর্ট নির্ভর করে একজন রিপোর্টারের নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত বা জড়ো করা তথ্যের ওপর (তাই এ ধরনের রিপোর্টকে 'এন্টারপ্রাইজ/স্ব-উদ্যোগী রিপোর্টিং' বলা হয়ে থাকে)।

প্রথাগত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, চারপাশের একটি বস্তুনিষ্ঠ ছবি তৈরি করা, অর্থাৎ যা আছে তা-ই। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সত্যকে তুলে ধরে বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে। দায়িত্বশীল দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে উপলব্ধি করতে পারবেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো আশপাশের পৃথিবীটাকে সংস্কার করা। তার মানে এই নয়, এটি ভালো কাজের জন্য মিথ্যা বলার লাইসেন্স দেয়। এটা একধরনের দায়িত্বশীলতা, যাতে সত্য আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্বটাকে পাল্টে দেওয়া যায়।

সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই বলেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়টা প্রথাগত সাংবাদিকতার মতো নয়। সাংবাদিকতার উভয় ধারাতেই কে, কী, কোথায় এবং কখন– সংবাদের এই উপাদানগুলো নিয়ে কাজ করা হয়। কিন্তু প্রথাগত প্রতিবেদন তৈরির কাজে পঞ্চম উপাদান 'কেন', অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় এসে 'কীভাবে'-তে রূপান্তরিত হয়। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বাকি উপাদানগুলোও তখন গুণগত মান হিসেবে বিকশিত হয়। 'কে' এই প্রশ্নটি শুধু একটি নাম অথবা পদবির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রশ্নটি একজন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশ করে। একইভাবে 'কখন' প্রশ্নটিও শুধু একটি খবরের সময়কালকেই প্রকাশ করে না। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে 'কখন' প্রশ্নটি ঘটনার একটি বর্ণনামূলক ধারাবাহিক ইতিহাসও প্রকাশ করে। একটি ঘটনা ঘটে যাবার পর 'কোথায়' প্রশ্নটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ঘটনাস্থলের ঠিকানাকে চিহ্নিত করে না। প্রশ্নটি, ঘটনার সঙ্গে ঘটনাস্থলের একটি যোগাযোগ বের করার চেষ্টাও করে। এই উপাদানগুলো এবং বিশদ বিবরণ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে একটি স্বকীয় নান্দনিক পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং আবেগময় প্রভাব তৈরি করতে সাহায্য করে।

সারকথা হলো, একজন রিপোর্টারকে তার পেশাগত কাজে দৈনন্দিন এবং অনুসন্ধানী– এই দুই ধরনের রিপোর্টই করতে হয়। দুই ধারায় কাজ করতে গিয়ে একজন রিপোর্টারের মধ্যে আলাদা ধরনের দক্ষতা, কাজের অভ্যাস, প্রক্রিয়া এবং আলাদা লক্ষ্যও গড়ে ওঠে। নিচের সারণিতে, এই দুই ধারার কাজের তফাতগুলো আরও বিশদভাবে বোঝা যাবে। অবশ্য ফারাক থাকলেও ধারা দুটি কিন্তু একে অপরের বিরোধী নয়, বরং যখন একটি পরিস্থিতি বাম দিকের সারণির প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নিতে হবে রিপোর্টার গতানুগতিক রিপোর্টিং করছে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি ডান দিকের সারণিকে সমর্থন করে, তাহলে বুঝতে হবে রিপোর্টার অনুসন্ধানমূলক পথ অনুসরণ করছে।

| গতানুগতিক সাংবাদিকতা | অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা |
|---|---|
| **গবেষণা** | |
| এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্ট তৈরির কাজ করা হয় একটি নির্দিষ্ট ছন্দ বজায় রেখে (দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক) | স্টোরিটি যতক্ষণ না পর্যন্ত যৌক্তিক এবং পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো তথ্যই প্রকাশিত হবে না। |
| এখানে গবেষণার কাজটি দ্রুত শেষ করা হয়। রিপোর্ট লেখা শেষ, মানে গবেষণাও শেষ। | স্টোরিটি নিশ্চিত করা না গেলে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হয় এবং স্টোরি প্রকাশিত হওয়ার পরেও গবেষণার কাজ চলতে পারে। |
| স্টোরিটি সংক্ষিপ্ত এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা হবে এবং দৈর্ঘ্যে ছোট হতে পারে। | স্টোরিতে প্রাপ্ত তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে এবং এটি কলেবরে দীর্ঘ হতে পারে। |
| সূত্রের সাক্ষ্য দলিলের বিকল্প হতে পারে। | রিপোর্টে সূত্রের সাক্ষ্যকে সমর্থন বা অস্বীকার করার জন্য ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন। |
| **খবরের সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক** | |
| সরল বিশ্বাসে সূত্রের বলা কথা অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয় যাচাই-বাছাই ছাড়াই। | সরল বিশ্বাসে কোনো সোর্স বা সূত্রকে বিশ্বাস করা যায় না; কারণ, যেকোনো সোর্সই ভুল তথ্য দিতে পারে। যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য রিপোর্টে ব্যবহার করা হয় না। |
| অফিশিয়াল সূত্রগুলো কখনো নিজেকে এবং নিজের লক্ষ্যকে প্রচার করার জন্য রিপোর্টারদের তথ্য দিয়ে থাকে। | ভিন্ন সূত্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রিপোর্টার কোনো দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়া ভাষ্যকে অস্বীকার অথবা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। |
| রিপোর্টারকে দায়িত্বশীল অফিশিয়াল সূত্র থেকে পাওয়া স্টোরির ব্যাখ্যাটিও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। চাইলে রিপোর্টার অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বা অন্যদের পর্যালোচনার সঙ্গে ব্যাখ্যাটি মিলিয়ে দেখতে পারেন। | প্রতিবেদক স্বাধীন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কোনো স্টোরির অফিশিয়াল সংস্করণকে স্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে বা অস্বীকার করতে পারেন। |
| সোর্সরা যেসব তথ্য দেন, সেগুলোর বেশির ভাগই রিপোর্টার ব্যবহার করেন। | একজন রিপোর্টার এ ধরনের রিপোর্ট লেখার সময় সূত্রের কাছ থেকে যেসব তথ্য পাবেন, সেগুলোর অনেকটাই বর্জন করবেন। কারণ, তার রিপোর্টে ব্যবহৃত তথ্য অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট হবে। |
| এ ধরনের রিপোর্টে সোর্সের পরিচয় গোপন রাখা হয় না। | নিরাপত্তার কারণে কখনো কখনো সোর্সদের পরিচয় গোপন রাখতে হয়। |
| **ফলাফল** | |
| এ ধরনের রিপোর্টকে বলা যায় পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি, যা আছে তাকেই স্বীকার করে নেওয়া। এ ধরনের রিপোর্টে মানুষকে অবগত করা ছাড়া একজন রিপোর্টার আর কোনো ফলাফল আশা করেন না। | অনুসন্ধানী রিপোর্টার তার চারপাশের পৃথিবীকে অবিকলভাবে গ্রহণ করতে রাজি নন। এখানে স্টোরির লক্ষ্যই থাকে উদ্ভূত একটি পরিস্থিতির ভেতরে প্রবেশ করা অথবা পরিস্থিতিকে আড়াল করে রাখা পর্দাটা সরিয়ে দেওয়া। রিপোর্টার এর মাধ্যমে পরিস্থিতিকে সংস্কার করতে, অস্বীকার করতে অথবা কখনো সঠিক পথ দেখাতে চান। |
| প্রতিবেদনে একজন রিপোর্টারের ব্যক্তিগত সম্পৃক্তির প্রয়োজন পড়ে না। | রিপোর্টারের ব্যক্তিগত সম্পৃক্তি না থাকলে সে রিপোর্ট কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয় না। |
| রিপোর্টারকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হয়। স্টোরিতে রিপোর্টার দুই পক্ষের মধ্যে কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারবেন না এবং কোনো ধরনের রায় দেওয়ার মানসিকতাও তার থাকবে না। | স্টোরির তথ্যের প্রতি রিপোর্টারকে সৎ এবং মনোযোগী থাকতে হবে। রিপোর্টারের এই মানসিকতার কারণেই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত, ঘটনার নায়ক এবং অপরাধীরা রিপোর্টে প্রকাশিত হবে। স্টোরিতে রিপোর্টার সিদ্ধান্ত অথবা রায়ও দিতে পারেন। |
| এ ধরনের রিপোর্টে নাটকীয় কাঠামোর কোনো গুরুত্ব নেই। এ ধরনের স্টোরির কোনো সমাপ্তিও থাকে না। কারণ, এখানে সংবাদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। | প্রভাব নিশ্চিত করার স্বার্থেই রিপোর্টের গঠনকাঠামো নাটকীয় হতে হয়, যা কখনো রিপোর্টার আর কখনো-বা একজন সোর্সের বরাতে রিপোর্টটিকে একটি উপসংহারের দিকে নিয়ে যায়। |
| এখানে একজন রিপোর্টার ভুল করতেই পারেন। তবে এ ধরনের ভুল খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। | এ ধরনের রিপোর্টে ভুল একজন রিপোর্টারের ওপর লিখিত বা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। এ ধরনের ভুলের কারণে রিপোর্টার এবং গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হতে পারে। |

অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ায় কাজের পরিমাণ কি প্রথাবদ্ধ সাংবাদিকতার চেয়ে অনেক বেশি? হ্যাঁ, বাস্তবে এই প্রক্রিয়ায় কাজ বেশি, তবু কাজটা কার্যকর ও আনন্দের মনে হয়। কারণ, সাধারণ মানুষ এ ধরনের কাজ থেকে উপকৃত হয়। এ ধরনের কাজ আপনাকে এবং আপনার সংগঠনকেও পুরস্কৃত করে।

## মানুষের জন্য

দর্শক ও পাঠকেরা এমন স্টোরি দেখতে বা পড়তে ভালোবাসেন যেখানে তথ্য থাকে। তারা এমন তথ্য পেতে চান যেগুলো বিশ্বাস করা যায় এবং যা তাদের জীবনে আলাদা শক্তি জোগায়। তথ্য হতে পারে রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা একেবারে বাড়িতে নিত্যব্যবহার্য পণ্য বিষয়েও। মূল বিষয় হচ্ছে, আমরা একটি স্টোরিতে এসব বিষয়ে যে নতুন তথ্য উপস্থাপন করছি, তাতে তাদের জীবনধারা পাল্টে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শুধুই বা প্রধানত কোনো পণ্য নয়; বরং সেবামূলক বলে এটিকে বিবেচনা করা যায়। এ ধরনের সাংবাদিকতা মানুষের জীবনকে স্বস্তিদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর একটা অবস্থানে পৌছাতে সহায়তা করে।

## আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য

অনেকেই বলে থাকেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ব্যয়বহুল। এ রকম বক্তব্য বিশ্বাস করবেন না। অধিকাংশ গণমাধ্যম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন, এটা মিথ্যা নয়। কিন্তু যেসব গণমাধ্যম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রক্রিয়াটিকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মধ্যে অব্যাহত রাখে এবং তাদের নিজস্ব মানকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে এটিকে ব্যবহার করে, তারা দিন শেষে লাভবানই হয়। (দ্য উইকলি ক্যানা অঁশিনি, ফ্রান্স এবং দ্য ইকোনমিস্ট গ্রুপ, ইংল্যান্ড, এখানে দুটি পৃথক উদাহরণ হতে পারে)। এ ধরনের গণমাধ্যমগুলো তাদের কাজের জন্য সমাজে ব্যাপক প্রভাব ও সুনাম অর্জন করে। আর এই সুনাম তাদের কাছে যেমন তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে, তেমনি একটি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানেও নিয়ে যায়।

## আপনার জন্য

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করেছেন– এ ধরনের সাংবাদিকতায় আমার নিশ্চয়ই অনেক শত্রু তৈরি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, কাজটা যদি আপনি সঠিকভাবে সম্পাদন করেন, তাহলে শত্রুর চেয়ে আপনার বন্ধুর সংখ্যা বেশি হবে। পেশা এবং পেশার বাইরেও আপনার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়বে। আপনি সাংবাদিকতা পেশায় না থাকলেও আপনার দক্ষতার জন্য সম্মানিত হবেন এবং কাজ থেকেও কখনো দূরে থাকবেন না। তবে পাশাপাশি এ ধারণাটিও সত্য নয় যে, সাংবাদিকদের মাঝে যাদের অনুসন্ধানের দক্ষতা থাকে না, তারা কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন বা দ্রুত ছাঁটাই হন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে করতে আপনি ব্যক্তিমানুষটিও অদ্ভুতভাবে বদলে যাবেন। নিজেকে তখন অনেক বেশি শক্তিশালী মনে হবে। কারণ, তখন আপনি জানেন, সত্য অনুসন্ধানের জন্য কারও ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হচ্ছে না, আপনি নিজেই কাজটা করতে সক্ষম। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আপনি নিজের সন্দেহগুলোকে উপলব্ধি করেই ভয়টাকেও আয়ত্তে আনতে পারবেন। বলা যায়, পৃথিবীকে আপনি আরও গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

সাংবাদিকতা কখনো কখনো সাংবাদিকদের অলস ও অকর্মণ্য করে দেয়। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আপনি সেই পরিণতিকেও এড়াতে পারবেন। সংক্ষেপে বলা যায়, আপনি যদি নিজের প্রতি এবং পেশার প্রতি যত্নশীল হন, তাহলে আপনি নিজেকে, আপনার দর্শক এবং সহকর্মীদের কাছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিবাচক গুণগুলো পৌছে দিতে পারবেন।

# অনুসন্ধানের জন্য একটি স্টোরি নির্বাচন করা

**ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের রিপোর্টাররা একটি প্রশ্ন প্রায়ই করে থাকেন, 'আপনি কীভাবে অনুসন্ধানের জন্য স্টোরি নির্বাচন করেন?' প্রায়শই তারা একটি লাগসই স্টোরি নির্বাচন করা নিয়ে সংকটে পড়েন। আমার এক ছাত্র একবার বলেছিল, 'স্টোরির উপাদান সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে।' সমস্যা হচ্ছে, সেগুলো খুঁজে পাওয়া। পাশাপাশি সুসংবাদ হলো, এমন বেশ কিছু পদ্ধতি আছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি অনুসন্ধান করার মতো স্টোরি খুঁজে পেতে পারেন।**

অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত বিষয় খুঁজে বের করতে একজন রিপোর্টার প্রাথমিকভাবে নিয়মিত টেলিভিশন দেখতে পারেন। চলমান ঘটনাপ্রবাহের খবর রাখতে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নজর রাখতে পারেন। কোনো একটি নির্দিষ্ট খাত বেছে নিয়ে কিছুদিন নজর রাখলে বুঝে যাবেন, কোথাও কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে কি না। একটি স্টোরি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার পর আপনার মনে আরও প্রশ্নের উদয় হলে আপনি নিজ থেকেই বাড়তি অনুসন্ধান করার তাগাদা অনুভব করবেন।

আশপাশের যেকোনো অস্বাভাবিক ঘটনার প্রতি নজর রাখাটাও রিপোর্টারের জন্য জরুরি। কারণ, সবকিছুই যে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটবে, এমন কথা কেউ দিতে পারে না। বেলজিয়ামের প্রখ্যাত সাংবাদিক ক্রিস ডে স্টুপ একবার এ রকম একটি অস্বাভাবিক ঘটনা দেখেই নারী পাচারের ওপর একটি বড় ধরনের অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। অফিস যাবার পথে প্রায়শই তিনি দেখতেন, রাস্তায় বেলজিয়ান যৌনকর্মীরা দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন তিনি খেয়াল করলেন, ওই জায়গাটিতে ভিন্ন দেশের নারীদের দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটি দেখে তার মাথায় প্রশ্নের উদয় হয়।

অনুসন্ধানের জন্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মানুষের অভিযোগ শোনা। বিষয়গুলো কেন এভাবে ঘটবে? কিছুই কি করার নেই? এ ধরনের প্রশ্ন তখন মনের মধ্যে জেগে উঠবে। গ্রামের বাজার, একান্ত আড্ডা অথবা কোনো নৈশভোজের অনুষ্ঠানে গেলেই এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে শুনবেন যেগুলো অদ্ভুত, চমকে ওঠার মতো এবং কৌতূহল উদ্রেককারী।

তবে অনুসন্ধানের বিষয়ে একটি কথা মনে রাখতে হবে, সব সময় শুধু নেতিবাচক ঘটনাকে প্রধান্য দিলে চলবে না। একটি ইতিবাচক ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করাও কঠিন কাজ। সমাজে একজন নতুন প্রতিভাকে নিয়েও কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। কোনো একটি উন্নয়ন প্রকল্প যা নিজের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে অথবা সম্পদ অর্জনকারী এবং চাকরির বাজার সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা একটি কোম্পানিও এ ধরনের রিপোর্টের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারে এমন সাফল্য, মানুষের ভালো কাজ, অনুসন্ধানে উঠে এলে তা থেকে দর্শক-পাঠকেরা উপকৃত হবেন।

মনে রাখবেন: ছোট বা সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান বলে কিছু হয় না। সুদূর কোনো গ্রামে অনুসন্ধানের জন্য একজন সাংবাদিকের যে কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, রাজধানী শহরেও অনুসন্ধান চালাতে তার একই কৌশল ও দক্ষতার দরকার হয়। এই পর্যবেক্ষণগুলো সাংবাদিকতার কোনো তত্ত্ব নয়, এগুলো আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। সব সময় যে বড় ধরনের কোনো অনুসন্ধান থেকে কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাই বড় অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষা না করে এখন আপনি যে ধরনের অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িত, তা থেকেই দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করুন।

## মোদ্দা কথা, আপনার আবেগকে অনুসরণ করুন এই নীতির দুটো দিক আছে

প্রথমটিকে 'ব্রোকেন লেগ সিনড্রোম' বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এ রকম একটি শিরোনাম ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তার নিজের পা ভাঙছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করতে পারবে না কত মানুষ খুঁড়িয়ে হাঁটে। অর্থাৎ, একটা ঘটনাকে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ করি না যতক্ষণ না বিষয়টি নিজে অনুধাবন করতে পারি। তাই আপনার ভেতরের আবেগ দিয়ে সেই গল্প উপলব্ধি করুন, যা অন্যরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না।

দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, একটি স্টোরি যদি আপনাকে মুগ্ধ না করে, রাগান্বিত না করে অথবা আপনার ভেতরে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি না করে, তাহলে সেটি অন্য কাউকে করতে দিন। পাশাপাশি আপনি যদি একজন সম্পাদক হয়ে থাকেন, তাহলে লক্ষ রাখুন আপনার একজন রিপোর্টার কোনো অনুসন্ধানকে একটি সাধারণ দায়িত্ব পালন হিসেবে দেখছে কি না। এ রকম কিছু ঘটলে অ্যাসাইনমেন্টটি অন্য কোনো রিপোর্টারকে দিয়ে করান।

কেন? মনে রাখতে হবে যে কোনো অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকে। যদি স্টোরি সম্পর্কে আপনার আগ্রহ না থাকে, তাহলে ওই বাড়তি কাজটা আপনি কখনোই করবেন না। কাজটি করার জন্য অবশ্যই আপনার বিশ্লেষণী মনকে ব্যবহার করতে হবে, অবশ্যই যেকোনো অবস্থায় আপনাকে পেশাদারি মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু স্টোরিটি যদি আপনার আবেগকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আপনি কোনো না কোনোভাবে কাজটা করতে ব্যর্থ হবেন।

# স্টোরিটি কি যথাযথ?

**ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে বহু অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় আবেগের গুরুত্ব অনেক। প্রতিশোধস্পৃহাও একধরনের আবেগ, এবং দেখা যায়, কোনো কোনো প্রতিবেদক ও প্রকাশক ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে ব্যবহার করেন। অনুসন্ধানের সঙ্গে কঠিন শ্রম জড়িত। কিন্তু কখনো এমনও দেখা যায় সহজতম স্টোরি বলেই অনুসন্ধানটি করা হয়। পাঠক অথবা দর্শকের কাছে প্রতিবেদনটির গুরুত্ব ও কার্যকারিতার দিকটিও বহু অনুসন্ধানকারী জানার প্রয়োজন বোধ করেন না।**

তাই অনুসন্ধানের কাজ শুরু করার আগে নিচে বর্ণিত প্রশ্নগুলো নিজেকে করুন। বুঝে নিন আপনার নির্বাচিত স্টোরি কতটা শ্রম দেওয়ার উপযোগী:

কতসংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত?

কতটা মারাত্মক মাত্রায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত? (এখানে সংখ্যার মতো ক্ষতির গভীরতাও গুরুত্বপূর্ণ। যদি একজন মানুষেরও প্রাণহানি ঘটে অথবা তার জীবন বিপর্যস্ত হয়, তাহলেই স্টোরিটি গুরুত্বপূর্ণ)।

একটি ঘটনা যদি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাহলে সেটি অন্য জায়গায় ঘটানো সম্ভব কি না?

নাকি এই মানুষগুলো ঘটনার শিকার?

তাদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে কি এড়ানো যেত?

গেলে সেটা কীভাবে?

সেখানে কি নেতিবাচক কাজের জন্য দায়ী এমন ব্যক্তিরা আছেন, যাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া অথবা তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা উচিত?

যেকোনো ঘটনাতেই, কী ঘটেছিল তার বিবরণ দেওয়াটা কি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে?

এই পেশায় সেবা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু নিজের পেশাগত জীবনের সমৃদ্ধিই সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য নয়। মনে রাখতে হবে, অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া একটি অস্ত্রের মতো, এটি দিয়ে আপনি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা বেখেয়ালে মানুষকে আঘাতও করে ফেলতে পারেন। (ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি তদন্তের সময় সাংবাদিক উডওয়ার্ড বা বার্নস্টিনের তদন্তের কারণে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু নিরপরাধ ব্যক্তিও সাজা পেয়েছিলেন)।

এভাবেই আপনার পেশাগত জীবনের ভেতর দিয়ে অন্যের জীবনের জন্য খুব ভালো অথবা খারাপ উপাদান হয়ে উঠতে পারেন। তাই আপনার ভূমিকা নিয়ে নিজেকেই সতর্ক থাকতে হবে। জানতে হবে, কাজটি আপনি কার জন্য করছেন, কেন করছেন? অন্যের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করার আগে আপনি নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিন। যদি এমন হয়, নির্দিষ্ট স্টোরিটি অনুসন্ধান করা, অন্যদের বদলে আপনার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাহলে কাজটা শুরু না করাই ভালো।

পেশাগত জীবনে আমরা অসংখ্য অনুসন্ধানমূলক কাজ করে থাকি। একটি পর্যায়ে কেউ একজন আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন, "আপনি এসব প্রশ্ন কেন করছেন? এসব তথ্য দিয়ে আপনি কী করবেন?" তখন "জনগণের বিষয়টা জানার অধিকার আছে"– এ ধরনের উত্তর প্রশ্নকর্তার কাছে সহজে গৃহীত হয় না। তখন আপনার বলা উচিত, "এখানে যা ঘটছে তা আপনার এবং অন্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি সেই স্টোরিটি প্রকাশ করতে চাই। আমি চাই বিষয়টি একটি সত্য হিসেবে বের হয়ে আসুক, আমি আশা করি আপনি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবেন।"

মনে রাখবেন, এ রকম একটি সময়ে আপনি যা বলবেন, তার ওপর আপনার নিজের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। সেই প্রশ্ন উত্থাপনকারীর কাছেও গোটা বিষয়টি যৌক্তিক হতে হবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যকে সব সময় বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই এই পেশার মানুষদের তারা অপছন্দও করেন। আমরা আশা করি, আপনি এই ভুল ধারণা দূর করতেও সহায়তা করবেন।

# অনুমান

অধ্যায় ২

## অনুমানের ব্যবহারঃ অনুসন্ধান পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু

**মার্ক লি হান্টার, লুক সেঞ্জার্স ও পিয়া থর্ডসেন**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি

**সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য একটি অনুমান দাঁড় করিয়েছি**

# অনুমান বা হাইপোথিসিস হচ্ছে একটি স্টোরি এবং সেটিকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি

রিপোর্টাররা প্রায়শই অভিযোগ করে থাকেন, একটি ভালো স্টোরির আইডিয়া দেওয়ার পরও সম্পাদকেরা তা নাকচ করে দেন। এমনটা ঘটে অবশ্যই। কিন্তু সম্পাদকেরা যা নাকচ করেন, প্রায়শই দেখা যায় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোনো স্টোরি হিসেবে দাঁড়ায় না। বিষয়টা সেধে বিপর্যয় ডেকে আনার মতো দুর্বলভাবে পরিকল্পনা করা একটি অনুসন্ধান, যেখানে সময় ও অর্থ খরচ হয় ঠিকই, কিন্তু ফলাফল অনিশ্চিত। তরুণ বয়সের উৎসাহে আমরা অনেক সময় একটি খোঁড়া ঘোড়ার মতো প্রায় অচল কিছু স্টোরির প্রস্তাবনা সম্পাদকের সামনে হাজির করি। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো যে সম্পাদকেরা সেই খোঁড়া ঘোড়া নিয়ে ছোটার আগেই সেগুলোকে মেরে ফেলেন।

উদাহরণ হিসেবে এভাবে বলা যায়, "আমি দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধান করতে চাই" এ ধরনের একটি প্রস্তাব কখনোই একজন সম্পাদককে আগ্রহী করে তোলে না। পৃথিবীর সর্বত্রই দুর্নীতির অস্তিত্ব আছে। আপনি দুর্নীতি বিষয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করলে অনুসন্ধানের জন্য একটা কিছু পেয়েও যাবেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি তো আসলে একটি বিষয়, কখনোই স্টোরি নয়। আর রিপোর্টাররা স্টোরিই করেন শেষ পর্যন্ত। আপনি যদি স্টোরির বদলে একটি বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করতে চান, তাহলে সেই বিষয়ে আপনি দক্ষ হয়ে উঠবেন ঠিকই কিন্তু পুরো প্রক্রিয়ায় শুধু শুধু প্রচুর অর্থ, সময় আর শ্রম ব্যয় হবে। আর এ কারণেই যেকোনো বিচক্ষণ সম্পাদক আপনাকে বলবেন, "না।"

কিন্তু এ ধরনের বিস্তৃত প্রস্তাবের পরিবর্তে আপনি যদি বলেন, "স্কুল ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, সন্তানের উন্নত জীবন নিয়ে অভিভাবকদের আশাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে" তাহলে বোঝা যাবে আপনি নির্দিষ্ট একটি স্টোরি নিয়ে কথা বলছেন এবং আপনার স্টোরিটি আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে।

স্টোরিটি বেছে নিয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আপনি একটি অনুমানও তুলে ধরছেন। এখানে অনুমান কথাটা বলার কারণ হলো, এই স্টোরিটিই যে সঠিক সে ব্যাপারে আপনার হাতে তখনো কোনো প্রমাণ উঠে আসেনি।

আপনি বলছেন, স্কুলে দুর্নীতির অস্তিত্ব আছে এবং তা দুই শ্রেণির মানুষের ওপর বাজে প্রভাব ফেলছেঃ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক। আপনার এই বক্তব্য সঠিক হোক বা না হোক, আপনার প্রাথমিক কাজ হবে সত্যটা খুঁজে বের করা।

স্টোরিটি কতটা যৌক্তিক, তা প্রমাণ করতে হলে অনুমান থেকে উঠে আসা কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর আপনাকে খুঁজে পেতে হবে। এ ধরনের কাজে আমরা অনুমানকে আলাদা করে সরিয়ে রেখে দেখতে পারি, আর কী কী প্রশ্ন সেখান থেকে বের হয়ে আসে। তারপর প্রতিটি প্রশ্নকে আমরা আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে পারি। এ ছাড়া স্টোরি বর্ণনা করতে যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করব, তার অর্থ সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা তৈরি হবে। কারণ, স্টোরিটিকে একটি পরিণতিতে পৌঁছে দিতে হলে আমাদের সেই সব শব্দের যথাযথ অর্থ আবিষ্কার এবং তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

আপনি যেকোনো একটি পর্যায়ক্রমিক ধারা অনুসরণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন। তবে সহজ কিছু থেকে শুরু করাই সবচেয়ে ভালো। যেকোনো অনুসন্ধানের কাজই একটা পর্যায়ে কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ তথ্য ও সূত্র জড়িয়ে যায়। এতে করে বিপুল পরিমাণ তথ্য গুছিয়ে রাখা বা ব্যবস্থাপনার কাজও বেড়ে যায়। এর পাশাপাশি যে আরেকটি বিষয় বাড়তে থাকে তা হচ্ছে– উদ্বেগ। কারণ, আপনাকে সব সময়ই ভাবতে হচ্ছে নিজের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার আগে সঠিক স্টোরিটি আপনি পাবেন কি না?

আমরা স্কুলের দুর্নীতি নিয়ে অনুমানভিত্তিক যে উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করছি, সেখানে কাজ শুরু করার সবচেয়ে সহজ জায়গা হচ্ছে স্কুলের শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের আশা ও হতাশার জায়গাটি বোঝা।

স্কুলে দুর্নীতির অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে আপনাকে কমপক্ষে ৪টি সূত্রের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এর চেয়ে কমসংখ্যক সূত্রের সঙ্গে কথা বলে স্টোরিকে একটি ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর স্কুলের ব্যবস্থাপনা কীভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে আপনি খোঁজখবর নিতে পারেন। স্কুলের আইনকানুন, পরিচালনার নিয়মনীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলোও পাশাপাশি খতিয়ে দেখতে হবে আপনাকে।

আপনি যখন জানতে পারবেন স্কুলের ব্যবস্থাপনা কীভাবে কাজ করে, তখন সেখানকার ফাঁকফোকরগুলোও বুঝে যাবেন, যেখানটা দিয়ে দুর্নীতি হতে পারে। পাশাপাশি স্কুল-ব্যবস্থার দাবির সঙ্গে আপনি যা শুনেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন, তার বাস্তবতার তুলনা করতে সমর্থ হবেন।

## একটি ছকে ফেলে আমরা গোটা প্রক্রিয়াটি দেখতে পারি

প্রথমে আমরা অনুমানটিকে নির্দিষ্ট করি

তারপর অনুমানের বিভিন্ন পরিভাষাগুলো আলাদা করি

**আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে প্রতিটি পরিভাষাকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা এবং তাতে কী কী প্রশ্নের উদয় হয়, সেটা দেখা**

কী ধরনের স্কুল? কতগুলো আছে?

প্রতিটি স্কুলে এই দুর্নীতি কি একইভাবে কাজ করে?

কোন ধরনের আইন দিয়ে দুর্নীতি আটকানো যাবে?

আইনগুলো কাজ করছে না কেন?

একটি ব্যবস্থাপনার মধ্যে কত ধরনের মানুষ কাজ করে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা ও পুরস্কার কীভাবে বণ্টন করা হয়?

**স্কুল ব্যবস্থায়**

প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি বলতে আমরা কী বুঝি?

চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া, পক্ষপাতিত্ব অথবা স্বজনপ্রীতি?

স্কুলে দুর্নীতি বিষয়টি কীভাবে কাজ করে?

**দুর্নীতি**

কোন কোন অভিভাবক এ ধরনের দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছেন?

তাদের স্বপ্ন এবং আশাগুলো কী?

শিক্ষা কীভাবে তাদের সেসব স্বপ্ন পূরণ করবে বলে তারা মনে করেন?

**অভিভাবকের আশা ভেঙে দিয়েছে**

কী ঘটছে, স্কুলের বাচ্চারা কি তা বুঝতে পারে?

যদি পারে, তাহলে বিষয়টা তাদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে?

**যে তাদের সন্তানেরা**

শিক্ষা কি শিশুদের জীবনকে সত্যি সত্যি সুন্দর করে এবং কীভাবে?

**আরও ভালো জীবন যাপন করবে**

# অনুমাননির্ভর অনুসন্ধানের সুবিধা

**ওপরের উদাহরণ দেখে কী মনে হচ্ছে? অনেক কাজ? প্রতিদিনকার খবর, যা দু-একজন সূত্রের সঙ্গে কথা বলে অথবা প্রেস রিলিজ দেখে লিখে ফেলা যায়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে কাজের পরিমাণ অনেক বেশিই মনে হবে। অনুমানভিত্তিক অনুসন্ধানের সঙ্গে অন্য অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করলে এই প্রক্রিয়ায় শ্রম-সাশ্রয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হবে:**

### ১. অনুমান কোনো গোপন বিষয়কে উন্মোচন করে না, বরং যাচাইয়ের জন্য কিছু উপাত্ত সরবরাহ করে

সাধারণ মানুষ তাদের কাছে থাকা গোপন তথ্য যথাযোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া প্রকাশ করতে চান না। তারা আপনার কাছে থাকা তথ্যগুলোর যথার্থতা নিশ্চিত করতে রাজি হন নিছক এ কারণে যে তারা মিথ্যা বলা অপছন্দ করেন। একটি তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে অনুমান আপনাকে যতটা সাহায্য করে, নতুন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অতটা নয়। এই সুযোগ আপনাকে এমন একটি জায়গায় পৌঁছে দেবে, যেখানে স্টোরিটি আরও অনেক ডালপালা নিয়ে আবিষ্কৃত হবে, যা শুরুতে ভাবা যায়নি। আর স্টোরির এই নতুন ডালপালা আবিষ্কৃত হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে, আপনি আরও নতুন তথ্য খুঁজে পাওয়া এবং সেগুলোকে গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করছেন।

### ২. অনুমান আপনার গোপন বিষয় আবিষ্কারের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে

'গোপনীয়তা' হচ্ছে সেই সত্য, যা সম্পর্কে কেউ এত দিন প্রশ্ন করেনি। অনুমান এমন এক ধরনের মানসিক প্রভাব তৈরি করে, যা আপনাকে দিয়ে সেই প্রশ্নগুলো করিয়ে নেয়। ফরাসি অনুসন্ধানী সাংবাদিক এডউই প্লেনেল এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "আপনি কোনো কিছু খুঁজে বের করতে চাইলে সেটা সম্পর্কে আপনাকে খোঁজখবর নিতে হবে।" আর আমরা বলি, "আপনি যদি সত্যি সত্যি কোনো কিছুর জন্য অনুসন্ধান করেন, তাহলে আপনি আশাতীত অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন।"

### ৩. অনুমান আপনার প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে

'কী খুঁজছেন এবং কোথায় খুঁজবেন' এই বিষয় দুটি যখন নির্ধারণ করা হয়ে যায়, তখন অনুসন্ধানের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো শেষ করতে কতটা সময় লাগবে, তা আপনি নিজেই বুঝে যাবেন। অনুসন্ধানের কাজকে একটি প্রকল্প হিসেবে হাতে নিয়ে আপনি কতটা সামাল দিতে পারবেন, তা বোঝার এটাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। আমরা এই অধ্যায়ের শেষে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করব।

### ৪. অনুমান এমন একটি হাতিয়ার, যা আপনি বারবার ব্যবহার করতে পারেন

আপনি যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে শুরু করবেন দেখবেন, আপনার পেশার মান বদলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাঝেও পরিবর্তন আসবে। কী করতে হবে সেটা বলে দেওয়ার জন্য তখন আপনার আর কারও সহায়তার প্রয়োজন হবে না। পৃথিবীর কিছু ঝামেলা ও যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে আপনার কী করা উচিত, সেটা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন এবং তখন সেই কাজগুলো সহজে করতেও পারবেন। আর ঠিক এ জন্যই তো সাংবাদিক হতে চেয়েছেন আপনি, তাই না?

### ৫. অনুমানই নিশ্চিত করে যে দিন শেষে আপনি একগাদা তথ্য-উপাত্ত নয়, একটি স্টোরি উপস্থাপন করতে পারবেন

বেশ খানিকটা সময় ও রিসোর্স ব্যয়ের পর সম্পাদক সব সময়ই সেখান থেকে কিছু স্টোরি আশা করবেন, যা ছাপা যায়। অনুমান সম্পাদকের সেই প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। অনুমান জানাতে পারে, আপনার স্টোরি সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন কী হতে পারে। আপনার স্টোরিটি যে কার্যকর কিছু নয় এমন অনুমানও এ প্রক্রিয়ায় করা সম্ভব।

- অনুমানকে যাচাই করলেই স্টোরিটির অকার্যকারিতা সম্পর্কে দ্রুত জানা সম্ভব হয়। তাতে করে প্রকল্পটির পেছনে অকারণ বিনিয়োগের অপচয়ও বন্ধ করা যায়।
- একটি অনুমানের সর্বনিম্ন ইতিবাচক ফল যেটা বের হয়ে আসে তা হচ্ছে, প্রাথমিক অনুমানটি সত্য ছিল এবং সে অনুমানটি দ্রুত যাচাই করা সম্ভব।
- ইতিবাচক ফলের সর্বোচ্চ দিকটি হচ্ছে, অনুমানটি যদি সত্য হয়, তাহলে তা যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করা উচিত। এতে ধারাবাহিক অথবা একটি বড় স্টোরি বের হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে।

আরও কিছু সুবিধার কথা আলোচনা করার আগে আপনাকে একটি সতর্কবার্তাও জানাতে চাই।

# অনুমান কখনো কখনো বিপজ্জনক

**একজন রিপোর্টারের মধ্যে একটি শঙ্কার জায়গা সব সময় থেকে যায়, স্টোরিটি সঠিক হলে কী ঘটবে? তাদের বিরুদ্ধে কি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আদালতে মামলা করা হবে? অবশ্য অভিজ্ঞ রিপোর্টাররা ভাবেন অন্য বিষয় নিয়ে। তারা জানেন, সবচেয়ে বড় বিপর্যয়টি ঘটে একটি স্টোরি কখনো ভুল প্রমাণিত হলে। স্টোরির জন্য অবশ্যই তারা কখনো মামলার শিকার হতে পারেন। তাদের জেলেও নিক্ষেপ করা হতে পারে। কিন্তু একটি ভুল স্টোরি তাদের জন্য আশপাশের জগৎটাকে কুৎসিত আর বিষণ্ন করে তোলে।**

যদি কোনো প্রমাণ ছাড়াই একটি অনুমানকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে চান, তাহলে বলতে হবে আপনি পৃথিবীর পেশাদার মিথ্যাবাদী, নিরপরাধকে অভিযুক্ত করা নিষ্ঠুর পুলিশ, আর বাজারে সাবানের মতো সহজে যুদ্ধ বিক্রি করা রাজনৈতিক নেতাদের দলে নাম লেখালেন। অনুসন্ধান আসলে সত্যকে খুঁজে বের করে; এখানে আপনার নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার কিছু নেই। অনুমানভিত্তিক অনুসন্ধান এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে আপনি অনেক সত্য খনন করে বের করে আনতে পারবেন। কিন্তু একই সঙ্গে এই যন্ত্র বহু নিরপরাধ মানুষের জন্য কবরও খুঁড়তে পারে।

আপনার অনুমানকে সমর্থন করে না এমন সত্যগুলোকে বাদ দেওয়া একটি বড় ভুল হয়ে দাঁড়াতে পারে আপনার জন্য। আপনি অমনোযোগীও হয়ে পড়তে পারেন (মিথ্যা কথার মতো ভুলও বিভ্রান্তি আর বিপর্যয়কে ডেকে আনতে পারে)। এই দুই পথেই আপনি পরিশ্রম এড়িয়ে গিয়ে নিজের কাজটাকে সহজ করে নিতে পারেন, আর তাতে সৃষ্টি হওয়া লেজেগোবরে অবস্থাটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন অন্য কারও ওপর। এ রকম কাজ প্রতিদিন অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু তাতে করে কাজটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। আমাদের তত্ত্ব হচ্ছে, অনুমানের ভুল ব্যবহারের কারণে বহু সাংবাদিকই নরকের দিকে হাঁটতে থাকেন। তাই অনুমানটির ব্যবহারে আপনাকে সৎ এবং সতর্ক থাকতে হবে। অনুমান প্রমাণ করা যেমন জরুরি, তেমনি অনুমানটি যথাযথ নয়, সেটা প্রমাণ করাও জরুরি। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা অধ্যায়-৭-এ 'মান নিয়ন্ত্রণ' অংশে আলোচনা করব।

# অনুমান কীভাবে কাজ করে

## ১. প্রথম অনুমানটি সঠিক হলেও কেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়

একটি অনুসন্ধানকে অনুমানের কাঠামোয় ফেলে কাজ করার প্রক্রিয়াটি পুরোনো বৈজ্ঞানিক প্রথার মতোই। পুলিশের তদন্ত এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবায় এই প্রক্রিয়াটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। (এই প্রক্রিয়াটি সম্প্রতি সাংবাদিকতায় ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই প্রক্রিয়া আগে সাংবাদিকতায় ব্যবহার করা হয়নি)। সংক্ষেপে বলা যায়, গোটা প্রক্রিয়াটি মানসিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ায়। আপনি আপনার আয়ত্তে থাকা সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বাস্তবতা কী, সে বিষয়ে একটি বক্তব্য তৈরি করছেন। তারপর আপনার সেই বক্তব্য সঠিক না ভুল, তা প্রমাণ করতে প্রয়োজন হবে আরও তথ্যের। এটাই হচ্ছে যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। যদি গোটা অনুমানটি যাচাই করা সম্ভব না হয়, তাহলে এর আলাদা অলাদা অংশ যাচাই করা যায়। আর তা-ও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আবার সূচনায় ফিরে গিয়ে আপনাকে আরেকটি নতুন অনুমান তৈরি করতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে, যে অনুমান সামগ্রিক অথবা আংশিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না, সেটি নিছক জল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

আপনার বক্তব্য যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়, তাহলে সেটি সুসংবাদ। তখন ধরে নিতে পারেন, আপনার স্টোরিটি দাঁড়িয়ে গেছে। বক্তব্য যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলেও কিন্তু তা দুঃসংবাদ নয়। কারণ, তাতে আপনি যা ভেবেছিলেন, তার চাইতেও ভালো একটি স্টোরি পাওয়ার সম্ভাবনা হয়তো উজ্জ্বল হয়।

## ২. অনুমান গঠন করবেন যেভাবে

প্রাথমিক অনুমান তিনটি বাক্যের বেশি হওয়া উচিত নয়। এর দুটি কারণ আছে, প্রথমত, এটি যদি তিনটি বাক্যের চেয়ে বড় হয়ে যায়, তাহলে আপনি বিষয়টি অন্য কারও কাছে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন না। আর দ্বিতীয়ত, বিষয়টি আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না।

অনুমানকেও গল্পের মতো করেই সাজাতে হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মানে, আপনি গল্পটিকে যেখান থেকে শুরু করলেন শেষে সেখানেই ফিরলেন। আমরা শুধু সত্য জোগাড় করি না, বরং এমন একটি গল্প বলি, যা পৃথিবীকে পাল্টে দিতে পারে বলেও আমরা আশা করি। অনুমানটি গল্পের মতো করে তৈরি করলে সেটি আপনার স্টোরিকে সম্পাদক ও প্রকাশকের কাছে এবং পরে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে।

একটি স্টোরির প্রাথমিক কাঠামোকে মোটাদাগে নিচে বর্ণিত তিনটি বাক্যের মতো করে বলা যায়:

- আমরা এমন একটি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছি, যা বড় ধরনের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (অথবা অবস্থাটি ভালো কিছুর দৃষ্টান্তও হতে পারে)।
- আমরা যেভাবে এখানে উপনীত হলাম।
- অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে কী হবে... এবং আমরা ভালোর জন্য কীভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারি।

এই বাক্যগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে, এদের ভেতরে একটি ধারাক্রম আছে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টে বোঝা যায় না। কারণ, ধারাবাহিকতা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে একটি সরলরেখার মতো করে এগিয়ে যায়নি; বরং তা আমাদের যা বলে:

- সমস্যার খবরটিকে বলা যায় বর্তমানকাল।
- সমস্যার কারণটি হচ্ছে অতীতকাল।
- সমস্যার ইতি টানতে যা বদলাতে হবে, সেটিই ভবিষ্যৎ।

আমরা যখন অনুমানটি লিখতে শুরু করি, তখন কিন্তু বর্ণনাত্মক স্টোরিটিও লিখতে থাকি– যে গল্পে একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং সময়ের ভেতরে চলমান মানুষেরা থাকেন। অনুসন্ধানে সবচেয়ে কঠিন দুটি কাজ হচ্ছে বর্ণনামূলক লেখার দিকে নজর রাখা এবং তথ্যের তলায় চাপা পড়ে না যাওয়া। এমন অবস্থায় আপনার অনুমানটি আপনাকে সাহায্য করবে। যখন মনে হবে, আপনি সত্য বা তথ্যের চাপে তলিয়ে যাচ্ছেন, তখন খননকাজ বন্ধ করুন এবং দেখুন আপনার স্টোরিতে উঠে আসা সত্যগুলো আপনাকে কী বলতে চাইছে। এগুলো যদি প্রকৃত অনুমানটির সঙ্গে খাপ না খায়, তাহলে সেটা (অনুমান) পরিবর্তন করুন। মনে রাখবেন, এটি শুধু একটি অনুমান।

বলে রাখা ভালো, কখনো কখনো একটি সমস্যার সমাধান দেখানো খুব, খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কখনো আপনাকে একটি অন্যায়ের নিন্দা জানিয়েই শেষ করে দিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, স্টোরির সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সেই মানুষটিকে কখনো অবহেলা করবেন না।

## ৩. অনুমানকে কার্যকর করার চারটি উপায়

অনুমানের ব্যবহার কোনো জটিল কৌশল নয়। তবে এই প্রক্রিয়া ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে আপনাকে বেশ কয়েকবার এটি ব্যবহার করতে হবে। অনুমানকে কার্যকর করতে ৪টি বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে:

### কল্পনাশক্তি কাজে লাগান

সাংবাদিকেরা সাধারণত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। তারা যা দেখেন, শোনেন, পড়েন অথবা আগের দিনের একটি রিপোর্টের সূত্র ধরে ফলোআপ রিপোর্ট করেন। কিন্তু একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টার কী করেন? তিনি একটি অজানা বিষয়ের পর্দা উন্মোচন করেন। সেটিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। এ ধরনের একজন রিপোর্টার শুধু একটি ঘটনার ওপর নির্ভর করে রিপোর্ট করেন না,

তিনি সংবাদ নির্মাণ করেন। আর এ জন্য তাকে নির্দিষ্ট ছকের বাইরে অজানা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে হয়। তিনি একটি স্টোরিতে একটি ছবি তুলে ধরেন, যা একটি সৃষ্টিশীল কাজ।

### তথ্যের ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট হোন

আপনি যদি অনুমানে 'বাড়ি' শব্দটি লেখেন, তাহলে জানতে হবে সেটি কি বাগানবাড়ি, বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট না আরও ছোট কিছু? আপনি উপস্থাপিত তথ্যের বিষয়ে যত সুনির্দিষ্ট হবেন, তত বিষয়টি যাচাই করা সহজ হবে।

### অভিজ্ঞতা কাজে লাগান

যে স্টোরিটি আপনি প্রমাণ করতে চাইছেন, সেখানে এই পৃথিবীর কর্মযজ্ঞ দেখার ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি একটি বড় বিষয় হয়ে উঠতে পারে। আপনার অভিজ্ঞতা সব সময়ই অনুমানকে নতুন করে সাজাতে সাহায্য করে। একটি কথা মনে রাখবেন, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একজন মানুষও অনেক অজানার মুখোমুখি হয়ে বিস্মিত হতে পারেন। আপনার অভিজ্ঞতাই চূড়ান্ত বিষয় নয়। এর বাইরেও আরও অভিজ্ঞতা আছে, যা আপনাকে বিস্মিত করতে পারে। তখন সেটিকে গ্রহণ করে নেওয়াই উত্তম পন্থা।

### উদাহরণ

একবার ফ্রান্সে একটি কোম্পানির পণ্য বর্জন করলেন ক্রেতারা। কিন্তু কোম্পানির ভাষ্য ছিল, ক্রেতাদের বর্জন ব্যর্থ হয়েছে। গণমাধ্যমের কাছে সেই কোম্পানির বক্তব্যই তখন গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। আমরা বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম, এবং ঠিক বিপরীত ভাষ্যটাকেই প্রমাণ করলাম। দেখালাম, আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের সবাই আসলে সেই কোম্পানিটিকে বর্জন করেছিল। তাহলে অন্যরা যে বললেন, ঘটনাটির কোনো প্রভাব পড়েনি, তা কীভাবে সম্ভব? আসলে অনুমানটাই ভুল ছিল, আমরা সেই অনুমানটি বদল করেছিলাম। আমরা কখনোই এমন কাজ করব না, যাতে সত্য আড়ালে চলে যায়।

### বস্তুনিষ্ঠ হোন

বস্তুনিষ্ঠতা বলতে আমরা তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয় বুঝিয়ে থাকি

- প্রথমত, আমরা পছন্দ করি বা না করি যে সত্যকে আমরা প্রমাণ করতে পারি, তার বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে হবে। অন্য কথায় সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ। সত্য যদি অনুমানটিকে ভুল বলে ইঙ্গিত করে আমাদের সেটা পরিবর্তন করতে হবে। সত্যকে কখনোই এড়ানোর চেষ্টা করা যাবে না।

- দ্বিতীয়ত, এই কাজ করার সময় একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আমরা ভুল করতে পারি। এই ভাবনাটি মাথায় না থাকলে আমরা অন্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তাও পাব না। আপনি কি এমন কাউকে সহায়তা করবেন, যিনি সব প্রশ্নের উত্তর জেনে গেছেন এবং আপনার বক্তব্য শোনার যার প্রয়োজন নেই?

- আপনি সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকলেও এই কাজের ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব মতের অস্তিত্ব সব সময়ই থেকে যাবে। পৃথিবীকে একটি সুন্দর জায়গায় পরিণত করার লক্ষ্যটাই এখানে মূল বিষয় নয়। তথ্যানুসন্ধানের সময় কেবল নথিভুক্ত করাটাই আমাদের কাজ নয়; আমরা প্রকৃতপক্ষে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করে থাকি।

আমরা প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে যেমন নিরেট সত্য ব্যবহার করি, তেমনি নিজেরাও সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকি। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে না দাঁড়ালে পৃথিবীকে সংস্কার করার যেকোনো উদ্যোগই ব্যর্থ হবে। প্রমাণের প্রতি নিরপেক্ষ থাকার ক্ষেত্রেও আমরা নিজস্ব মতের বা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করি এবং সকল প্রমাণকে সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করার জন্য নিজেদের প্ররোচিত করি।

## ৪. সত্য বা বাস্তবতা যদি আপনার অনুমানের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে কী করবেন?

উত্তরটা সহজ। সেই সত্য বা বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আরেকটি নতুন অনুমান তৈরি করতে হবে। এখানে ঝামেলার জায়গাটা হচ্ছে, একটি ভুল অনুমানে আটকে থাকা অথবা অনুমানে সামান্য বিপরীত বাস্তবতার আভাস পেয়ে নিজের গতিপথ পাল্টে ফেলার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা। আপনি যখন প্রচুর তথ্য এক জায়গায় জড়ো করে ফেলেন, তখনই কিছু একটা ভুল হবার সংকেত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এ রকম যখন ঘটে, তখন হয় আপনি ভুল তথ্য সন্ধান করছেন অথবা অনুমান পরিবর্তন করলে বিষয়টি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

# দাপ্তরিক তথ্যকে অনুমান হিসেবে ব্যবহার

একজন রিপোর্টারকে সব সময় একটি অনুমান তৈরি করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কোনো দপ্তর থেকে পাওয়া অনুমোদিত বিবৃতি বা তথ্য অথবা কোনো অসমর্থিত ইঙ্গিতকে একজন রিপোর্টার অনুমান হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে সেই অনুমানটি বিশদ যাচাইয়ের দাবি রাখে। একটি সহজ কৌশল ব্যবহার করে কাজটি করা সম্ভব। এতে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে: বেশির ভাগ অনুসন্ধানের মূল বিষয় হচ্ছে, প্রতিশ্রুতি এবং তার বরখেলাপের মধ্যে ফারাক খতিয়ে দেখা। কোনো একটি দাপ্তরিক প্রতিশ্রুতিকে যদি অনুমান হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ করা হয়, তাহলে যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে, সেই প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হয়েছে বা হয়নি।

### উদাহরণ

*ফ্রান্সের 'কন্টামিনেটেড ব্লাড অ্যাফেয়ার' নামে স্টোরিটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাসে ভীষণভাবে আলোচিত। রিপোর্টার অ্যান মেরি ক্যাস্টারেটের সঙ্গে একজন হেমোফিলিয়ার রোগী যোগাযোগ করেন। এখানে উল্লেখ করা যায়, হেমোফিলিয়া রোগে মানুষের শরীরে রক্ত জমাট বাঁধে না। ফলে শরীরের কোথাও সামান্য কেটে গেলে সেখান থেকে বড় ধরনের রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে। সেই ব্যক্তিটি ক্যাস্টারেটকে জানান, এইডস রোগের সময় ফরাসি সরকারের একটি সংস্থা হেমোফিলিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের কাছে এইডস ভাইরাস সংক্রমিত রক্ত থেকে তৈরি উপাদান বিক্রি করেছে।*

*এই তথ্য জানার পর ক্যাস্টারেট সোজা চলে যান সেই সংস্থার প্রধানের কাছে। সংস্থার প্রধান হেমোফিলিয়ার রোগীদের তাদের সরবরাহ করা রক্তের মাধ্যমে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের সপক্ষে কতগুলো যুক্তি তুলে ধরেন।*

- *সেই সময়ে কারোই জানা ছিল না, মানবদেহের রক্তের যে সরবরাহ থেকে আমরা রক্তের বিভিন্ন উপাদান তৈরি করি, তা এইডসের জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়েছিল।*
- *তখন কেউই জানত না কীভাবে নিরাপদ উপাদান তৈরি করা যায়। সে রকম কোনো ব্যবস্থাও তখন ছিল না।*
- *আমরা যা করতে পারতাম, তা হলো জীবাণু যাতে আরও ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যারা তখনো এটি গ্রহণ করেননি, তাদের কাছে এ ধরনের সংক্রমিত উপাদান যাতে না পৌঁছায়, সে ব্যবস্থা নেওয়া।*

  *এটাই ছিল ওই সংস্থার অফিশিয়াল বক্তব্য। আপাতদৃষ্টে তাদের বক্তব্য যৌক্তিক মনে হলেও ক্যাস্টারেট বিষয়টিকে অনুমান ধরে নিয়েই খোঁজখবর করতে শুরু করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি উপলব্ধি করতে পারেন ওই দাপ্তরিক বিবৃতিতে দেওয়া তথ্যগুলোর সমর্থনে যথাযথ প্রমাণ নেই। তার অনুসন্ধানে বের হয়ে আসে:*

- *বিজ্ঞানবিষয়ক নথিপত্রে প্রমাণ রয়েছে, ওই সময়ে সরবরাহকৃত রক্তে যে এইডস রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটেছিল, তা ওই সংস্থার অজানা ছিল না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ওই সংস্থাটিকে রক্তের সংক্রমণ নিয়ে সতর্কও করা হয়েছিল।*
- *কয়েকটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি এবং সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা মানব রক্ত থেকে বিভিন্ন উপাদান তৈরির নিরাপদ পদ্ধতি জানত, কিন্তু ওই নির্দিষ্ট সংস্থাটি তাদের কাছে যায়নি।*
- *অনুসন্ধানে জানা যায়, এই সংক্রমিত পণ্য যারা ব্যবহার করবেন, তারা সুস্থ না অসুস্থ, সে বিষয়ে সংস্থাটির কোনো ধারণাই ছিল না। তাদের কাছে এইডস পরীক্ষারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী ইতিমধ্যে সংক্রমিত কোনো মানুষকে পুনরায় আক্রান্ত করা ঘোরতর অপরাধ। ওই সংস্থার উৎপাদিত সব পণ্যই এইডসে আক্রান্ত ছিল বলে পরে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে আরও ভয়ংকর তথ্য পাওয়া যায়, ওই সংস্থাটি তাদের ওই সংক্রমিত পণ্যের মজুত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।*

এই অনুসন্ধান শেষ করতে ক্যাস্টারেটের চার বছর সময় লেগেছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই স্টোরির সার্থকতা কোথায়? এই স্টোরি প্রকাশিত হওয়ার ফলে বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত বেশধারী অপরাধীকে কারাগারে পাঠানো সম্ভব হয়। কিছু ভুক্তভোগী মানুষ এটা জেনে শান্তি পান যে তারা একা নন, তাদের পাশে মানুষ আছে। এই স্টোরি প্রকাশের ফলে তথ্য গোপন করার অভিযোগে তখনকার ফরাসি সরকার নির্বাচনে হেরে যায় এবং দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়। এ ধরনের একটি কাজ যদি আপনি সময় নিয়ে না করেন, তাহলেও কিন্তু আপনার সাংবাদিক পরিচয়টি বহাল থাকবে, কিন্তু আপনি কখনোই একজন অনুসন্ধানকারী হয়ে উঠবেন না।

আপনারা হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছেন, ক্যাস্টারেট কেন এতটা সময় দিয়ে এই অনুসন্ধানের কাজ করলেন? এর একটি প্রধান কারণ ছিল, সমাজে তথাকথিত কিছু সম্মানিত মানুষ এ ধরনের একটি কাজের সঙ্গে জড়িত হতে পারে তা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। পাশাপাশি সাংবাদিকতা পেশার আরেকজন সেই অপরাধীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমরা একটি বিষয় আপনাদের কাছে বারবার উল্লেখ করতে চাই, একজন রিপোর্টার কখনো কখনো তারই খনন করে তুলে আনা সত্যকে গ্রহণ করতে পারেন না। তখন তারা সেই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে যতটা নিজেরাই নষ্ট করেন, সেটুকু ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নিজেদের রক্ষা করতেও করে না।

# শুরুর আগে কৌশল ঠিক করুন

অনুসন্ধান শুরু করার আগে সময় নিয়ে একটি কর্মকৌশল ঠিক করুন। কোন কাজ কীভাবে করবেন, এবং কোনটি আগে করবেন কোনটি পরে– তার একটি পদ্ধতি স্থির করুন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে কাজের শেষ পর্যায়ে আপনার অনেকটা সময় বেঁচে যাবে। প্রাথমিকভাবে আপনাকে কিছু প্রশ্নের তালিকা তৈরি করতে হবে, যেগুলোর উত্তর আপনাকে পেতে হবে। (উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ মানবদেহের রক্ত থেকে তৈরি করা বিভিন্ন উপাদান কারা প্রস্তুত করে? তারা কীভাবে জানে, তাদের উৎপাদিত উপাদানগুলো নিরাপদ?)।

গবেষণা, সব সময় সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সহজ প্রশ্ন বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, যেগুলোর উত্তর আপনি নিজস্ব তথ্য দিয়েই দিতে পারবেন, অন্য কারও সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হবে না। সাধারণভাবে একজন রিপোর্টার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ফোন তুলে অন্য কাউকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। আমরা কখনোই বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলার বিরুদ্ধে নই। তবে আপনি যদি গবেষণার কাজটা নিঃশব্দে শুরু করেন, তাহলে অনেক ধরনের সুবিধা পাবেন। আপনি যত সামনের দিকে অগ্রসর হবেন, ততই মানুষ জানবে আপনি কী করছেন।

তথ্যের উন্মুক্ত উৎস বিষয়ে আপনাকে জানতে হবে। জানতে হবে আপনার অনুমানটির ব্যাখ্যা করা অংশগুলো যাচাই করার জন্য সরকারি দলিলপত্র, প্রকাশিত খবর ইত্যাদির সমর্থন পাবেন কি না? যদি তথ্যের উন্মুক্ত উৎস সহজপ্রাপ্য হয়, তাহলে প্রথমে সেগুলো ব্যবহার করুন। এতে করে আপনি মানুষের সঙ্গে কথা বলার আগে স্টোরিটি সম্পর্কে আরও ভালো করে উপলব্ধি করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টেগ্রিটিতে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক কয়েক সপ্তাহ গবেষণার পর সূত্রদের ফোন করার অনুমতি পান। আপনার কাজের সূচনা করতে হয়তো এতটা সময় লাগবে না। তবে মনে রাখবেন, তথ্য আপনি নিজে থেকেই বের করে আনতে পারেন, তার জন্য অন্যদের ওপর নির্ভর করার অভ্যাসটা পরিত্যাগ করতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তথ্যের এ ধরনের উন্মুক্ত উৎস নিয়ে বিশদ আলোচনা করব।

# অনুমানভিত্তিক অনুসন্ধানের কেস স্টাডিঃ দ্য ট্র্যাজেডি অব বেবি ডো

অনুমানভিত্তিক অনুসন্ধান কীভাবে কাজ করে, চলুন, তার একটি উদাহরণ দেখে নিই। সাধারণত এ ধরনের কাজের সূচনা হয় যখন আপনার সম্পাদক বা বস এসে বলেন, তিনি তার বন্ধুর কাছ থেকে এমন একটি ইঙ্গিত পেয়েছেন, যা নিয়ে অনুসন্ধান হতে পারে। বন্ধু তাকে বলেছেন, "কোনো কোনো চিকিৎসক অপরিণত (পরিণত হওয়ার আগেই জন্ম নেওয়া বা অকালজাত) নবজাতকদের হত্যা করছে, যেন তারা প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে না ওঠে।" বস এটাও পরিষ্কার করেছেন, "এই স্টোরি না পেলে কারও চাকরি থাকবে না।"

## ১. পরিভাষাগুলোকে পৃথক করা, উন্মুক্ত তথ্যের সূত্র খোঁজা

এই স্টোরিটির সমস্যা কোথায়? একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় যে প্রশ্নটি মনে আসতে পারে তা হচ্ছে, আপনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন, মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল চিকিৎসক হঠাৎ করে উন্মাদ হয়ে শিশু হত্যাকারীতে পরিণত হতে পারে? আপনি কি কখনো দেখেছেন একজন চিকিৎসক তার জামায় পিন লাগিয়ে ঘুরছেন যেখানে লেখা আছে, 'আমি জনস্বার্থে শিশু হত্যা করি'। আমরাও এ রকম দেখিনি। এ ধরনের চিকিৎসকদের আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন বলে আপনার ধারণা? আপনার মনে হয় আদৌ এ ধরনের কোনো চিকিৎসক আছেন? আপনি কি কোনো হাসপাতালে ফোন করে প্রশ্ন করবেন, "আপনাদের এখানে খুনি চিকিৎসক আছেন?" নিশ্চয়ই না। এ রকম কাজ আমরাও করব না।

এই স্টোরিতে এখন পর্যন্ত যা সঠিক বলে মনে হচ্ছে, তার মধ্যে আছে কয়েকটি শব্দ বা পরিভাষা, যা যাচাই করে দেখা যেতে পারেঃ

একটি প্রসূতি ওয়ার্ডে কীভাবে একটি সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করা সম্ভব, এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা এই স্টোরির সবচেয়ে কঠিন অংশ। (আপনি তো একটি হাসপাতালে ফোন করে এই প্রশ্নটি করতে পারবেন না, ''আচ্ছা, সম্প্রতি কি আপনারা নবজাতককে হত্যা করেছেন, করলে কীভাবে?")। এর পরিবর্তে আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং এ বিষয়ের ওপর নতুন গবেষণা প্রবন্ধ এবং অপরিণত নবজাতক শিশুর জন্ম এবং তাদের প্রতিবন্ধী হয়ে বড় হওয়া বিষয়ে পরিসংখ্যান খোঁজ করতে পারি। এ ধরনের সব তথ্যই স্থানীয় লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। পাঠাগার কিন্তু তথ্যের উন্মুক্ত সূত্রের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ।

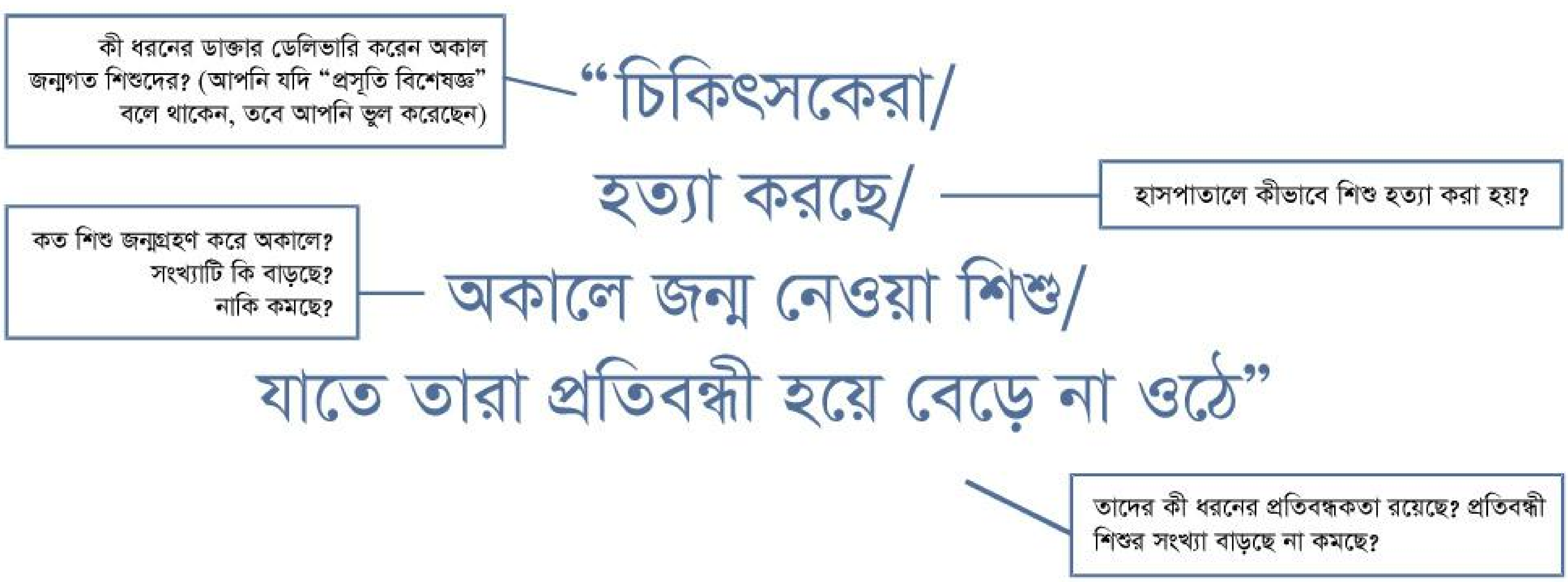

## ২. প্রাথমিক বিশ্লেষণ: অনুমানটি কী দাঁড়ায়?

আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে, প্রাপ্ত সকল তথ্যকে এক জায়গায় করা এবং দেখা, সেগুলো আমাদের অনুমানকে সমর্থন করে কি না। শিশুদের জন্মকালীন ওজনের বিষয়ে জাতীয় পরিসংখ্যান, অপরিণত নবজাতকের ওজনের পরিমাপ এবং এ ধরনের শিশুদের প্রতিবন্ধী হওয়া বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা থেকে আমরা প্রবণতার এ রকম একটি রেখাচিত্র পেতে পারি:

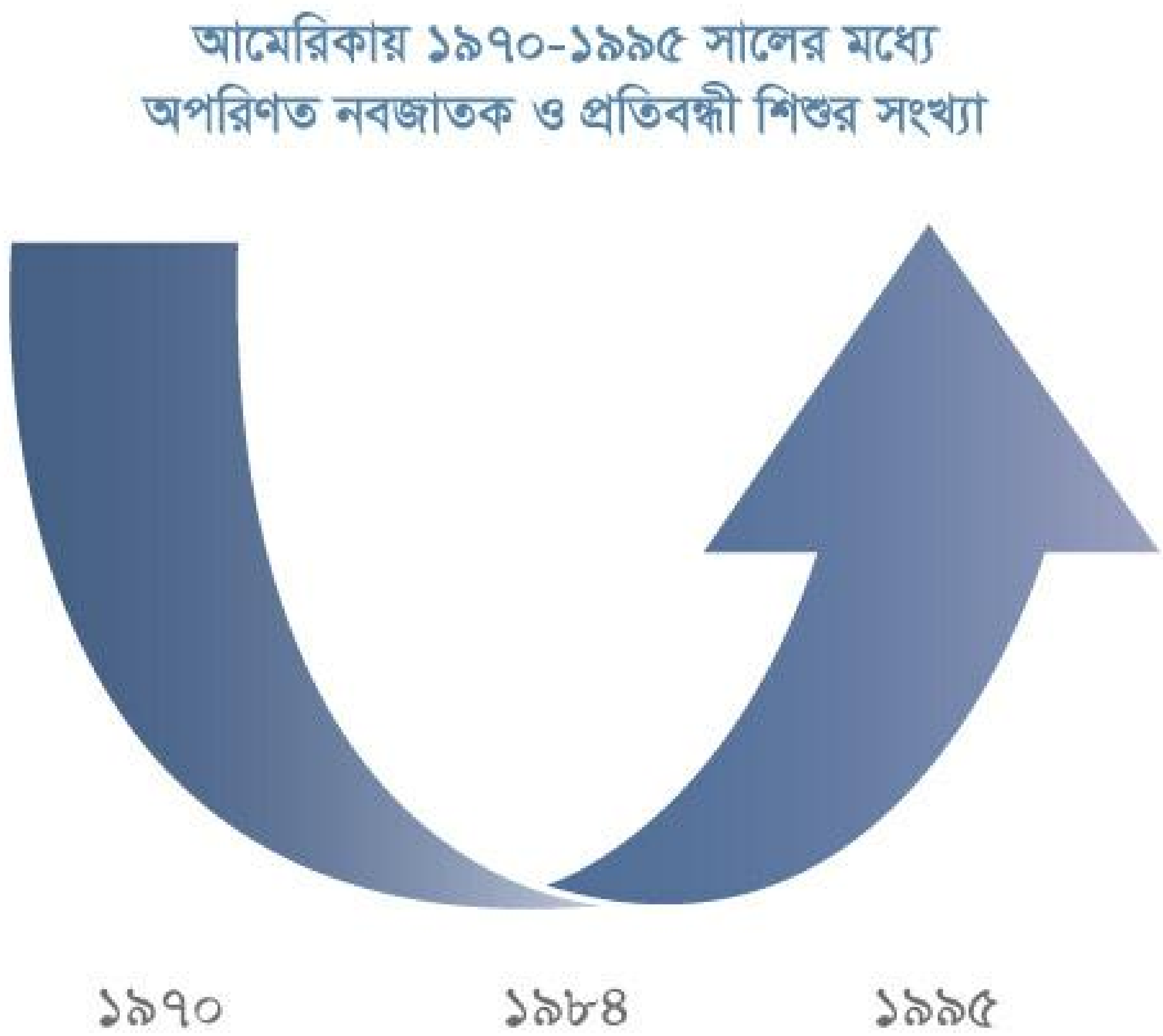


এখানে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে অপরিণত নবজাতক জন্মের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। যেহেতু অপরিণত নবজাতকের জন্মের সঙ্গে প্রতিবন্ধিতার সম্পর্ক আছে, তাই প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যাও তখন কমেছিল। ১৯৮৪ সাল থেকে এই সংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করে।

এই রেখাচিত্র কি আমাদের অনুমানকে সমর্থন করে নাকি করে না? উত্তরে বলা যায়, কোনোটাই নয়। এই তথ্য আমাদের শিশু হত্যাকারীদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও কোনো তথ্য দেয় না। এমনটাও হতে পারে, ১৯৮৪ সালের পর প্রতিবন্ধী এবং অপরিণত নবজাতকের জন্মের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেই উন্মাদ চিকিৎসকদের কেউ কেউ এই প্রবাহ আটকানোর চেষ্টা করেছিল। আমরা এটাও জানি না, সেই চিকিৎসকেরা ১৯৭০ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে এই কাজে সক্রিয় ছিল কি না? তারপর হয়তো ধরা পড়ার ভয়ে তারা তাদের এই ঘৃণ্য কাজে বিরতি দিয়েছিল। কিন্তু আমরা শুধু একটা বিষয় এখানে নির্দিষ্টভাবে জানি যে, ১৯৮৪ সালে এসে কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছিল।

## ৩. আরও যাচাই

আমরা প্রতিবন্ধী এবং অপরিণত নবজাতক বিষয়ে আরও কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করার জন্য আবার লাইব্রেরির সহায়তা নিই। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটিতে আমরা 'বেবি ডো' নামে একটি বিষয়ের উল্লেখ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠি এবং লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তার কাছে কথাটার অর্থ জানতে চাই। ভদ্রমহিলা আমাদের জানান, 'বেবি ডো' হচ্ছে আমেরিকার একটি আইন। এই আইন অপরিণত নবজাতকের জীবন রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। শিশুদের প্রতিবন্ধিত্ব বা অভিভাবকের ইচ্ছা এখানে গুরুত্ব পায় না।

এই একটি তথ্য কিন্তু আমাদের অনুমানটিকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আইন থাকলে নিশ্চয়ই সে আইনের প্রয়োগও আছে। তাই আমরা প্রবন্ধের লেখকের কাছে আবার জানতে চাই, চিকিৎসকেরা কি এই আইনটি মেনে চলেন? উত্তরে তিনি জানান, অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রতিটি হাসপাতালে এ বিষয়ে অভিযোগের জন্য একটি হটলাইন চালু আছে। কর্তৃপক্ষের কাছে ফোন করে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকলেও তা জানানো যায়। কেউ যদি মনে করেন, চিকিৎসক দায়িত্বটি পালন করছেন না, তাহলে অভিযুক্ত চিকিৎসক গ্রেপ্তারও হতে পারেন। তার কাছে এ ধরনের ঘটনা কোথায় ঘটেছে, জানতে চাইলে তিনি তা আমাদের জানান। (পরে আমরা এই আইনের প্রয়োগ বিষয়ে ফেডারেল এজেন্সির কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করি)। আমরা যখন জানতে চাইলাম, আইনটি কবে থেকে কার্যকর হয়েছে, তিনি জানালেন, সালটা ছিল ১৯৮৪।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের পুরোনো অনুমানটি দুর্বল মনে হলেও তার জায়গায় একটি নতুন অনুমানের কাঠামো স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

*"মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধিত্বের শিকার অপরিণত নবজাতকদের স্বাভাবিক মৃত্যু রোধ করতে চিকিৎসকদের নির্দেশনা দিয়েছে ১৯৮৪ সালে পাস হওয়া একটি আইন। আর এর ফলাফল হিসেবে দেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।"*

পরবর্তী কিছুদিনে আমরা সেই জনসংখ্যাকে নথিভুক্ত করি। কারণ, তখন স্টোরিটি আসলেই কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা যাচাই করা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে উঠেছিল। প্রথমেই আমরা বেঁচে থাকা অপরিণত নবজাতকের অতিরিক্ত সংখ্যা হিসাব করি। তারপর আইনটি কার্যকর হওয়ার আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করা অপরিণত নবজাতকের সংখ্যাটিকে পরবর্তী বছরের জন্মের সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে আমরা সহজেই প্রতিবন্ধী হয়ে কত শিশু জন্ম নিয়েছে, সেটা বের করে ফেলি। এই সংখ্যাটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে কত শতাংশ অপরিণত নবজাতক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাবে, তারও একটি হিসাব আমরা বের করি।

এরপর আমরা এপিডেমিওলজিস্ট (রোগতত্ত্ববিদ)-এর সঙ্গে পুরো বিষয়টি আবার খতিয়ে দেখি। কারণ, আমরা তো কেউই চিকিৎসক বা গণিতবিশারদ নই। আর তাই আমাদের ভুল হতেই পারে। আর এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল আমরা হিসাবের সংখ্যাটিকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ হিসাব বলছে, এই আইন হওয়ার কারণে প্রায় ৫০ লাখ নবজাতক অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অথবা অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে বেঁচে আছে।

বিশেষজ্ঞরা জানালেন, তাদের কাছে আমাদের হিসাবটা ভুল মনে হচ্ছে না। কিন্তু এই স্টোরির আরেকটি জটিল অংশ রয়ে গেছে, যার জন্য প্রয়োজন হবে একটি নতুন অনুমান, যা আমাদের প্রক্রিয়াটির মূল অংশে নিয়ে যাবে।

## ৪. স্টোরির আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ পেতে সহায়ক অনুমান তৈরি করুন

আরেকটু গভীরে গিয়ে আরও গবেষণা সব সময়ই নতুন স্টোরি পাওয়ার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে, যা প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময়ে কখনো অজানা থাকে। নতুন স্টোরির জন্য প্রয়োজন নতুন অনুমান। আর এই অনুমান সব সময়ই যাচাই করা সম্ভব। তবে এটি যদি আপনার মূল অনুসন্ধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহলে এগুলো উপেক্ষা করতে পারেন।

কখনো দেখা যায় প্রাথমিক অবস্থায় আপনি যা অনুসন্ধান করতে চাইছেন, নতুন আবিষ্কারটি তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নতুন অনুমান আপনার প্রাথমিক অনুমানটিকে নতুনভাবে আলোকিত করে তোলে। তাই নতুন আবিষ্কারকে উপেক্ষা করে গেলে একটি ভালো স্টোরিও আপনি হারাতে পারেন।

এখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়টার কথাই ধরা যেতে পারে। অনুসন্ধানে আমরা একটি শক্তিশালী সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ পেলাম। একটি অস্পষ্ট আইনের কারণে প্রায় ৫০ লাখ প্রতিবন্ধী শিশু বেঁচে আছে। কিন্তু শিশুদের এই সংখ্যা আরেকটি প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে– এই শিশুদের সঙ্গে কী ঘটেছে বা তাদের পরিণতি কী হয়েছে?

এ পর্যায়ে আরেকটি বিষয় আমাদের মনোযোগ কাড়ে। সামাজিক নিরাপত্তা আইন কঠোর করায় যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকা সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধা পাওয়ার বিষয়টিই দুরূহ হয়ে উঠেছে। এর প্রভাবনা সামাজিক নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল দরিদ্র ও অশ্বেতাঙ্গ পরিবারে আরও প্রকট, বিশেষ করে যাদের ঘরে অপরিণত নবজাতক আছে। এখান থেকে আমাদের অনুমান দাঁড়াল: "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সাম্প্রতিক সংস্কার শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী হয়ে পড়া অপরিণত নবজাতক শিশুদের যত্নের বিষয়টিকে আরও দুরূহ করে তুলবে।" খুব দ্রুতই, আমরা উন্মুক্ত উৎস থেকে এর সপক্ষে তথ্যও জোগাড় করলাম।

তখনো আরও অনেক সত্য তথ্য আমাদের হাতে আসা বাকি ছিল। কিন্তু যে স্টোরি আমরা অনুসন্ধান করতে চাইছিলাম, সেটির একটি অবয়ব দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে জানাই:

"আপনার দেওয়া স্টোরিটির সপক্ষে প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি। আপনি চাইলে আমাদের চাকরি খেতে পারেন। কিন্তু এখন যে স্টোরিটি হাতে আছে, সেটি আমরা প্রমাণ করতে পারব:

- ১৯৮৪ সালে একটি আইন পাস হয়েছে, যা মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধী এবং অপরিণত নবজাতকদের জন্মের সময় স্বাভাবিক মৃত্যু প্রক্রিয়া রোধ করতে চিকিৎসকদের নির্দেশনা দিয়েছে।
- এই শিশুদের জীবন রক্ষার ফলাফল হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ শিশু, যাদের সামাজিক নিরাপত্তা আমরা ছেঁটে ফেলছি।
- একটি আইন একদিকে এই প্রতিবন্ধী শিশুদের বাঁচানোর নির্দেশনা দিচ্ছে, অন্যদিকে আরেকটি আইন এই শিশুদের রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে।

মনে রাখবেন: কোনো সম্পাদক যদি এ রকম একটি স্টোরিকে খারিজ করে দেন, তাহলে আপনার নতুন কাজ খুঁজে নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। প্রকৃত অনুমানটি এসেছিল সেই বস বা সম্পাদকের কাছ থেকে। একজন বাজে সাংবাদিক সব সময়ই চেষ্টা করেন তার অনুসন্ধানকৃত সত্যগুলোকে অনুমানের সঙ্গে মেলাতে। আর একজন দক্ষ সাংবাদিক তার অনুসন্ধানের সঙ্গে না মিললে অনুমানকে পাল্টে ফেলেন।

তবে শেষে বলে নিতে হয়, সম্পাদক আমাদের চাকরিচ্যুত করেননি। আমাদের স্টোরিটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং দুটি পুরস্কারও জিতে নিয়েছিল। কিন্তু সেই আইনগুলো আজও বলবৎ আছে। এ জন্য আমাদের মনে অনুশোচনা আছে। তবে এই অনুশোচনা আরও বাড়ত, যদি স্টোরিটি অপ্রকাশিত থেকে যেত।

# অনুসন্ধান ব্যবস্থাপনায় অনুমানের ব্যবহার

**এখানে ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝানো হচ্ছে একটি লক্ষ্য স্থির করা এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ভেতর দিয়ে সেই লক্ষ্য অর্জনের ব্যবস্থা করা। এটি পৃথিবীজুড়ে যেকোনো বড় এবং প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের কাজ করার আদর্শ নীতিমালা। তবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়।**

আপনি যখন একটি অনুমানের সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরির কাজটা করে ফেলেন এবং এর সপক্ষে বৈধ প্রমাণ পেয়ে যান, তখন প্রকল্পটির জন্য নিচে বর্ণিত কতগুলো পরিমাপক বা প্যারামিটার ঠিক করে ফেলুন:

## ১. একটি স্টোরিতে কী থাকবে

প্রথমেই ভাবুন, একটি পূর্ণাঙ্গ স্টোরিতে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কী কী উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করা উচিত। আমরা বলি, প্রথমে একটি মৌলিক স্টোরি নিশ্চিত করতে হবে। এই স্টোরির ভিত্তি হবে প্রাথমিক অনুমান বা যাচাই-বাছাইয়ের ভেতর দিয়ে আবিষ্কৃত একটি ভিন্ন অনুমান। অনুমানটি যদি যথেষ্ট তথ্যনির্ভর বা তথ্যসমৃদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক অথবা বর্ণনানির্ভর দীর্ঘ স্টোরির আকার দেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, আপনি যা সরবরাহ করতে পারবেন না, তার চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার জন্য কখনোই সংকল্প করবেন না। আবার প্রকল্পটি যতটুকু দাবি করে, তার চাইতে কম তথ্য গ্রহণ করতেও সম্মত হবে না।

## ২. অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সময়কাল

তথ্যের উন্মুক্ত সূত্রের সহায়তা নিতে আপনার কতটা সময় লাগবে? আপনি কখন সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং সাক্ষাৎকার নেবেন? কখন আপনি স্টোরি লেখার জন্য প্রস্তুত হবেন? এসব ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার ও সহকর্মীরা সপ্তাহে একবার রিপোর্টের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। অনুমানের যাচাই এবং নতুন তথ্যের আবিষ্কার প্রধান অগ্রাধিকার হলেও রিপোর্টটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ গতিতে এগোচ্ছে কি না এবং রিপোর্টের সঙ্গে জড়িত ব্যয়ের দিকটিও এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বিলম্বগুলো প্রকল্পের ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়, সেগুলোকে কখনোই মেনে নেওয়া উচিত নয়। অনুসন্ধানী দলের মধ্যে যিনি সময় মেনে কাজ করবেন না, তাকে বাদ দিতে হবে।

## ৩. ব্যয় ও প্রাপ্তি

প্রকল্পের কাজে আপনার সময় যেমন ব্যয় হয়, তেমনি এ কাজে ভ্রমণ, থাকা এবং যোগাযোগের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক ব্যয় যুক্ত হতে পারে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার যত দূর সম্ভব একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

*– একজন রিপোর্টার যদি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেন, তাহলে তাকে বুঝতে হবে এই ব্যয়গুলো তার অন্যান্য খরচ, নতুন জ্ঞান, অর্জিত কর্মদক্ষতা, নতুন যোগাযোগ, সম্মান বা অন্য সম্ভাবনার তুলনায় কতটুকু যুক্তিসম্মত? সংগঠনকে বা প্রতিষ্ঠানকেও ভাবতে হবে এই রিপোর্টের মাধ্যমে পত্রিকার বাড়তি বিক্রি, সম্মান এবং সুনামের ওপর ভর করে প্রকল্পের ব্যয়ে কিছুটা ভারসাম্য আনা যায় কি না। আসলে এই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবতে হবে, এটি জনসেবার দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা ন্যায়সংগত। প্রতিটি পরিমাপক স্টোরির মূল্যের এককেকটি স্বরূপ।*

## ৪. প্রচার

এই স্টোরি কাদের আগ্রহী করবে? জনসাধারণকে কীভাবে এই স্টোরি সম্পর্কে সচেতন করা যায়? এই সচেতনতা তৈরির কাজের সঙ্গে কি বাড়তি ব্যয় জড়িত (আপনার এবং অন্যদের সময়সহ)? এই বিনিয়োগের মাধ্যমে আপনি এবং আপনার সংগঠন কী ধরনের সুফল ভোগ করবে?

*– এমন কোনো অনুসন্ধানের পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত নয়, যার প্রচার-প্রচারণার পেছনে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের কোনো ভূমিকা নেই। তা ছাড়া প্রচারণা সম্ভাব্য বিরোধীদের কাছ থেকে আক্রমণের ঝুঁকি কমায়। কারণ, এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যে অনুসন্ধানটি সঠিক ছিল এবং তা মিত্রদের সমর্থন আদায় করে। প্রচারণার কাজটা একটি শিরোনাম তৈরির মতো সহজ হতে পারে, আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোড়ন তৈরির মতো জটিলও হতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা অধ্যায়-৮-এ বিশদ আলোচনা করব।*

কখনো এই প্রক্রিয়াগুলো কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন সম্পাদক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কোনো রিপোর্টারকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে অবাস্তব লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তবে এ ধরনের অনুসন্ধানকাজের ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে না দেওয়াটাই ভালো। এসবের পাশাপাশি কাজের একটি কাঠামো তৈরি করাও প্রয়োজন, যেখানে একজন রিপোর্টারকে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য পূরণ করতে হয়।

যখন সবকিছু ঠিকঠাকভাবে ঘটে যায়, তখন অনুমান এবং যাচাই আপনার অগ্রগতির মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি আপনার পরবর্তী অবশ্যকরণীয় কাজগুলোর একটা নির্দেশনাও পাওয়া যায়। তবে চিন্তাকে স্টোরির সীমানার বাইরেও সম্প্রসারণ করা উচিত। স্টোরি লেখার সময় মাথায় রাখা উচিত সাধারণ মানুষের কাছে এটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, মাত্র কয়েকটি বাক্যে লেখা অনুমানই আপনার স্টোরির বিষয়ে মানুষের আগ্রহ তৈরির জন্য একটি বড় অস্ত্র।

# স্টোরিতে মনোযোগ ধরে রাখুন

সব সময় মনে রাখুনঃ রিপোর্টার যে অনুমানগুলো সামনে আনবেন– সেগুলো অবশ্যই একটি স্টোরি হিসেবে কাঠামোবদ্ধ হতে হবে এবং সেটি সত্য হওয়া সম্ভাবনা থাকতে হবে। এখানে থাকবে একটি খবর, এর কারণ ও সমাধান। এভাবে অনুমানটি সামনে রেখে কাজ করতে থাকলে শুধু টুকরো টুকরো তথ্যে নয়, পুরো স্টোরিতে আপনি মনোযোগ ধরে রাখতে পারবেন।

নানাবিধ তথ্য আপনার স্টোরির ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু শুধু সেগুলো একটি গল্প আকারে হাজির হয় না। উল্টো গল্পটি তথ্যগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। কেউ তার ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখার খাতার তিনটি লাইন মনে করে বলতে পারে না, কিন্তু সেখানে লেখা নামগুলোর সঙ্গে জড়িত কোনো কাহিনির কথা ঠিকই স্মরণ করতে পারেন। শুরু থেকে অনুসন্ধানকে একটি স্টোরির (যে স্টোরি সত্য হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে) গঠনকাঠামোতে ফেলে কাজ করলে আপনার ভবিষ্যৎ পাঠক অথবা দর্শকেরা রিপোর্টটি মনে রাখবেন বহুদিন। এমনকি এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় আপনি নিজেও আপনার স্টোরিটি মনে রাখবেন। বিশ্বাস করুন, তথ্য যত যুক্ত হতে থাকে, স্টোরি মনে রাখার কাজটাও তত কঠিন হয়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়াটিতে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সময় নিন। যখনই অনুসন্ধান করছেন তখন এটি অনুশীলন করুন। এই অনুশীলন আপনাকে ভাগ্যবান করে তুলবে, এবং এই ভাগ্য বারবার প্রয়োগ করার সুযোগ করে দেবে।

এখন আমাদের দেখতে হবে তথ্যের উন্মুক্ত সূত্রের সন্ধান পাওয়ার পথটা কোথায়, যাকে আমরা বলি **‘খোলা দরজা’**।

# সত্যাসত্য যাচাই

অধ্যায় ৩

## খোলা দরজা ব্যবহারঃ প্রেক্ষাপট নির্মাণ ও যাচাই-বাছাই

**মার্ক লি হান্টার**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি

সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য একটি অনুমান দাঁড় করিয়েছি

**অনুমানের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছি**

# ভূমিকা:
# খোলা দরজা ব্যবহার করুন

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মনে পড়ছে 'হারপার' নামে একটি সিনেমার কথা। সিনেমায় গোয়েন্দা হারপার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা পল নিউম্যান। একটি দৃশ্যে তিনি একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। ছেলেটি তখন নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য বারবার গোয়েন্দার কাছে দরজাটা ভেঙে ঢোকার অনুমতি চাইছিল। একপর্যায়ে গোয়েন্দা হারপার ছেলেটিকে দরজা ভাঙার অনুমতি দেন। তারপরের ঘটনা খুবই করুণ। বন্ধ দরজা ভাঙতে গিয়ে ছেলেটি নিজের কাঁধেই সাংঘাতিক আঘাত পায়। হারপার তখন দরজাটির হাতল ঘুরিয়ে খুব সহজে খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। দরজাটি আসলে খোলাই ছিল।

অনুসন্ধান বিষয়ে শিক্ষাদান এবং গোটা প্রক্রিয়াটি অনুশীলনের ভেতর দিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বেশির ভাগ মানুষ সিনেমায় দেখা সেই ছেলেটির মতো। এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে দরজাটি বন্ধ নয়, সেটিকেই ভেঙে প্রবেশ করার প্রবণতা কাজ করে তাদের ভেতরে। এ ধরনের মানুষ একধরনের ঘোর বা আচ্ছন্নতায় ভোগেন। তারা মনে করেন, যে খবরের সঙ্গে গোপনীয়তা জড়িত নয়, তা নিয়ে কাজ করাও অর্থহীন। তাই তারা খোঁজেন এমন মানুষ যে তাদের শুধু গোপন তথ্য সরবরাহ করবে। যাঁরা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দক্ষ, তারাও কিন্তু এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও স্থিরতা অবলম্বন করে থাকেন। (এ প্রসঙ্গে সিমুর হার্শ এবং নিউজিল্যান্ডের নিকি হেগারের নাম উল্লেখ করতে পারি)।

দুর্ভাগ্যবশত আমরা বেশির ভাগ মানুষ গোপন তথ্য এবং মিথ্যা তথ্যের মাঝে তফাতটা কোথায়, সেটা বুঝতে পারি না। আবার কারও কাছে কোনো তথ্য জানতে চাইলে বেশির ভাগ সময় সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে থাকে এবং আপনাকে উপেক্ষা করতে চায়।

গোয়েন্দা পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অবশ্য অনুসন্ধানের কাজে বিভিন্ন ধরনের অনুমানের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

- বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোকে আমরা 'গোপন' বলে অভিহিত করে থাকি, সেগুলো আসলে কিন্তু সাধারণ তথ্য। সেগুলোর দিকে আমরা এখনো নজর দিইনি।
- বেশির ভাগ তথ্যই (প্রায় ৯০ শতাংশ) আমরা পেতে পারি উন্মুক্ত সোর্স থেকে। মানে, যেসব উৎস থেকে সবাই উন্মুক্তভাবে তথ্য নিতে পারে।

আমরা প্রায়শই শুনতে পাই, এই দেশে অথবা সেই দেশে তথ্যের উন্মুক্ত সূত্রগুলো সীমাবদ্ধ এবং দুর্বল। কথাটা কমবেশি হয়তো সত্যি। পাশাপাশি আমাদের আরেকটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র যথেষ্ট থাকার পরেও সাংবাদিকেরা সেই সূত্রগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করেন না। তাদের কাছে উন্মুক্ত তথ্যের সূত্র ব্যবহার করে একটি ভালো স্টোরি লেখার চেয়ে কারও কাছে গোপন খবরের জন্য অনুনয় করাটা গুরুত্ব পায় বেশি।

### একটি উদাহরণ

*আশির দশকে ফ্রান্সে "ক্যানা অঁশিনি" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করতেন এরভি লিফন নামের এক তরুণ রিপোর্টার। তাকে প্যারিসের সিটি করপোরেশন নিয়ে একটি স্টোরি করার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে লিফন আবিষ্কার করলেন, সেখানকার কর্মকর্তাদের তার সঙ্গে মুখ না খোলার জন্য ওপর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি শুধু ওই অফিসের প্রশাসনিক লাইব্রেরিতে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিলেন। ওই লাইব্রেরিতে করপোরেশনের সব অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন আর চুক্তিপত্রের কপি রাখা থাকত। সেই রেকর্ড ঘেঁটেই লিফন তার প্রথম স্কুপ রিপোর্টটি করেন। প্রতিবেদন আর চুক্তিগুলো পরীক্ষা করে তিনি জানতে পারেন, প্যারিসের সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ বড় বড় পানি সরবরাহ কোম্পানির সঙ্গে ব্যয়বহুল চুক্তি সম্পাদন করেছে, যা কর প্রদানকারী সাধারণ মানুষের জন্যও ছিল খরচের একটি বিষয়।*

উন্মুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে লিফনের করা রিপোর্ট বিপাকে ফেলে দেয় কর্মকর্তাদের। তারা যখন বুঝতে পারেন, এই রিপোর্টারকে আটকানো কঠিন, তখন তারা মুখ খুলতে শুরু করেন। পরে লিফন ওই অফিসে রাখা ভোটের রেকর্ড নিয়ে গবেষণা করে আরও ভয়াবহ তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেন। তার রিপোর্ট জানিয়ে দেয়, প্যারিসের পৌর নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। লিফন অনুসন্ধান করতে গিয়ে করপোরেশনের যেসব ভোটারের ঠিকানা হিসেবে পৌর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ভবনের ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা বসবাস করেন কি না, এই বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য খোঁজ করেছিলেন। আর তাতেই ভয়ংকর সত্য বের হয়ে আসে।

এখন নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন, উন্মুক্ত তথ্যের কোনো সূত্রে যদি কোনো রেকর্ড থাকে, তবে সেটি আপনি খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। কখনোই ভাববেন না, উন্মুক্ত তথ্য জনগণের ব্যবহারের জন্য অবারিত থাকলেই তা পুরোনো, মূল্যহীন ও সবার জানা হয়ে যায়। কখনো এর মধ্যেই এমন বিস্ফোরক বিষয় জড়িয়ে থাকতে পারে, যা আগে কেউ বিবেচনায় আনেনি। মনে রাখবেন, কখনোই একটি নির্দিষ্ট তথ্যের খোঁজ করবেন না; এটা শৌখিন সাংবাদিকেরা করে থাকেন। আপনার কাজ হবে, তথ্যের এমন উৎস ও পন্থা খুঁজে বের করা, যেগুলো বারবার ব্যবহার করা যায়। এই উপাদানগুলো দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারার সঙ্গে আপনার সুনামের বিষয়টিও জড়িয়ে থাকে।

## কখনো ভুলবেন না

**আপনি ইতিমধ্যে জানেন বা বুঝে গেছেন, তথ্য নিশ্চিত করার জন্য কাউকে না কাউকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আপনার আয়ত্তাধীন নয় এমন তথ্য জোগান দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমরা "তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র হচ্ছে শক্তির উৎস" এই বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা করব।**

# কোন ধরনের উৎস 'উন্মুক্ত'?

## আজকের পৃথিবীতে তথ্যের উন্মুক্ত উৎস আসলে অসীম। এ ধরনের সূত্রে থাকে:

### তথ্য

যা সহজে প্রবেশযোগ্য কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত। সাধারণভাবে এসব তথ্য কোনো পাবলিক লাইব্রেরি বা নিচে বর্ণিত গণমাধ্যমের তথ্যভান্ডারে রক্ষিত থাকে:

- খবর (সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট)
- বিশেষ ধরনের প্রকাশনা (ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল, বাণিজ্য সংঘসমূহ)
- জ্ঞানচর্চামূলক প্রকাশনা
- গণমাধ্যমের অংশীদার (ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ফোরাম, অর্থনৈতিক বিশ্লেষক, বিভিন্ন সংঘের নিউজলেটার বা সাময়িকী এবং সামাজিক আন্দোলন সংগঠক গ্রুপ ইত্যাদি)

*উদাহরণ*

- *আপনি যেসব মানুষের ব্যাপারে আগ্রহী, মৃত্যু-বিজ্ঞপ্তি তাদের পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করতে সহায়তা করতে পারে।*
- *সামাজিক আন্দোলন সংগঠক গ্রুপগুলো আইনগত অথবা আদালতের মামলার বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারে।*
- *রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থেকে দলীয় প্রকাশনা ছাড়াও নিউজলেটার, ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং দলের সদস্যদের আলাদাভাবে প্রকাশ করা নিউজলেটার পাওয়া যেতে পারে।*
- *সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় খবরের ক্লিপ কখনো কখনো যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে, তার আড়ষ্টতা বা নীরবতা ভাঙতে সাহায্য করে। রিপোর্টার তার সোর্সের কাছ থেকে সেই স্টোরিতে ব্যবহৃত তথ্যের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পারেন।*

### শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরির আওতায় পড়ে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ব্যবসায় স্কুল ইত্যাদি। যুগোপযোগী তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসোর্সের গুণগত মান বিবেচনা করলে এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ পাবলিক লাইব্রেরির চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে। খবরের সংগ্রহশালা হিসেবে বলা যায় ফ্যাকটিভা, লেক্সিস-নেক্সিস-এর কথা। কোম্পানি বিষয়ে খবরের উপাদানের জন্য নাম করা যায় ডান অ্যান্ড ব্র্যাডশিটের। কাজের ক্ষেত্র বিবেচনা করে সেই খাতে বিশেষজ্ঞ কারও সঙ্গে যোগাযোগও করা যায়। তথ্যের উন্মুক্ত উৎস হিসেবে এগুলো আপনার কাজে আসতে পারে। আপনার মধ্যে সব সময়ই তথ্যের উৎসে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

*উদাহরণ*

*এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একবার একটি কোম্পানির পণ্য তার ক্রেতারা বর্জনের ডাক দিল। বর্জনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একপর্যায়ে দেখা গেল সেই কোম্পানি দাবি করছে, ক্রেতাদের বর্জনের আহ্বান ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের প্রতিবেদন অনুসন্ধান করে পাওয়া গেল উল্টো চিত্র। দেখা গেল, এই বর্জনের ফলে কোম্পানিটির বাজার মূলধনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের সন্ধান পাওয়া যায় ইনসিডের (INSEAD) বিজনেস স্কুল লাইব্রেরিতে।*

### সরকারি সংস্থা

সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সাধারণত অন্য যেকোনো সূত্রের চেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায়। যেসব দেশে প্রায় একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে অথবা যেখানে তথ্য অধিকার আইন নেই, সেসব দেশেও সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আশাতীত তথ্য পাওয়া যায়।

*উদাহরণ*

- ***ঘটনার প্রতিবেদন:*** *প্রতিটি সংস্থার কিছু নীতিমালা থাকে, যা তাদের কর্মীরা মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু তারপরেও কখনো সংস্থার কর্মচারীরা ভুল করে। আর এ ধরনের ভুল বা দুর্ঘটনা বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি হয়। এই প্রতিবেদনগুলো সংস্থার ম্যানুয়ালে উল্লিখিত থাকে। আপনি এই প্রতিবেদন দেখার দাবি জানাতে পারেন।*
- ***নিরীক্ষা প্রতিবেদন:*** *কিছু কিছু সংস্থা আছে, যারা বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে নানা ধরনের নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। এ ধরনের প্রতিবেদন এবং প্রতিবেদন যাঁরা তৈরি করেছেন, তাদের তালিকা খুঁজে বের করুন। প্রতিবেদনের তথ্য একটি রিপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষভাবে*

*প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে যদি এ ধরনের কোনো প্রতিবেদন খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সেটিও কিন্তু একটি খবর। কারণ, তখন অবশ্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে, 'কোনো কোনো সংস্থা সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর নজর রাখেনি?' আবার কোনো সংস্থা যদি দুর্যোগ বিষয়ে আগাম ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে, তাহলে দুর্যোগ প্রতিরোধ অথবা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কেন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, সে বিষয়েও আপনি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।*

- ***অভিযোগ:** বিভিন্ন সময়ে মানুষ নানা অনিয়মের প্রতিকার চেয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে অভিযোগ জানায় ও অনিয়মের প্রতিকার দাবি করে। এই অভিযোগ কারা গ্রহণ করে, তারা কি এ বিষয়ে আদৌ কোনো পদক্ষেপ নেয়? যদি নিয়ে থাকে, তাহলে সেই পদক্ষেপগুলো কী? এই প্রশ্নগুলোও একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।*

## সরকারি লাইব্রেরি

জাতীয় পর্যায় থেকে পৌরসভা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় অনেক লাইব্রেরি থাকে। জাতীয় সংসদেরও একটি নিজস্ব লাইব্রেরি ও আর্কাইভ থাকে। একইভাবে অনেক মন্ত্রণালয়ে ছোট গ্রন্থাগারের উপস্থিতি থাকতে পারে। সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে সাধারণত সংসদের কার্যক্রমের রেকর্ড, প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এবং সরকারি দলিল থাকে। কিছু উদাহরণও এখানে উল্লেখ করা যায়।

***উদাহরণ***

- *সিরিয়াতে একজন রিপোর্টারকে কিছু তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল সেখানকার গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু সেই রিপোর্টার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সেই তথ্য পেয়ে যান।*
- *ফ্রান্সের জাতীয় সংসদে রক্ষিত ভোটের রেকর্ড এবং 'জার্নাল অফিশিয়াল' নামে ফরাসি সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নথিপত্রের সংরক্ষণাগারে কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে মদ ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটি শক্তিশালী চক্রের কর্মকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধানের সূচনা হয়। অনুসন্ধানে বের হয়ে আসে, যেসব সাংসদ তখন মদের কারবারিদের পক্ষে ছিলেন, তারাই ওই চক্রের পক্ষে একটি আইনে সংশোধনী আনার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। আর এ জন্য তাদের প্রচারণা তহবিলে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল সেই চক্রের এক সদস্যের প্রতিষ্ঠান।*

## আদালত

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদালতে রায়ের বৃত্তান্ত সংরক্ষণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের যেকোনো বিচারকাজে উপস্থাপিত সব সাক্ষ্যপ্রমাণের বৃত্তান্ত সরবরাহ করার নিয়ম রয়েছে। আপনি যাকে বা যাদের নিয়ে স্টোরি করছেন বা যারা আপনার লক্ষ্য, তাদের বিষয়ে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় আদালত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র খোঁজ করুন। বিচারে সাক্ষ্য প্রদানের বিশদ বিবরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলিরা প্রকাশ করেন না। আপনি যদি কোনো বিচারের সময় আদালতে উপস্থিত থাকেন এবং মামলার বিবরণ লেখক অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে আদালতে দেওয়া সাক্ষ্য বিশদভাবে নোটবুকে লিপিবদ্ধ করুন।

***উদাহরণ***

*প্রখ্যাত রিপোর্টার আইডা টার্বেল স্ট্যান্ডার্ড, অয়েল ট্রাস্ট নামে একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে যে অনুসন্ধান করেছিলেন, সেটি তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার নথির ওপর ভিত্তি করেই হয়েছিল।*

## বাণিজ্য উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান

স্থানীয় চেম্বার অব কমার্স তার আওতাধীন অথবা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন এলাকায় চাকরি, শিল্পকারখানার ধরন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসংবলিত নির্দেশিকা প্রকাশ করে।

***উদাহরণ***

*কখনো খুবই অদ্ভুতভাবে কিছু খবরের সূত্র পাওয়া যায়। একবার একটি হাসপাতালে এক নবজাতকের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত হয়। সেখানকার স্থানীয় চেম্বার অব কমার্স তাদের প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে একটি নাগরিক গোষ্ঠীর নাম প্রকাশ করে, যারা ওই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের অনিয়মের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। সেই মামলার ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় মামলা বিষয়ে একটি সরকারি প্রতিবেদন, যেখানে ওই হাসপাতাল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে।*

## ভূমি-বিষয়ক অফিস

এ ধরনের অফিস এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যুরোগুলো ভূমি এবং ভূমি মালিকানা-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। কখনো সম্পদের বিপরীতে কত ঋণ আছে, তা-ও এরা খতিয়ে দেখে।

***উদাহরণ***

*ফ্রান্সে রাজনৈতিক নেতাদের সম্পদের হিসাবের বিবরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তারা তাদের আয়ের বিষয়ে সাধারণত যে হিসাব দাখিল করে থাকে, তার সঙ্গে সম্পদের বিবরণের কোনো মিল নেই।*

## জনগণের মালিকানাধীন বিভিন্ন সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন কোম্পানির অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশের তথ্য ও কার্যক্রমের বিবরণ পাওয়া যায় তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে। বিভিন্ন সময়ে কোম্পানিগুলোর সরবরাহ করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও বিভিন্ন সময়ে তাদের পরিচালিত কার্যক্রমের যৌক্তিক বিবরণ পাওয়া যায়। আমেরিকায় বিভিন্ন কোম্পানি তাদের গোটা বছরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হিসাব একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়। দেশের বাইরে যেসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে, তাদের দাখিল করা সেই বিবরণী থেকে তথ্য পাওয়া অনেকটাই সহজ।

***উদাহরণ***

*আমেরিকায় সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে জমা দেওয়া বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন কোম্পানির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হিসাব নির্দিষ্ট একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করার যে পদ্ধতি আছে, সেখানে নথি পরীক্ষা করতে গিয়ে এক ফরাসি বিনিয়োগকারীর বন্ড নিয়ে নানা ধরনের দুর্নীতি প্রকাশিত হয়ে*

*পড়ে। সেখান থেকেই কোম্পানির বোর্ডের সেই কর্মকর্তাদের নামগুলোও জানা যায়, যারা বন্ড নিয়ে সেই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল।*

## ট্রাইব্যুনাল অথবা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিবন্ধক

পৃথিবীর সব দেশেই বিভিন্ন একটি নির্দিষ্ট দপ্তরে কোম্পানির মালিক এবং শেয়ার মালিকানা-সম্পর্কিত তথ্য রক্ষিত থাকে। কোম্পানিগুলোর মালিকদের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও এ ধরনের তথ্যভাণ্ডার থেকে একজন রিপোর্টার তার আশাতীত তথ্য পেতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফ্রান্সে এ ধরনের তথ্যের উৎস থেকে কোনো কোম্পানির কর্মচারী সংখ্যা, রাজস্ব, ঋণ এবং পরিচালকদের নাম পাওয়া সম্ভব।

***উদাহরণ***

*এ ধরনের তথ্য ব্যবহার করে এক সাংবাদিক এমন একটি ওয়েবসাইটের সন্ধান পান, যারা নিজেদের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত বলে ভান করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হয়ে গোপনে অর্থনৈতিক গোয়েন্দাগিরির কাজ করে।*

## আন্তর্জাতিক সংস্থা

অনেক দেশে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সহায়তা অথবা তথ্য প্রদান করে থাকে। (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাতিসংঘ ইত্যাদি)

***উদাহরণ***

*আইভরি কোস্টের একটি সংবাদপত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি অডিট রিপোর্টের তথ্য ব্যবহার করে সাহায্য খাতে দেশটির সরকারের লক্ষ লক্ষ ডলারের তহবিল তছরুপের ঘটনা প্রকাশ করেছিল।*

আমরা এই তালিকা আরও অনেক বড় করতে পারি। একজন দক্ষ সাংবাদিক তার নিজস্ব প্রয়োজনেই এ ধরনের উন্মুক্ত তথ্যের সূত্রের তালিকা তৈরি এবং তা হালনাগাদ করে রাখতে পারেন। কোনো মানুষের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার মতো এই বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

# অনুসন্ধানের জন্য কৌশল হিসেবে উন্মুক্ত তথ্যসূত্রের ব্যবহার

**আমাদের কর্মপদ্ধতিতে উন্মুক্ত তথ্যসূত্র শব্দটির মানে হচ্ছে, গোপন খবর জানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোনো ব্যক্তির চেয়ে আমরা হাতের কাছে থাকা তথ্য ঘেঁটে সম্ভাব্য গোপন বিষয়টি অনুমান করে নিই। গোটা প্রক্রিয়াটি এ রকম:**

সংক্ষিপ্ত সূত্র হিসেবে বিষয়গুলো আবার আলোচনা করা হলো:

আমরা কাজ শুরু করেছিলাম কিছু ইঙ্গিত অথবা তথ্য নিয়ে।

আমরা অজানা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনুমান তৈরি করেছি।

আমরা তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র ব্যবহার করে আমাদের অনুমানটির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছি।

আমরা তেমন ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেছি, যারা উন্মুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যগুলো নিশ্চিত করতে পারে।

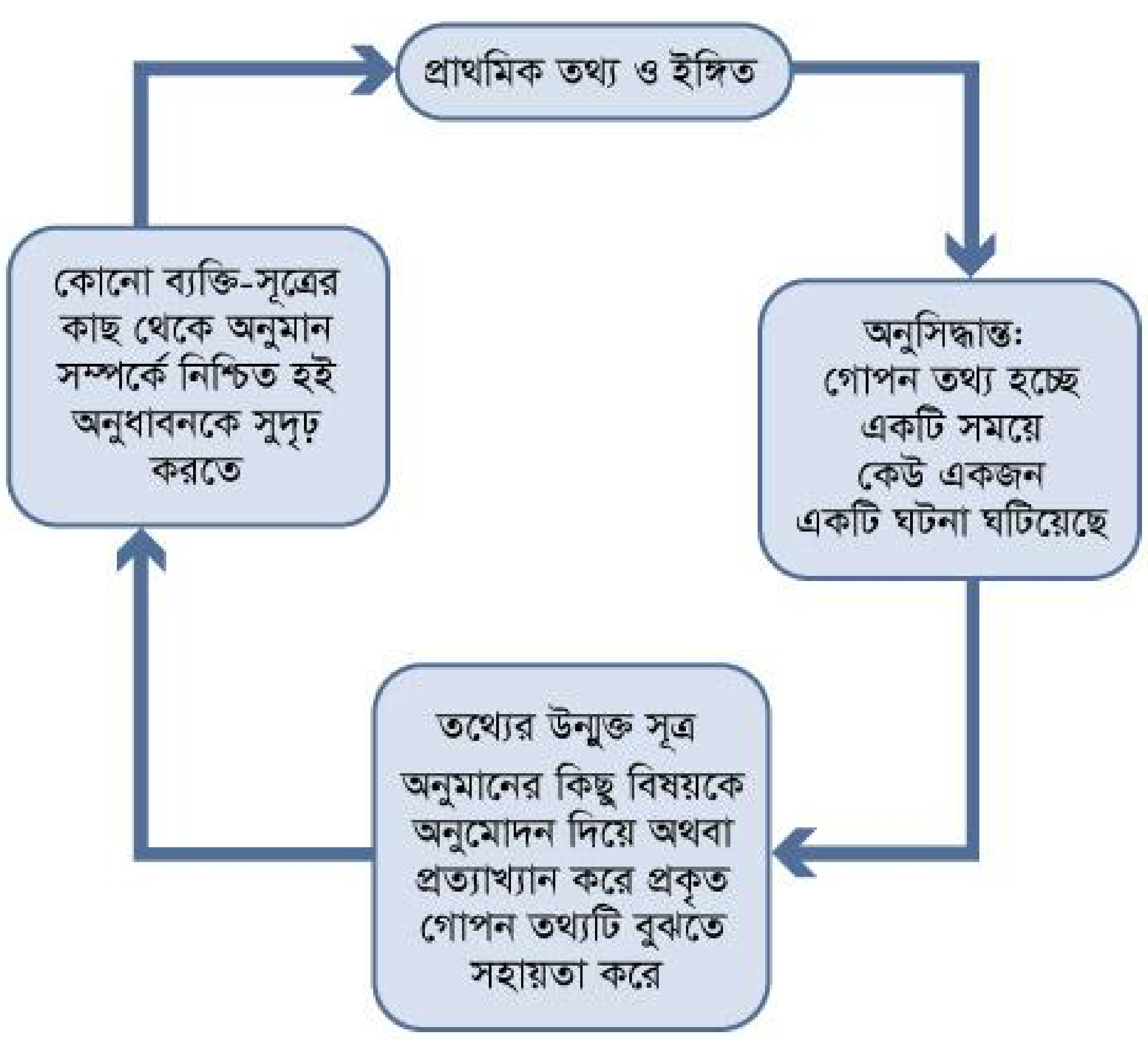


**উদাহরণ**

ফ্রান্সে ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক দল 'জাতীয় অগ্রাধিকার' নাম দিয়ে একটি দাবি উত্থাপন করে। তাদের দাবির মূল বিষয় ছিল, শুধু দেশটির নাগরিকদেরই চাকরি, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সব ধরনের অধিকার নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে দেশটিতে বৈধ অভিবাসীদের এ ধরনের সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি তারা উপেক্ষা করতে চাইছিল। ফ্রান্স ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনে এ ধরনের কোনো নীতি অবৈধ। ওই রাজনৈতিক দলের একজন কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছিলেন, তাদের দলের স্ট্র্যাটেজিস্টরা মনে করেন, পৌরসভা পরিচালনা আইনের ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে তারা এই বিষয়কে আইন হিসেবে পাস করে ফেলতে পারবেন। বিশদ জানতে চাইলে সেই কর্মকর্তা নীরব হয়ে যান।

পদক্ষেপ-১ : আমরা গোটা বিষয়টিকে এভাবে একটি অনুমানে পরিণত করি, যেসব শহরে ন্যাশনাল ফ্রন্ট দলের সিটি মেয়র আছে, সেখানে তারা এই অবৈধ দাবিটিকে আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে চাইছে প্রাসঙ্গিক আইনের ফাঁককে কাজে লাগিয়ে।

পদক্ষেপ-২ : জাতীয় অগ্রাধিকারের দাবিটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে আমরা ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রচারণা প্ল্যাটফর্ম বলে পরিচিত একটি নথি খতিয়ে দেখি, যা উন্মুক্ত নথি হিসেবে বইয়ের দোকানেই পাওয়া যেত।

পদক্ষেপ-৩ : শুধু ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রাধান্য আছে এমন শহরগুলোতে এই দাবি তোলা হয়েছে কি না, সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন সংবাদ নিবন্ধ, পৌরসভাকেন্দ্রিক বুলেটিন, বিভিন্ন ফোরাম এবং নাগরিক গ্রুপের নিউজলেটার ও প্রতিবেদন পাঠ করে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি।

পদক্ষেপ-৪ : আমরা প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখার জন্য ফ্রন্টের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি। পাশাপাশি এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে গিয়ে তারা কীভাবে দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করবে, তা বোঝার জন্য আইনজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নিই।

**ফলাফল**

এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমরা শুধু অনুমানটি যাচাই করিনি, পাশাপাশি আমাদের হাতে থাকা তাদের কর্মকাণ্ডের তালিকাটিকেও নিশ্চিত করেছি। আমরা যখন ফ্রন্টের কর্মকর্তাদের তাদের কর্মকাণ্ড বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, তারা আমাদের আশাতীতভাবে অনেক বেশি তথ্য জানিয়েছেন। সেটি তারা কেন করেছেন, তা আলোচনায় উল্লেখ করা হলো।

# উন্মুক্ত তথ্যসূত্র যখন শক্তির কেন্দ্র

**তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র আমাদের একধরনের শক্তির কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে দেয়। সাধারণভাবে তথ্যের সূত্র হিসেবে কোনো মানুষকে প্রশ্ন করে স্টোরির উপাদান সংগ্রহ করার থেকে এই বিষয়টি আলাদা। তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র ব্যবহার করা আর কাউকে প্রশ্ন করে স্টোরি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আসলে দুটি ভিন্ন পথ। মানুষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যকে একটি প্রশ্ন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রশ্নটি হচ্ছে, "কী ঘটেছিল?" আর তথ্যের উন্মুক্ত সূত্রকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে, "এই ঘটনাই ঘটেছিল, তাই না?"**

যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রশ্নটি করবেন, তাকে বিভ্রান্ত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এ ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলাটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, তিনি তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ বিষয়ে তার সাড়া দেওয়াটাও ঘটে ভিন্ন এক গভীরতায়, যা স্বতন্ত্র জ্ঞান দিয়ে বিচার করতে পারেন না এমন ব্যক্তির থেকে আলাদা। আর সম্ভবত এ কারণেই ন্যাশনাল ফ্রন্ট দলের নেতৃবৃন্দ নানা উদাহরণ দিয়ে আমাদের "জাতীয় অগ্রাধিকার" বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়েছিলেন। অথচ আমরা তখনো এতটা গভীরে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবিনি। তারা ধারণা করেছিল, আমরা তাদের উদ্যোগের প্রশংসা করব।

তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র ব্যবহার করে আপনি আপনার ব্যক্তিসূত্রকে যা বোঝাতে পারেন:

১. আপনি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পেছনে আপনার সময় এবং শ্রম দিচ্ছেন, যা সম্পর্কে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে আগ্রহী।

২. আপনি আশা করেন না তারা আপনার জন্য কোনো কাজ করে দেবে। কারণ, কাজটি আপনি নিজেই সম্পাদন করতে পারেন উন্মুক্ত সূত্র ব্যবহার করে।

৩. আপনি তথ্যের জন্য তাদের ওপর নির্ভরশীল নন।

৪. আপনার কাছে শেয়ার করার মতো তথ্য আছে।

৫. কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হয়নি বলে আপনি স্টোরি করতে পারবেন না বিষয়টি সে রকম নয়। কাউকে ফোন করে কিছু জানার আগে তথ্যের উন্মুক্ত সূত্রগুলোকে ব্যবহার করুন। যেসব তথ্যের সূত্র মানুষ সেখানে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করুন। কারণ, যারা আপনাকে তথ্য দেবে তারা এমন কারও সঙ্গে কথা বলতে চায়, যিনি তাদের তথ্যের প্রশংসা করবেন।

# তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র খোঁজা

## ১. বিষয়টির একটি মানচিত্র তৈরি করা

আপনার প্রথম কাজ হবে অনুসন্ধানের আওতায় থাকা পুরো বিষয়টির পর্যালোচনা করা। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়ে থাকে 'ব্যাকগ্রাউন্ডিং' বা পটভূমি খোঁজা। নির্বাচিত বিষয়টির অন্তরাল এবং আশপাশে থেকে যাওয়া নানান খুঁটিনাটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে এই প্রক্রিয়া। এখানে আপনার কাজ হবে:

- ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল চরিত্রদের চিহ্নিত করা (কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান)।
- ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করা, যা মূল চরিত্রদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।
- তাদের কাছে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও তারিখগুলো জেনে নেওয়া।

আপনার হাতে যা তথ্য আছে, সেটাই হবে আপনার কাজের সূচনাবিন্দু। আপনি যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে কাজ শুরু করেন, তাহলে আপনার প্রাথমিক কাজ হবে সেই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব উপাদান অনুসন্ধান করা। তারপর খুঁজে বের করা সেই উপাদানে পাওয়া ইঙ্গিত অনুসরণ করে বাকি উপাদানগুলো চিহ্নিত করা।

***উদাহরণ***

*আমেরিকার একটি জাদুঘর একবার তাদের সংগ্রহশালায় থাকা আলোচিত একটি চিত্রকর্ম ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘরকে ধার দেয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, এতে তাদের জাদুঘরের প্রদর্শনীর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। কিন্তু জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে রাজি হয়নি। জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, আন্তর্জাতিকভাবে চিত্রকর্ম ধার দেওয়ার বিষয়টির ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু ফরাসিরা ধার নিয়েই ছেড়েছিল।*

যখনই আপনার মনে হবে, কোথায় আটকে গেছেন তখন আপনার সামনে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোর বিষয়ে লিখে রাখুন এবং এক জায়গায় আটকে থাকার বদলে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করুন। আপ্রাণ চেষ্টা করবেন যাতে আপনি এমন জায়গায় আটকে না যান, যেখান থেকে বের হতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট তথ্যই আপনার প্রয়োজন হয়। এ রকম পরিস্থিতি আপনার সব ক্ষমতাকে সোর্সের জালে আটকে ফেলবে।

তাই বিকল্প হিসেবে আপনি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন। এই নতুন তথ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি করতে পারে। এসব তথ্য আপনাকে নতুন কোনো সূত্রের কাছে পৌঁছানোর পথ তৈরি করে দিতে পারে। কখনো আপনাকে তথ্য সরবরাহকারী সম্ভাব্য ব্যক্তি কথা বলতে রাজি না-ও হতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন দেখবেন, স্টোরির সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন সেই ব্যক্তিও আবার কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। এই প্রক্রিয়া নিশ্চিতভাবে প্রচুর পরিমাণ ডেটা সংগ্রহে সহায়তা করবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার শুরুতে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টিকে সুসংহত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

## ২. বিশেষজ্ঞ সূত্রের কাছে পৌঁছাতে সাধারণ সূত্র ব্যবহার করুন

তথ্যের জন্য আগে উল্লেখ করা সাধারণ সূত্রগুলোর পাশাপাশি স্টোরির প্রয়োজনে আপনাকে বিশেষজ্ঞ এবং উন্মুক্ত তথ্যসূত্রের কাছেও যেতে হবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে লেখা একটি নিবন্ধ আপনার জন্য সাধারণ তথ্যের উৎস। কিন্তু একটি বিশেষায়িত জার্নালে কোনো নির্দিষ্ট কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর প্রকাশিত নিবন্ধকে বলা যায় উন্মুক্ত বিশেষজ্ঞ সূত্র। এখানে বিশদভাবে অনেক দিকের ব্যাখ্যা থাকবে। স্টোরির জন্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় বিশদ জ্ঞান শুধু যে আপনার স্টোরিকে সমৃদ্ধ করবে তা-ই নয়, আপনি নিজেও তথ্যের সূত্র হিসেবে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন একটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তারাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, আপনিও সবকিছু বুঝে স্টোরিটি করার জন্য শ্রম দিয়েছেন, অন্য কারও লেখা থেকে ধার করছেন না।

উন্মুক্ত তথ্যের বিশেষ সূত্র খুঁজে বের করার সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে, নির্দিষ্ট কোনো খাতে পেশাদার কারও কাছে জানতে চাওয়া যে, তথ্য পাওয়ার জন্য কোন কোন সূত্র ব্যবহার করেছেন।

- সরকারি কর্মকর্তারা আপনাকে জানাতে পারবেন কে প্রতিবেদনগুলো সংরক্ষণ করে থাকেন, সেগুলো কীভাবে বিন্যাস করা আছে এবং কোথায় আছে।
- নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপনাকে জানাতে পারবেন আইনি প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে কী ধরনের নথিপত্র প্রস্তুত হয়।
- বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যে প্রতিনিধিরা কাজ করেন, তারা জানেন কোন দপ্তরে বিষয়-সম্পত্তির নথিপত্র সংরক্ষিত থাকে।
- পেশাদার বিনিয়োগকারীরা আপনাকে জানাতে পারবেন কোথায় আপনি কোনো কোম্পানি বিষয়ে তথ্য পাবেন। তারা আপনাকে জটিল দিকগুলো পাঠোদ্ধার করে দিতেও সহায়তা করতে পারবেন।

যখনই এ ধরনের পেশাদার মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন, অবশ্যই তাদের দেওয়া তথ্যের উৎস সম্পর্কে অবহিত হবেন। এই প্রক্রিয়া অন্য অনুসন্ধানকারী যেমন সাংবাদিক, পুলিশ অথবা হিসাবরক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও প্রয়োগ করা উচিত। মনে রাখবেন, শুধু তথ্য সংগ্রহ করবেন না, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটিও জানতে হবে।

## ৩. এই সূত্রগুলো এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত থাকুন

এই সূত্রগুলো বারবার ব্যবহার করে নিজের অভ্যস্ততা তৈরি করুন, যাতে ভুলে না যান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি যদি ফ্রান্সে কোনো কোম্পানি সম্পর্কে তথ্য জানতে কোনো উন্মুক্ত তথ্যভান্ডার ব্যবহার করতে চান, তাহলে স্যোশিয়েটেডটকম নামে একটি সাইটে ঢুকতে পারেন। সেখানেই আপনি সব তথ্য পেয়ে যাবেন।

## ৪. মাঠ থেকে তথ্যের ফসল সংগ্রহ করুন

সব সময় তথ্য সংগ্রহ করার একটি প্রবণতা নিজের ভেতরে তৈরি করতে হবে। যেকোনো ঘটনার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য বেশির ভাগ সময়ে ঘটনাস্থলেই পাওয়া যায়। তাই একজন রিপোর্টার হিসেবে যখনই আপনি কোনো জায়গায় যাবেন, সব ধরনের নথিপত্র সংগ্রহ করবেন।

> ***উদাহরণ***
>
> *আপনি যদি কোনো অফিস বা দপ্তরে যান এবং সেখানে কোনো তথ্যমূলক ছবি বা পোস্টার দেখতে পান, তাহলে সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে পড়বেন। প্রয়োজনে সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুমতি চাইবেন। আমরা যখন ন্যাশনাল ফ্রন্টের সেই অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিয়ে খবর সংগ্রহ করছিলাম, তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমরা তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হাজির হতাম এবং পার্টি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচারপত্র ও জার্নাল সংগ্রহ করতাম। কিছু কিছু প্রচারপত্র ও জার্নাল প্রকাশ করত দলটির বিচ্ছিন্ন কিছু গ্রুপ বা কোনো সদস্য। সেই নথিপত্রগুলো আবার দলের পরিচয়পত্রধারী সদস্য ছাড়া অন্যদের মধ্যে বিতরণের অনুমতি ছিল না। কিন্তু সেগুলো পাওয়ার জন্য আমরা অনুমতি চাইলে তারা সমস্ত কাগজপত্র আমাদের সরবরাহ করে। স্থানীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে রাজনৈতিক দলটির আন্দোলন সংগঠিত করার চিত্র বোঝার ক্ষেত্রে নথিগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওই সময়ে কোনো গণমাধ্যমই এই দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেনি।*

# সূত্রগুলো কাজে লাগাতে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিন

## ১. আর্কাইভ বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ

তথ্যের সূত্র যতই উন্মুক্ত হোক না কেন, আপনি যে খুব সহজে সেখানে কার্যকর প্রবেশাধিকার পাবেন এমন কোনো কথা নেই। কারণ, বিশেষায়িত লাইব্রেরি এবং আর্কাইভ ব্যবহার করার পদ্ধতিও জানতে হয়। এই সমস্যার সহজ সমাধান হচ্ছে, এ ধরনের লাইব্রেরি বা আর্কাইভ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাদের সাহায্য চাওয়া। এসব ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এ রকম জায়গায় প্রবেশ করার আগে আর্কাইভের দায়িত্বে থাকা কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তার নাম জেনে নেওয়া ভালো। কারণ, এসব দায়িত্বে থাকা মানুষেরা তাদের প্রতি অবহেলাটা উপলব্ধি করতে পারেন। তাই যখন কেউ তাদের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে সেখানে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন সেই ব্যক্তি দিন শেষে সম্মানিত বোধ করেন।

***উদাহরণ***

*ফ্রান্সে এইডসের জীবাণু-সংক্রমিত রক্ত নিয়ে রিপোর্টটি করার আগে প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময় আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রপত্রিকায় ব্লাড ট্রান্সফিউশন এবং এইডস রোগের বিষয়ে বিভিন্ন নিবন্ধ সংগ্রহের কাজ করেছি। প্যারিসের উল্লেখযোগ্য একটি মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরির দায়িত্বে থাকা একজন ভদ্রমহিলা আমাদের এই কাজে ব্যাপক সাহায্য করেছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে এ ধরনের নিবন্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা আমাদের দেন। তালিকা মিলিয়ে বেশির ভাগ নিবন্ধই আমরা সেই লাইব্রেরিতে পেয়ে গিয়েছিলাম। এক দুপুর শ্রম দিয়েই আমাদের সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছিল।*

*প্যারিসে চিত্রকর্ম কেনাবেচা বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, প্যারিসের চিত্রকলা বিপণনের যে বিশাল বাজার রয়েছে, সেখানে সরকার কী পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান করে থাকে? মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের এসব তথ্য জানার জন্য একজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। আমরা যখন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি, তখন শুনতে পাই তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে কম্পিউটারে কিছু টাইপ করছেন। প্রশ্ন করতে জানালেন, তিনি মন্ত্রণালয়ের একটি ডেটাবেসে ঢুকে কাজ করছেন। আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, এই ডেটাবেস কি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারে? তার কাছে ইতিবাচক উত্তর পেয়ে আমরা সেই ডেটাবেস নিয়ে কাজ শুরু করি এবং মন্ত্রণালয়ের ভর্তুকি যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাদের সম্পূর্ণ তালিকা পেয়ে যাই। এই কাজটা আমরা একটি পাবলিক লাইব্রেরির মাধ্যমে করে ফেলি।*

## ২. আপনি কী ধরনের তথ্য পেয়েছেন, তা অনুধাবন করা

অনুসন্ধান করতে গিয়ে নথিপত্র পেয়ে যাওয়া আর সেগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করা– দুটো আলাদা বিষয়। সরকারি ও বেসরকারি খাতে সাধারণত যে ধরনের দাপ্তরিক ভাষ্য সরবরাহ করা হয়, সেগুলোর ভাষা ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

কখনো তথ্যের উন্মুক্ত সূত্রও বার্ষিক প্রতিবেদন বা কোনো সভার কার্যবিবরণীর ভাষার মতো ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এ ধরনের জটিল ভাষার মুখোমুখি হলে আপনার প্রথম কাজ হবে একজন বিশেষজ্ঞকে খুঁজে বের করা, যিনি সেই ভাষা এবং নথিপত্রের সারমর্ম ব্যাখ্যা করতে আপনাকে সাহায্য করবেন। আরেকটু সহজ করে বলতে গেলে, আপনি যে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করছেন, সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে আপনার প্রয়োজন। এই ব্যক্তিই নথিপত্রের সহজ ব্যাখ্যা করে আপনার স্টোরিকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেন। তবে লক্ষ রাখতে হবে, এই স্টোরির সঙ্গে তার যেন কোনো স্বার্থের সংঘাত না থাকে।

***উদাহরণ***

*ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে সেই রাজনৈতিক দলটি তাদের প্রভাব বলয়ে থাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় করপোরেশনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বিরোধী গ্রুপগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তারা কোন প্রক্রিয়ায় কাজটা করেছিল, তা বোঝার জন্য আমরা ওই দলের নিয়ন্ত্রিত একটি সিটি করপোরেশন থেকে তাদের দেওয়া ভর্তুকি বরাদ্দের নথিপত্র সংগ্রহ করে সেগুলো পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নিই। সেই নথিপত্র লাইনের পর লাইন ভালোভাবে পাঠ করে আমাদের অবহিত করার কাজে সহায়তা করেন একটি সিটি করপোরেশনের একজন সাবেক কর্মচারী। তিনি একদা করপোরেশনের বাজেট সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতেন।*

*স্টোরি করতে গিয়ে এমন কারও সহায়তা নেবেন না যে আপনার সঙ্গে তার আলোচনা অন্যদের কাছে ফাঁস করে দেবে। আপনার স্টোরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের কোনো লেনদেন আছে এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে রিপোর্ট বিষয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলুন। তবে এ ধরনের কারও সাক্ষাৎকার নিতে হলে সেটি হবে আলাদা বিষয়। মনে রাখবেন, কখনো কেউ তার নিজের সুবিধার জন্য আপনার গতিবিধি অন্যদের কাছে পাচার করতে পারে।*

# কাজ দ্রুত শুরু করুন...
# কিন্তু সহজ থেকে!

তথ্যের সবচেয়ে উন্মুক্ত উৎস থেকে পাওয়া সহজতম তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করার জন্য আমরা সব সময়ই পরামর্শ দিয়ে থাকি। সময় যত গড়াতে থাকে, যেকোনো অনুসন্ধানও ততই জটিল ও কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু অনুসন্ধানের শুরুতেই যদি কঠিন পথে কাজ শুরু করেন, তাহলে ভুল হতে পারে। বিশেষভাবে আপনার অনুমানের কোনো উপাদানই যদি তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে সমর্থন না পায়, তাহলে ধরে নিতে হবে– হয় আপনার অনুমানটি ভুল হয়েছে অথবা কেউ আপনার স্টোরিটি লুকোতে চাইছে।

বিপরীতভাবে প্রথমবার সত্যাসত্য যাচাইয়ের কাজ যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে আপনি এই প্রক্রিয়াকে আরও বিস্তৃত ও জোরদার করতে পারেন। এই প্রক্রিয়া একটি গতিবেগ পেয়ে গেলে সেটাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করুন। তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া ডেটার অর্থ বুঝে সেগুলোকে আপনার অনুমানের সঙ্গে যুক্ত করুন। এর পরবর্তী পদক্ষেপে আপনি এমন একটি জায়গায় হাজির হবেন, যেখানে সত্য বলতে শুধু কতগুলো নথি বা দলিল বোঝানো হয় না।

# ব্যক্তিসূত্র

## অধ্যায় ৪

## তথ্যের প্রয়োজনে মানুষের সহায়তা

**মার্ক লি হান্টার ও নিলস হ্যানসন**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি
সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য একটি অনুমান দাঁড় করিয়েছি
অনুমানের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছি
**আমরা ব্যক্তিসূত্র খুঁজেছি**

সবচেয়ে উত্তেজনাকর তথ্য সাধারণত উন্মুক্ত সূত্রে থাকে না, মানুষের মনে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সেই মানুষগুলোকে কীভাবে খুঁজে বের করব এবং কীভাবে তাদের সেই তথ্য সম্পর্কে অবগত হবো? এই দক্ষতাকে কখনোই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। যেহেতু এ ধরনের ক্ষমতা সবার থাকে না, তাই একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে আপনার কাজ হবে এই দক্ষতাকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

তবে পাশাপাশি এই ক্ষমতার অপব্যবহার করা একেবারেই অনুচিত। মনে রাখা প্রয়োজন, একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনি কখনো মানুষের অনুভূতি, জীবিকা এবং তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে আঘাত করতে পারেন না। তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কথা বলতে রাজি হয়েছেন বলে তাদের কোনোভাবে আঘাত করা যাবে না– এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

এই অধ্যায়ে আমরা সাংবাদিকের একজন ভালো সাক্ষী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব, যার সঙ্গে একজন মানুষ নিজেকে নিরাপদ ভাববে এবং কার্যকরভাবে কথা বলতে পারবে।

# সোর্স ম্যাপিং

বেশির ভাগ রিপোর্টার বক্তব্য বা উদ্ধৃতি নেওয়ার জন্য মানুষ খুঁজে বের করেন ওই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত খবর পড়ে। উদ্ধৃতি থেকে নাম টুকে নিয়ে, তারপর তাদের কল করেন। তথ্যের উৎস হিসেবে ওই মানুষদের কাছে প্রতিদিনই শ খানেক ফোন আসে। তারা কি ফোনে নতুন কোনো তথ্য দিতে পারেন? কখনোই নয়। তাই আপনাকে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে, যাকে আগে কোনো সাংবাদিক জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।

তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র আপনাকে ফোনে যোগাযোগ করার জন্য নামের একটি দীর্ঘ তালিকা সরবরাহ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি কোম্পানি সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করতে পারেন বিশ্লেষকদের তৈরি করা আর্থিক প্রতিবেদন পড়ে। তাতে কোম্পানির অবস্থান এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়।

- পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আপনি প্রথমে আর্থিক বিশ্লেষক এবং পরে ওই কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে পারেন।
- এদের মাধ্যমে সেই কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করে অন্য চাকরিতে যোগ দেওয়া অথবা অবসরে যাওয়া কর্মচারীদের খোঁজ পেতে পারেন। (সাংবাদিক সিমুর হার্শ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএতে তার খবরের সূত্র তৈরি করেছিলেন তাদের অবসরে যাওয়ার ঘোষণাপত্র দেখে দেখে)।

যারা আপনার স্টোরির সঙ্গে জড়িত বা জড়িত হতে পারেন, আমাদের পরামর্শ হচ্ছে সেই সোর্সদের নিয়ে দ্রুত একটি সহজ মানচিত্র তৈরি করে ফেলুন। এই মানচিত্র দেখতে অনেকটা গ্রামের ঘরবাড়ির মতো হবে, যেখানে সবাই সবাইকে চেনে। আর কাল্পনিক গ্রামটা হবে আপনার স্টোরি।

আপনি চাইলে এই মানচিত্রটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন। যেমন এখানে আপনি কোনো ব্যক্তিসূত্রের অবস্থান লিখে রাখতে পারেন। তাদের জন্মদিন অথবা পেশার বিবরণও লিখে রাখতে পারেন। তবে শুরুতে মানচিত্রটিকে যত সহজ করবেন, ততই আপনার সুবিধা হবে। (একটি সহজ সোর্স ম্যাপ তৈরি করতে খুব অল্প সময় লাগে। কিন্তু এই মানচিত্র আপনাকে ভালো স্টোরি করার প্রতিযোগিতায় সব সময় এগিয়ে রাখবে)। অধ্যায়-২ তে আমরা অপরিণত নবজাতকদের যে স্টোরি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেটির সোর্স ম্যাপ দেখতে এ রকম হবে:

### মানচিত্রটি ভালো করে লক্ষ করুন

প্রতিবন্ধী শিশুদের মানচিত্রের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। কারণ, স্টোরিটি তাদেরকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু এ ধরনের শিশুদের সঙ্গে কথা বলা, দেখা পাওয়ার বিষয়টাই বেশ কঠিন। তাই তাদের আশপাশের সব সোর্স বা সূত্রের সঙ্গে কথা বলা উচিত। কারণ, তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে ওই শিশুদের সঙ্গে জড়িত। হাসপাতাল আর শিশুদের অভিভাবকদের মাঝখানে সব সময়ই ডাক্তাররা অবস্থান করেন। কারণ, এই দুই পক্ষের মধ্যে তারা সমন্বয় সাধন করেন।

প্রকৃতপক্ষে মূল বিষয়টা হচ্ছে এ রকম: স্টোরিতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে সোর্স ম্যাপটি তৈরি করুন। এতে একটি সূত্রের কাছে পৌঁছাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে আপনি সহজে আরেকটি সূত্রের কাছে যেতে পারবেন, যিনি প্রতিবন্ধকতা টপকে গেছেন। এই মানচিত্রের একটি অংশের মানুষ যখন আপনাকে গ্রহণ করে ফেলবেন, তখন অন্যদের কাছেও আপনার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে।

# সূত্র আপনার সঙ্গে কেন কথা বলবে

মানুষের কাছে জানানোর মতো, আগ্রহ তৈরি করার মতো স্টোরি অথবা তথ্য থাকলেও তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর না-ও দিতে পারেন। এ জন্য তার কাছে যৌক্তিক কারণও থাকে। সাধারণভাবে তারা আপনাকে পেশাদার, দায়িত্বান এবং সৎ না-ও ভাবতে পারেন (অনেক রিপোর্টার এ রকম হয়ে থাকেন)। আপনি যদি পেশাদার, দায়িত্বান ও সৎ সাংবাদিক হনও, তবু তারা ভাবতে পারেন, তাদের দেওয়া মূল্যবান তথ্য ব্যবহার করে আপনি কী করবেন, সে বিষয়ে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। পাশাপাশি তারা এটাও ভাবতে পারেন, আপনি তথ্য যেভাবে ব্যবহার করবেন, তাতে তাদের পেশা, সম্পর্ক এবং শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইতস্তত করলে আপনি হয়তো তাদের কাছে হাজির হবেন বিভীষিকা হিসেবে। এসব কারণেই বেশির ভাগ সময়ে সাধারণ মানুষ সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখ খুলতে ভয় পান।

## সূত্র কেন কথা বলে

সাধারণত একজন মানুষ দুটি কারণে সাংবাদিকের সামনে মুখ খোলেন। প্রথম কারণটি হচ্ছে, যখন সেই মানুষটি কোনো ঘটনায় উদ্দীপ্ত বোধ করেন অথবা কোনো কষ্ট তাকে আচ্ছন্ন করে। সূত্রকে এ দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি প্রকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কোনো ধরনের প্রতিভার প্রকাশ অথবা নান্দনিক বিষয় যদি তার সামনে উন্মোচিত হয়, কোনো সফলতার কাহিনি যদি তিনি জানতে পারেন বা জানার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন অথবা সংকটপূর্ণ পৃথিবীর কোনো একটি অংশকে রক্ষা করার কোনো পরিকল্পনা যদি আবিষ্কার করতে পারেন, তখন এ ধরনের বিষয় তাকে বা তাদের উদ্দীপ্ত করে। তখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতেও তারা পছন্দ করেন। এই আবিষ্কারগুলো তাদের বা নির্দিষ্ট একজন মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার অনুভূতি দেয়।

অন্যদিকে, কোনো ঘটনায় কষ্ট বা যন্ত্রণা পাওয়ার সময়ে তারা কারও কাছে সাহায্য পাওয়ার আশা করেন। যন্ত্রণা বিষয়টা সব সময়ই অন্য কোনো উদ্দীপনার চেয়ে শক্তিশালী। তাই বেশির ভাগ অনুসন্ধানের সময়ে ঘটনার শিকার যারা হন, বা কোনো অঘটনের সাক্ষী হওয়াতে যাদের অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তারাই প্রথমে মুখ খোলেন।

কেউ তখনই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, যখন তিনি বুঝতে পারবেন কাজটা নিরাপদে করা সম্ভব। সোর্স বা সূত্রের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তৈরি করে নিতে হবে। দুজনকেই কিছু কাজ করার জন্য একে অপরের ওপর নির্ভর করতে হবে। আপনি এবং আপনার সোর্স একে অপরের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করবেন কিছু নির্দিষ্ট কাজের মধ্য দিয়ে। আর সোর্স না রাখলেও আপনি অবশ্যই সমস্ত কাজের রেকর্ড রাখবেন। এটি শুধু আপনার পেশাগত দায়িত্ব নয়, আপনার চরিত্রকেও প্রকাশ করবে। আপনাকে সব সময়ই নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে তারা সব সময়ই ভাবতে থাকবেন যে আপনাকে বিশ্বাস করা যায় না।

# প্রাথমিক যোগাযোগ: প্রস্তুতি ও আমন্ত্রণ

## ১. সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি

সূত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎটি মুখোমুখি হওয়াই ভালো (যদি সেই সূত্র খুব বিপজ্জনক কেউ না হন)। এই প্রথম সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাফল্যের সঙ্গে একটি বৈঠক করে ফেলা। তার আগে অবশ্য তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র ব্যবহার করে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

### যখন কোনো ব্যক্তি তথ্যের উৎস

সোর্স সম্পর্কে গুগলে অনুসন্ধান করুন। কোনো সংবাদ নিবন্ধ বা অন্য ধরনের লেখায় তার বিষয়ে উল্লেখ থাকলে সেগুলো পাঠ করা জরুরি। যদি লেখা অনেক বেশি হয়, তাহলে নির্দিষ্ট কয়েকটি পড়ে ফেলুন। এতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার আগ্রহ যেমন প্রকাশ পাবে, পাশাপাশি তার পেশা সম্পর্কেও আপনি ধারণা পেয়ে যাবেন। সেই মানুষটি যদি বিখ্যাত কেউ হন, তাহলে পেশা সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়াটা ঠিক নয়। কারণ, তাতে তিনি বুঝে যাবেন, আপনি কিছু না জেনেই ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন।

সোর্স যদি সাধারণ পত্রিকায় অথবা বিশেষায়িত কোনো প্রকাশনায় লেখালেখি করেন, তাহলে সেগুলোও সংগ্রহ করে পাঠ করুন। অন্তর্মুখী মানুষেরা তাদের লেখার ভেতর দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাদের চরিত্রের এই উপাদানগুলো একটি অনুমান তৈরি করতে আপনাকে সহায়তা করবে, যার সত্যাসত্য আপনি পরে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় যাচাই করে নিতে পারবেন।

***উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,*** *ফ্রান্সে আমরা একবার সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। দেখা করার আগে তার লেখা এবং বক্তৃতা বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি, তিনি মিথ্যা বলা অপছন্দ করেন, আবার একই সঙ্গে তিনি স্পর্শকাতর এবং বিপজ্জনক বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। আমরা তখন পর্যবেক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করলাম, ঠিক কোন বিন্দুতে এসে তিনি আলোচনার বিষয় পরিবর্তনের চেষ্টা করেন এবং কোন জায়গাটি তিনি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন রাখতে চান। আমরা ঠিক এই জায়গাগুলোতেই আরও অনুসন্ধান চালাই। পরে যখন তার চরিত্র বিষয়ে আমাদের উপসংহার এবং অনুমান বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়, তিনি আমাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেননি।*

### ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত

যে ঘটনাটি ঘটেছে, সে বিষয়ে আপনাকে বিশেষজ্ঞ না হলেও চলবে। তবে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ খবর, যেকোনো ধরনের সাধারণ মন্তব্য বিষয়ে আপনাকে জ্ঞাত থাকতে হবে। গোটা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। যদি আপনার সূত্রের বক্তব্য বা ভাষা পরিষ্কারভাবে বুঝতে না পারেন, তাহলে তাকেই বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করার জন্য বলবেন।

## ২. সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগের কৌশল

ফোন অথবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। তবে এই পন্থায় যোগাযোগ শুধু তার বাসায় করতে হবে। সোর্স বা সূত্রের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কখনোই তার কাজের জায়গায় বা অফিসে ফোন করবেন না। তাকে অফিসে ফোন করার বিপদ হচ্ছে, তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনার সঙ্গে সোর্সের কথোপকথন শুনে ফেলতে পারেন অথবা সেই ফোনে আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো থাকতে পারে। এই একই সতর্কতা সূত্রকে ই-মেইল পাঠানোর ক্ষেত্রেও অবলম্বন করতে হবে। কারণ, অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষে তার কোন কর্মচারীর সঙ্গে একজন সাংবাদিকের ই-মেইলে যোগাযোগ রয়েছে, সেটা জানা সম্ভব।

বিষয়টি নিয়ে আমরা এখানে তাত্ত্বিক আলোচনা করছি না। একবার একটি অনুসন্ধানী দল দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী এবং মানসিক সমস্যায় ভোগা এক সরকারি কর্মকর্তার বিষয়ে খোঁজ করতে গিয়ে তারই একান্ত সচিব এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের দলটি সেই ভদ্রমহিলার কাছে সেই কর্মকর্তা সম্পর্কে তথ্য জানতে চায়। ভদ্রমহিলা তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেননি, কিন্তু সেই কর্মকর্তা সাংবাদিকদের অনুসন্ধানের কথাটা জেনে ফেলেন। এরপর বুঝতে পারছেন, সেই মহিলার ভাগ্যে কী জুটেছিল।

সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগের আগে আপনাকে ভাবতে হবে, কীভাবে তার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করবেন। তাকে আপনার জানাতে হবে, আপনি কে এবং এই কাজে আপনি যা করতে চাইছেন, তা শতভাগ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই করছেন। এই কাজে আপনার সফল হওয়ার সক্ষমতা রয়েছে এই কথাটিও সোর্স বা সূত্রকে জানানো প্রয়োজন। স্টোরির সমস্ত তথ্য আপনি পাবেন এবং এই স্টোরি ছাপা হবে এই অনুভূতির শক্তি আপনার মনেও থাকতে হবে। এই স্টোরি যখন প্রকাশিত হবে জানবেন, পৃথিবী আরেকটু আবর্জনামুক্ত হবে।

আপনার সোর্স বা সূত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কী বলবেন? প্রাথমিক যোগাযোগের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নিচের সংলাপ দুটি সঠিক ও ভুল পদ্ধতির উদাহরণ হতে পারে।

***ভুল:*** *"আপনার জন্য যদি খুব বেশি সমস্যা না হয়, তাহলে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই..."*

***ভুলটা কোথায়:*** *আপনি তাকে প্রশ্ন করতে না চেয়েও আবার করলেন। আপনি সোর্সকে আপনার সঙ্গে কথা বলার পরবর্তী ঝামেলাগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেননি এবং আপনি প্রশ্ন করতে বিব্রত বোধ করছেন।*

***সঠিক:*** *"আমার নাম...আমি একজন সাংবাদিক। আমি...গণমাধ্যমে কাজ করি। আমি...এই বিষয়টি নিয়ে একটি স্টোরি করছি এবং আমি মনে করি বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কখন দেখা করে এ বিষয়ে কথা বলতে পারব?"*

*সঠিকটা কী: আপনি নিজের সঠিক পরিচয় দিয়েছেন এবং আপনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। আপনি এই সংলাপে আপনার সূত্রকে কথা বলার জন্য একটি উপযুক্ত কারণ দেখিয়েছেন। আপনারা সাক্ষাৎ করতে পারেন কি না প্রশ্ন না করে আপনি সাক্ষাতের সময় জানতে চেয়েছেন। পাশাপাশি আপনি 'সাক্ষাৎকার' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। এই শব্দ সূত্রকে তার নাম পত্রিকার রিপোর্টে জুড়ে যাওয়া এবং অনেক ধরনের সংকটের কথা মনে করিয়ে দেয়।*

*আপনি যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট গণমাধ্যমে কাজ না করেন, তাহলে আগে কোন গণমাধ্যমের জন্য কাজ করেছেন, তা সূত্রকে জানাতে পারেন। আপনি যদি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হয়ে থাকেন, তাহলে কোন গণমাধ্যমে আপনি স্টোরিটি প্রকাশের জন্য দেবেন, তা জানান।*

### মনে রাখবেন

আপনি কাদের হয়ে কাজ করছেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আসল বিষয় হচ্ছে আপনি কাজটা কীভাবে করবেন।

***ভুল:*** *"দয়া করে আমাকে সহায়তা করুন। একমাত্র আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"*

***ভুলটা কোথায়:*** *আপনাকে যদি কেউ সাহায্য না করে এবং আপনি নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রে তিনি বা তারা কেন আপনাকে সাহায্য করবেন?*

***সঠিক:*** *"আমি বুঝতে পারছি এ বিষয়ে আপনি একজন প্রকৃত বিশেষজ্ঞ এবং আপনার অন্তর্দৃষ্টির অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়"।*

***সঠিকটা কী:*** *আপনি এখানে আপনার সোর্সকে একটু বেশি মাত্রায় প্রশংসা করছেন। এ ধরনের প্রশংসা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে না করার কোনো কারণ নেই। আর প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আপনি সূত্রকে জানান দিচ্ছেন, আপনার সঙ্গে এ রকম আরও বিশেষজ্ঞদের যোগাযোগ আছে। তারাও এ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ।*

### অন্তর্নিহিত কৌশল

সব সময় ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, আপনি একজন চমৎকার মানুষ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করেন। আর এতে করে যে কেউ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হবেন। এই কাজটা করা যদি আপনার জন্য কঠিন কিছু হয়, তাহলে আপনার উচিত পছন্দসই অন্য কোনো কাজ খুঁজে নেওয়া।

## ৩. সাক্ষাতের স্থান

যদি আপনার সোর্স বা সূত্রকে সাক্ষাৎ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে খুঁজে না পাওয়া যায়, যদি তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান অথবা দেখা করতে অযৌক্তিক সময়ক্ষেপণ করেন, তাহলে আপনাকে এমন একটি স্থান বেছে নিতে হবে, যেখান থেকে সেই ব্যক্তি উধাও হতে পারবেন না। যদি আপনার সোর্স কোনো মামলায় বিচারাধীন হন, তাহলে আপনাকে আদালতে যেতে হবে। তিনি অধ্যাপক হলে তার শ্রেণিকক্ষে পৌঁছে যেতে হবে আপনাকে।

একবার একজন ফরাসি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দেখা করার কথা বলে আমাদের এক মাস ধরে ঘোরাচ্ছিলেন। শেষে আমরা তার সেই অফিসে চলে গেলাম, যেখানে তিনি তার সহযোগীদের সঙ্গে সাপ্তাহিক বৈঠক করেন। আমরা গিয়ে অন্য সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াই। তারপর আমাদের ডাক পড়ল। আমরা তার ঘরে ঢুকে বললাম, 'আমরা লাইনের একেবারে শেষের দিকে ছিলাম। কিন্তু তারপরেও আমাদের হাতে মিনিট কুড়ি সময় আছে, চলুন, কথা বলি।'

সেই কর্মকর্তা হেসে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন।

যদি সূত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করেন, তাহলে তার বাসায় অথবা অন্য এমন একটি জায়গায় দেখা করুন, যেখানে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। যদি সূত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি তার পেশার সঙ্গে জড়িত হয় এবং তার প্রতিষ্ঠান বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকে, তাহলে সাক্ষাৎকার নেওয়ার আদর্শ জায়গা হবে তার অফিস। সেখানে তার সম্পর্কে, বিশেষ করে তিনি কী বিষয়ে পড়াশোনা করতে পছন্দ করেন, তার রুচি এবং বিভিন্ন সংকটে তিনি কীভাবে সাড়া দেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে। (সাংবাদিক কনি ব্রাকের ওয়াল স্ট্রিট নিয়ে গবেষণাপত্র 'দ্য প্রিডেটর্স বল'-এ তিনি দেখিয়েছেন, রাজস্ব বিভাগের একজন বড় কর্মকর্তা বিনা কারণে কীভাবে তার একান্ত সচিবের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন)।

# সোর্সের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সূচনা: লক্ষ্য এবং ভূমিকা

খবরের দুনিয়ায় সোর্সের সঙ্গে একজন রিপোর্টারের সম্পর্ক খুব একটা দীর্ঘ হয় না। আর তাতে বিষয়টা সোর্সের জন্য বিরক্তির দিকে গড়ায়। বিশেষভাবে যখন রিপোর্টাররা দলবদ্ধ হয়ে কোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ঘটনার রিপোর্ট করতে যান, তখন এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা যায়। বেশির ভাগ সময় রিপোর্টাররা অকুস্থলে এসে চারপাশে দৃশ্যমান বহু কিছুকে লন্ডভন্ড করেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তারপর ওই এলাকার খাবার আর মানুষের ব্যবহার নিয়ে কিছু কটু মন্তব্য পেছনে ফেলে রেখে বিদায় নেন। একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের আচরণ কখনোই একজন আদর্শ প্রেমিকের মতো হয় না। কিন্তু সোর্স বা খবরের সূত্র যারা হন, তারা রিপোর্টারের সঙ্গে আরও একটু স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। এ ধরনের সম্পর্কের শুরুটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, যেখান থেকে সম্পর্কের পরবর্তী ধাপে কী ঘটবে, তা অনুমান করা যায়।

## ১. শুরু থেকে শেষ: সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা

গোটা অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ায় আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, বিপদ হতে পারে জেনেও যিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তার গোপনীয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া। যখন আপনার সোর্স বিশেষভাবে নিজের গোপনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন, তখন তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আপনি যখন গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কথা দেবেন, তখন সোর্সের পরিচয় আড়ালে রাখতে যা কিছু করা প্রয়োজন, তা আপনাকে করতে হবে। টুকে রাখা তথ্যসহ আপনার নোটবুকটিও যখন পুলিশ বা উকিল বাজেয়াপ্ত করে নেয়, তখনো সোর্সের গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আপনাকে।

গোপনীয়তা রক্ষায় নিচে উল্লেখ করা পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :

ক. কখনোই সোর্স বা সূত্রকে তার কাজের জায়গায় ফোন করবেন না। কারণ, এ ধরনের ফোনকলের গোপনীয়তা ভঙ্গুর। পুরোপুরি নিরাপদ থাকতে দুজনই মোবাইল ফোন ব্যবহার করুন। মোবাইলে প্রিপেইড কার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

খ. ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ না করাই ভালো। এমনকি ই-মেইলে যোগাযোগ করতে গিয়ে আপনার গোপনীয়তা রক্ষার প্রচেষ্টাও অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

গ. আপনার সূত্রের সঙ্গে কোনো নিরাপদ জায়গায় দেখা করুন, যাতে আপনাদের দুজনকেই কেউ চিনতে না পারে।

ঘ. কাজের সময় সূত্রের ছদ্ম অথবা সাংকেতিক নাম ব্যবহার করুন। (সূত্র-ক, সূত্র-খ)। আলোচনায় অথবা নোট নেওয়ার সময় কখনোই তার আসল নাম ব্যবহার করবেন না।

ঙ. সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সব কাগজপত্র ও তথ্য কোনো আলাদা জায়গায় সংরক্ষণ করুন। সে জায়গার সঙ্গে আপনার কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকলে আরও ভালো।

## ২. আপনার লক্ষ্য স্থির করুন

সূত্রের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎকারের আগে নিজের লক্ষ্য স্থির করুন। অর্থাৎ আপনি এই সাক্ষাৎ থেকে কতটুকু অর্জন করতে চান, তা ঠিক করে নিন। এই অর্জনের তালিকায় কমপক্ষে যে বিষয়গুলো থাকা উচিত:

### যে মূল্যবান তথ্য আপনি অর্জন করতে চান

এই বিষয়গুলোর মধ্যে নথিপত্র থেকে শুরু করে ব্যাখ্যামূলক অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ আর নতুন কোনো সূত্রের ঠিকানা– সবই থাকতে পারে।

- সূত্র বা সোর্সের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে আপনি অল্প তথ্য চাইতে পারেন। ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন আমাদের বন্ধু সাংবাদিক ফিলিপ মেডেলিন। এ বিষয়ে

মেডেলিনের বক্তব্য হচ্ছে, একটি সাক্ষাৎকার থেকে তিনি একটি তথ্য যাচাই বা একটি তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

- আপনি অবশ্য প্রথম সাক্ষাতেই বেশির ভাগ তথ্য এবং দৃশ্যমান নথিপত্র সংগ্রহ করতে চাইতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এসব তথ্য বা নথিপত্র আপনি কেন নিচ্ছেন, তা সূত্রকে অবশ্যই জানাতে হবে।
- সাধারণত এ ধরনের সাক্ষাৎকারে সর্বশেষ যে তথ্যটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে পরবর্তী যোগাযোগের জন্য নতুন একজন সোর্সের ঠিকানা। আপনি তাকে এভাবে প্রশ্ন করে তথ্যটি জেনে নিতে পারেন, 'আমরা এতক্ষণ যা নিয়ে কথা বললাম, সে বিষয়ে কথা বলার জন্য কাকে আপনি যোগ্য মনে করেন? কীভাবে তার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারি?'

## আপনার স্টোরি সম্পর্কে সোর্সকে কতটা জানাতে চান

আপনার সোর্স স্টোরিটির সঙ্গে আপনি কেন জড়িত হলেন এবং এটা প্রকাশ করে আপনি কী অর্জন করতে চাইছেন, সে বিষয়ে জানতে চাইতে পারেন। তার এই প্রশ্নের উত্তর আপনি যা-ই দেন, সেটা তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হবে এবং সততার সঙ্গে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, উত্তর দেওয়ার সময় আপনি ব্রিটিশ কূটনীতির তিনটি সূত্র অনুসরণ করুন:

- **কখনো মিথ্যা বলবেন না**

  খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মিথ্যা তথ্য দেবেন না। সব সময় মাথায় রাখবেন, মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কারণে আপনি কোনো জায়গা থেকে বহিষ্কৃত হতে পারেন। আপনার ওপর শারীরিক আক্রমণও আসতে পারে। (ব্রাজিলের একজন আন্ডার-কভার রিপোর্টার একবার এ রকম ঝামেলায় পড়েছিলেন। মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার গোপন ভিডিও ক্যামেরা ধরা পড়ে যায়। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি)।

- **কখনো পুরো সত্যও প্রকাশ করবেন না**

  এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কখনোই আপনার সোর্স বা সূত্রের কাছে পুরো অবস্থাটা বয়ান করবেন না। আপনি তাকে বলতে পারেন, তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা আপনাদের কাছে গোলমেলে মনে হচ্ছে। আপনারা আসল সত্যটা জানতে চান। প্রকৃত অবস্থা আরও খারাপ হলেও তা খোলাখুলিভাবে বলার প্রয়োজন নেই।

- আপনি যদি তার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে সেটাও তাকে জানান এবং কখন উত্তরটা দিতে পারবেন, তা-ও জানান।

## সোর্স বা সূত্র সম্পর্কে কী জানতে চান

কী ধরনের মানুষের সঙ্গে আমরা কাজ করছি? যে ব্যক্তি বা যারা আমাদের সূত্র, তারা কী কারণে বা উদ্দীপনায় কথা বলার জন্য সাড়া দেবেন? অথবা আমাদের সঙ্গে কথা বলার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তারা কি শুধু তাদের কাহিনি বলার জন্যই আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, নাকি আমাদের অন্য কোনো দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করছেন? ব্রিটেনের গোয়েন্দা বিভাগ সুইডেনের এসটিভি নেটওয়ার্কের মতো একটি ত্রিকোণ রেখাচিত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের জন্য। আপনি এই রেখাচিত্র ব্যবহার করলে নিচের বিষয়গুলো মনে রাখবেন।

## অনুপ্রেরণা বিষয়ে

একটি নির্দিষ্ট অনুপ্রেরণা ঠিক কেমন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সেটা কতটা বোধগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

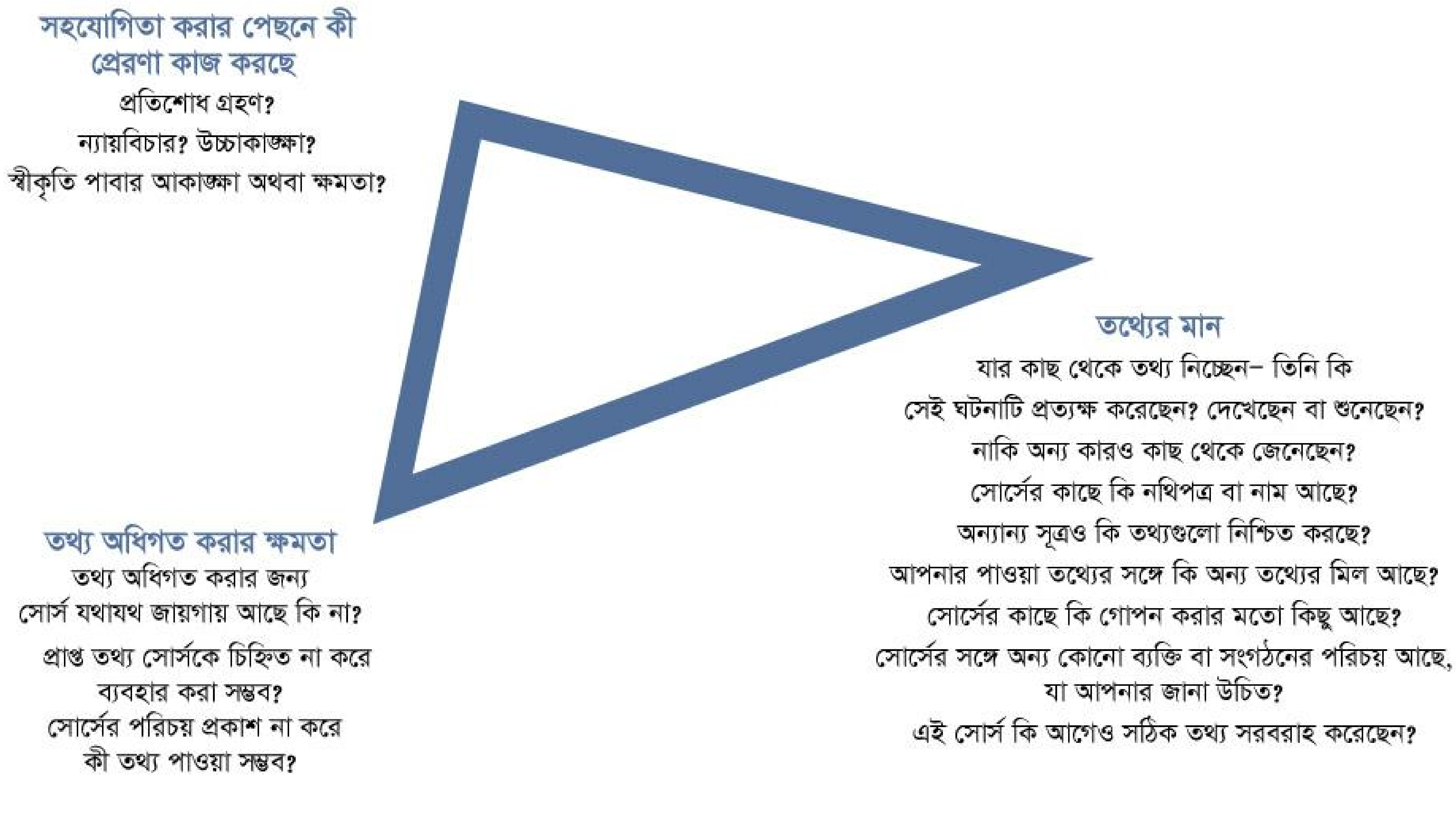

### তথ্যের মান বিষয়ে

একটি সংবাদ প্রতিবেদনে উচ্চপর্যায় থেকে পাওয়া তথ্যকেই সবচেয়ে বেশি মানসম্পন্ন বলে ধারণা করা হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা ধারণা করে থাকেন, কোনো একটি উচ্চপর্যায়ের সূত্র প্রকৃত সত্যের চেয়ে নিজস্ব অথবা সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে বেশি সচেতন থাকেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে যে বা যারা কোনো সংগঠনে অপেক্ষাকৃত নিচের পর্যায়ে আছেন, তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বেশি মানসম্পন্ন হওয়ার কথা। এ ধরনের মানুষেরা ব্যক্তিগত উচ্চাশা অথবা সংগঠনের লক্ষ্য হাসিল করার জন্য সচেষ্ট থাকেন না।

### সোর্সের তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ে

উল্লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায়, বেশির ভাগ অনুসন্ধানে সবচেয়ে আদর্শ সোর্স বা সূত্র একটি সংগঠনের বাস্তবায়ন অথবা পরিকল্পনা স্তরের মধ্যম সারির একজন কর্মী। জরুরি নথিপত্র সাধারণত তাদের কাছে সহজপ্রাপ্য একটি বিষয় হয়ে থাকে। তবে সংগঠনের নীতিগঠন এবং তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের খুব বেশি ভূমিকা থাকে না। এ ধরনের ব্যক্তিরা আসলে তাদের সংগঠনে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকেন।

তাই এ ধরনের কোনো সূত্র যখনই আপনাকে কোনো তথ্য দেবেন, আপনার প্রথম প্রশ্ন হবে, 'এ বিষয়ে আর কে জানে?' তাকে আপনার ব্যাখ্যা করে জানাতে হবে, এমন কোনো তথ্য আপনি উদ্ধৃত করতে চান না, যা সোর্সের পরিচয়কে প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে। আপনি যদি সোর্সের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় গোপন তথ্য পেয়ে যান, তাহলে সেই তথ্যের পাশে একটি চিহ্ন দেবেন, যা এই তথ্য উদ্ধৃতযোগ্য নয় বলে বোঝাবে। এই কথা আপনি সোর্স বা সূত্রকে জানিয়ে রাখবেন। এভাবে বুঝিয়ে দেবেন আপনি তাকে রক্ষা করার উপায় নিয়ে ভাবছেন। শেষ পর্যন্ত আপনাকে এ কাজটি করে যেতে হবে।

## ৩. আপনার ভূমিকা নির্বাচন

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আপনি দুটি ভূমিকা পালন করতে পারেন–

### বিশেষজ্ঞ

একজন বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকের বিভিন্ন প্রশ্নের বেশির ভাগ উত্তরই জানা থাকে। ভিন্ন আরেকটি বিশেষজ্ঞ সূত্র বা সোর্সের কাছ থেকে পাওয়া কৌশলগত তথ্যের ব্যাখ্যাও তারা দিতে পারেন। এ রকম বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকের সঙ্গে সমমাপের কোনো সূত্রের কথোপকথন তাই কখনো কখনো সাধারণ মানুষদের জন্য অনুধাবন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কখনো আমরা সূত্র বা সোর্সকে বলতে শুনি, *'বিষয়টি সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে এ রকম কারও সঙ্গে আলোচনা করতে ভালো লাগে। কারণ, তখন আমি নিজেও আমার ভাবনাগুলো প্রকাশ করতে পারি।'*

তবে জোর করে বিশেষজ্ঞ বনে যাবার দরকার নেই। কারণ, সাক্ষাৎকারের শেষে গিয়ে যদি প্রকাশিত হয়, বিষয়টি নিয়ে আপনি যতটা জানেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে কম জানেন, তাহলে লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

## নিরীহ বা সরল ব্যক্তি

সোর্সের সঙ্গে কথা বলার সময় সহজ ও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে। কারণ, একজন সাংবাদিককে কখনো নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হতে পারে, যাতে সোর্স ধরে নেন তিনি ওই বিষয় সম্পর্কে কম জানেন এবং তার মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ আছে। তবে সাংবাদিকের এই ভূমিকা কখনোই প্রমাণ করে না, তিনি কম জানেন। আমেরিকার টেলিভিশন চ্যানেলে একসময় 'কোলাম্বো' নামে একটি গোয়েন্দা ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হতো। সেই ধারাবাহিকটি দেখার কারও অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি মনে করতে পারবেন সেই গোয়েন্দা চরিত্রটির কঠিন কঠিন প্রশ্নের পাশাপাশি সরল প্রশ্ন করার বিষয়টি। সাংবাদিককে সোর্সের সামনে একধরনের অভিনয় করতে হবে এ কারণেই যাতে সোর্স বুঝতে না পারেন, ওই সাংবাদিক ইতিমধ্যে কতটা জানেন এবং প্রকৃতপক্ষে কী জানতে চাইছেন।

সাংবাদিককে একটি সাক্ষাৎকারের সূচনা করতে হবে একেবারে সরলভাবে। আর সাক্ষাৎকার যত এগোতে থাকবে, সাংবাদিকের দক্ষতা তত প্রকাশ পাবে। যদি সোর্সকে আচমকা ধরাশায়ী করা আপনার লক্ষ্য না হয়ে থাকে, তবে লক্ষ রাখবেন, সোর্স যেন কখনোই মনে না করেন, আপনি তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন।

# সাক্ষাৎকার নেওয়ার কলাকৌশল

সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রিপোর্টারের নিজস্ব কৌশল থাকে এবং অনেকেই সেসব কৌশল পরিবর্তন করেন না। কিন্তু একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে অন্য সহকর্মী রিপোর্টার ছাড়াও পুলিশ, উকিল, বিপণনকর্মী এবং অডিটরদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। মনে রাখবেন, এ ধরনের পেশার মানুষদের একটি বড় কাজ হলো প্রশ্ন করা। তাদের কাছে জানতে চান, কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা কীভাবে সাড়া দেন? তাদের জীবনের লড়াইয়ের গল্পটাও মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সাক্ষাৎকার নেওয়ার কলাকৌশল একজন সাংবাদিকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনও ঘটায়। আপনি যখন আপনার নিজস্ব দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাবেন, তখন এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত। এখানে আমাদের পছন্দের কিছু কলাকৌশলের কথা উল্লেখ করা হলো।

## ১. গিফট অব নিউজ

গণমাধ্যমে একটি বিষয় নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর রিপোর্টাররা তাদের অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যথেষ্ট পরিমাণ নথিপত্রও পাওয়া যায়। কিন্তু এই নথিপত্রগুলোতে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকে। সংশ্লিষ্ট সূত্রকে ইন্টারভিউ করার আগে নথিপত্রগুলো দেখান। তাকে এগুলো পর্যালোচনা করতে বলুন যাতে আপনি বুঝতে পারেন কোন তথ্যগুলো সঠিক। সত্য আপনার বেখেয়ালি সহকর্মীদের চেয়ে আপনার কাছে বেশি মূল্যবান, তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

## ২. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন

রোলিং স্টোন নামের একটি প্রখ্যাত ম্যাগাজিনে আমাদের এক সহকর্মী লিখেছিলেন, একবার তিনি টেলিভিশনে উপস্থাপক হিসেবে বিখ্যাত রকসংগীতশিল্পী মিক জ্যাগারের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কারণ, তিনি আগে থেকে সে বিষয়ে অবগত ছিলেন না। তিনি নিজের ওপর এতটাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন যে ওই দিনটি খুব গরম হওয়ার পরেও মিক জ্যাগারকে তিনি ঠান্ডা পানীয় পরিবেশন করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

আমরা যখন জ্যাগারের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ পাই, তখন আমরা তাকে গরম চা পরিবেশন করেছিলাম। চা পরিবেশন শুধু আমাদের সৌজন্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আমরা তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাদের সুবিধাজনক একটি জায়গায় আছেন এবং সেটা তার পরিচিত, নিজস্ব জমিন নয়। জ্যাগার অবশ্য আমাদের চায়ের প্রশংসা করেছিলেন এবং আমাদের সাক্ষাৎকারের কাজও ভালো হয়েছিল।

মনে রাখবেন, একটি সাক্ষাৎকার সব সময়ই সোর্স আর আপনার মধ্যে একধরনের সংগ্রাম। কোথায় বসে বা দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকার নেবেন, সে জায়গাটি আগে ঠিক করুন। আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গাটা বেছে নিতে হবে আপনাকেই। সাক্ষাৎকারের কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তাকে কখনোই আপনার রেকর্ডার বা নোটবই নাড়াচাড়া করতে দেবেন না (এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে)। এ রকম ঘটলে তাদেরকে বলবেন, আপনি যেহেতু তাদের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছেন না, তারাও আপনার কাজের জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করুক, আপনি সেটা পছন্দ করেন না।

সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে কখনোই বলবেন না, 'আমি কি আপনার সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করতে পারি?' আপনি বলবেন, সাক্ষাৎকারটি যাতে সঠিকভাবে গ্রহণ করা যায়, সে জন্য আপনি রেকর্ড করছেন।

রেকর্ড করার যন্ত্রটি চালু করে দিয়ে প্রথমেই ওই দিনের তারিখ, স্থান এবং সাক্ষাৎকারদাতার নাম রেকর্ড করবেন। সোর্সের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি থাকলে সাক্ষী হিসেবে আপনি একজন সহকর্মীকে উপস্থিত রাখতে পারেন। সোর্সকে জানাবেন, সাক্ষাৎকার সঠিকভাবে নথিভুক্ত হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য আপনি সহকর্মীকে হাজির রেখেছেন।

## ৩. দূরত্ব বজায় রাখতে শিখুন

কেউ কেউ সাংবাদিকতা পেশা বেছে নেন বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের মাধ্যমে প্রতিপালিত হতে। এ রকম হতেই পারে। কিন্তু একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের যদি একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হয়, তাহলে তার বরং বাড়িতে কুকুর পোষা ভালো। কথাটা এ কারণে বলা, আপনি যদি সোর্স বা সূত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তাহলে নিজেই সমস্যায় পড়বেন। কারণ, কখনো কখনো আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারী হিসেবেও আবির্ভূত হতে পারেন।

একটি কথা মনে রাখবেন, ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সব সময় যতটা নির্দোষ মনে হয়, তারা তা না-ও হতে পারেন। অনেক সময় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোনো রাজনীতিবিদও নিষ্ফলা বলে প্রমাণিত হতে পারেন। কখনো একটি শিল্পকারখানার কর্ণধার কর্মীদেরকেই বিপদাপন্ন করতে পারেন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনারও ডুবে যাওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

## ৪. সোর্সের নিজস্ব প্রতিরোধকে তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা

পৃথিবী বিখ্যাত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচ্চি আর হেনরি কিসিঞ্জার সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। আমেরিকা এবং বিশ্বরাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ এক ক্রীড়নক কিসিঞ্জারের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে ফালাচ্চির মতো পৃথিবী বিখ্যাত সাংবাদিক যে বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কীভাবে তিনি সেই সাক্ষাৎকারের মাঝেই কিসিঞ্জারকে শায়েস্তা করেছিলেন, সে গল্প বেশ চমকপ্রদ।

কিসিঞ্জার ফালাচ্চির সাক্ষাৎকারে এসে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি (ফালাচ্চি) কি কিসিঞ্জারের প্রেমে পড়বেন কি না? প্রশ্ন শুনে ফালাচ্চি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল নারীদের বিষয়ে হেনরি কিসিঞ্জারের দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা আছে; তিনি হয়তো মেয়েদের সহ্য করতে পারেন না। ফালাচ্চি এ-ও বুঝেছিলেন, যে মানুষটি একজন সাংবাদিককে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় অপমান করতে পারেন, তিনি অন্তত তার কাছ থেকে কোনো ধরনের করুণা পাবার যোগ্য নন।

সেই সাক্ষাৎকারে ফালাচ্চি কিসিঞ্জারকে নানা ধরনের উল্টোপাল্টা বিকল্প প্রশ্ন ছুড়ে দিতে শুরু করেন। পাশাপাশি মেয়েলি এবং কৌশলী প্রশ্ন ছুড়ে তাকে বিব্রত করতে থাকেন। (একটি প্রশ্ন ছিল এ রকম, আমি নভোচারীদের যে ধরনের প্রশ্ন করেছি, তা আপনাকেও করতে চাই। চাঁদের মাটিতে হাঁটার পর আপনি কী করবেন?)। ফালাচ্চির এ ধরনের প্রশ্নে হেনরি কিসিঞ্জারের মতো মানুষও কথার ভারসাম্য হারিয়েছিলেন সেদিন। সেই সাক্ষাৎকার থেকে ফালাচ্চি যে তথ্য সেদিন বের করে এনেছিলেন, তা ক্ষমতার একেবারে কেন্দ্রের একটি দরজাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

ফালাচ্চির মতো হোন: ক্ষমতাধর মানুষেরা যখন ন্যায্য আচরণ করেন না, তখন তাদের প্রতি কোনো দুর্বলতা রাখবেন না মনে। তাদের দুর্বলতার জায়গা পেয়ে গেলে আঘাত করুন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন কোনো একজন জনব্যক্তিত্বের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা যায়, তিনি ন্যায়নীতি নিয়ে বড় গলায় কথা বলতে পছন্দ করেন, তখন রেকর্ড ঘেঁটে এমন তথ্য বের করুন, যা তার লোকদেখানো অবস্থানের বিপরীত, যাতে বোঝানো যায় তার কথার সঙ্গে কাজের গরমিল আছে।

## ৫. সোর্সকে অবাক করে দিন

সুপরিচিত কোনো জনব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার করার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে, আপনার আগে একই বিষয়ে তারা একাধিকবার সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকতে পারেন। আপনি সেই বাস্তবতা মাথায় রেখে সাক্ষাৎকার করার পরিকল্পনা করলে নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। আগে কী করা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করে নতুন কিছু করার চেষ্টা করুন।

অনেক সময় একজন রিপোর্টার বিস্ময়করভাবে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি অন্যমনস্ক থাকেন। বিখ্যাত রকসংগীতশিল্পী মিক জ্যাগারের জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যা নিয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়নি। সেখানে তিনি কীভাবে সুর তৈরি করেন, সে বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি আনন্দিতই হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

## ৬. সোর্সের কাছ থেকেও বিস্মিত হতে শিখুন

রিপোর্টাররা সব সময় তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকেন। আর সোর্স বা সূত্রকে ইন্টারভিউ করার সময় তাদের এই তাড়াহুড়া প্রকাশ পায়। বেশির ভাগ সময় তারা এমনভাবে কিছু প্রশ্ন করেন, যেখানে সোর্স কোন বিষয়টাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন, তা প্রকাশ করার সুযোগ পান না। এ ধরনের অভ্যাস এড়াতে সোর্স কোন বিষয়টির ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

একেবারে নির্দিষ্টভাবে বললে, সাক্ষাৎকার করার সময় লক্ষ করবেন সোর্স কখনো আপনাকে বলছেন, তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার ধারণা, আপনি তাকে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করতে ভুলে গেছেন। এ সময়ে আপনি যদি বলেন, সেই প্রশ্নটি নিয়ে পরে কথা বলবেন, তাহলে ভুল করবেন। আপনার তখন সোর্সের কাছে জানতে চাইতে হবে, তিনি কী বিষয়ে বলতে চাইছেন? এটাই সঠিক পদ্ধতি। দেখবেন, তার সেই কথার মধ্য দিয়ে আপনার সামনে বের হয়ে আসবে একেবারে ভিন্ন একটি স্টোরি, যা হয়তো আপনার হাতে থাকা স্টোরিটির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

## ৭. সোর্সকেও মাথা ঘামাতে দিন

সাক্ষাৎকারে কখনো কখনো কালানুক্রম বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো ঘটনার আপনি যদি কালানুক্রমিক বিবরণ চান, সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সোর্সকে পুরো ঘটনার ভেতর দিয়ে আবার নিয়ে যাওয়া। এতে করে আপনি ঘটনার একটি ধারাবাহিক বিবরণের পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ের বিশদ বিবরণও পাবেন। যেমন ঘটনাস্থলে কে ছিল এবং কী বলেছিল)। একজন সোর্স বা সূত্র খুব কমই একটি ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারেন। প্রথমবার তিনি যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে পরের বিবরণের মিল পাওয়া যায় না। তাই তাদের স্মৃতিকে উদ্দীপিত করে তাদের ভেতর থেকে বেদনাময় অভিজ্ঞতার পুরোটা বের করে আনতে হয়। এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে আপনার স্টোরি বদলে গেলে বিস্মিত হবেন।

## ৮. অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করুন

নাটকের মঞ্চে যে সংলাপ উচ্চারিত হয়, তাকে 'নাটকের পাণ্ডুলিপি' বলা হয়। কিন্তু এই সংলাপের অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। ইংরেজি ভাষায় একে 'সাবটেক্সট' বলা হয়। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কখনোই সূত্র বা সোর্সের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে উপেক্ষা করা যাবে না। বিশেষভাবে আপনি যা করবেন:

- কথা শোনার সময় সূত্রের কণ্ঠস্বরের ওঠানামার দিকে লক্ষ রাখবেন। এই ওঠানামার মধ্য দিয়ে তার অন্তর্নিহিত ভয়, উদ্বেগ বোঝা যাবে।
- আপনার সোর্স কখন অস্পষ্ট, ক্ষীণ কণ্ঠে এবং কথায় নতুন কোনো তথ্য যোগ না করে কথা বলছেন, সেটাও লক্ষ রাখতে হবে। (যদিও কথার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু এই স্মৃতিচারণার ভেতর দিয়ে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হতে হবে)
- আপনি প্রশ্ন করেননি অথচ আপনার সূত্র সে বিষয়ে কথা বললে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। বুঝতে হবে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন অথচ সে জায়গাটি নিয়েই আপনি কাজ করতে চাইছেন। যদি কোনো রেকর্ডারে আপনি সাক্ষাৎকারটি ধারণ করেন, তাহলে যখন কাজ শেষ করে আবার পুরো বক্তব্য শুনবেন, তখন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।

## ৯. সোর্সকে আপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন

মনে রাখতে হবে, কখনো সাক্ষাৎকারে সোর্সের দেওয়া বিশেষ তথ্যের চেয়েও রিপোর্টারের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সময়ের যাত্রায় এই সম্পর্ক দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া এবং দায়বদ্ধতা তৈরি করে। এই সম্পর্কের সূচনায় কোনো অনুসন্ধানী সাংবাদিকের মনে হতে পারে, তিনি সোর্সের একান্ত জগতে প্রবেশ করে ফেলছেন। আর তাতে একধরনের অপরাধবোধ কাজ করতে পারে তার মধ্যে। এই ধারণা থেকে তিনি বা তারা সোর্সকে এড়িয়ে চলতে শুরু করতে পারেন।

কিন্তু এটা ভুল ধারণা। সূত্র বা সোর্সকে এড়িয়ে চলার বদলে তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করুন। তাকে ফোন করে তথ্য বিনিময় করুন অথবা সর্বশেষ খবর জানতে চান। সোর্স ভালোভাবে অবগত আছেন এমন কোনো বিষয়ে তাকে মন্তব্য করতে অনুরোধ জানান। সোর্সের কাছে আপনার অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

এভাবে কাজ করতে করতে সোর্সকে আপনার কাজের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করুন। তাকে আপনার কাজের অগ্রগতি, আপনার বিকাশ সম্পর্কে জানান। তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এবং তার অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যবহার করে সোর্সকে স্টোরি প্রকাশের সুফলের একজন ভাগীদার হিসেবে তৈরি করে ফেলুন। আর এতে সোর্স কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার পরামর্শক হয়ে উঠতে পারে।

## ১০. আপনার টুকে নেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে নিন

সাক্ষাৎকার নেওয়া শেষ হলে দ্রুত বের হয়ে আসুন। পরবর্তী পনেরো মিনিট আপনার নোট বইতে টুকে নেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখুন আর কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে ভুলে গেছেন কি না। সাক্ষাৎকার শেষে বের হয়ে আসার পর সোর্সের কিছু মানসিক অবস্থা, অস্পষ্টতা আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সেগুলো মনে করে লিখে ফেলুন।

## ১১. যখন সম্ভব হবে বিশ্রাম নিন

রিপোর্টাররা সংবাদের সংক্ষিপ্ত আদান-প্রদানে অভ্যস্ত। তাই সোর্সের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথন তাদের জন্য স্নায়ুচাপ তৈরি করতে পারে। তারা হয়তো কখনোই এক বা দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সাক্ষাৎকার নিতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু কোনো অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের আয়ু এক দিন পর্যন্ত গড়াতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে কাজ করতে করতে কখনো একজন রিপোর্টার বিরক্ত এবং বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেন। সে ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, যাতে সোর্স কোনো ধরনের দুর্ব্যবহারের শিকার না হন।

# অফ দ্য রেকর্ড, অন দ্য রেকর্ড অথবা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

অনেক সময় দেখা যায়, সোর্স বা সূত্র কোনো তথ্য বা বক্তব্য দিতে গিয়ে বলছেন, 'যা বলছি তা অফ দ্য রেকর্ড'। অর্থাৎ তার দেওয়া বা বলা তথ্যের সূত্র প্রকাশ করা যাবে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা অনেক সময় জানেন না, তারা কী বলছেন! দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক রিপোর্টারও এই 'অফ দ্য রেকর্ড' কথাটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র বা উদ্ধৃত করার বিষয়গুলোর কতগুলো শ্রেণিবিভাগ রয়েছে :

## অফ দ্য রেকর্ড

রিপোর্টার প্রতিশ্রুতি দেন, সোর্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য তিনি রিপোর্টে ব্যবহার করবেন না, যদি না অন্য কোনো সোর্স আলাদাভাবে তাকে সেই তথ্য দেয়। এমন ক্ষেত্রে প্রথম সোর্স, আর সেই তথ্য ব্যবহার না করার শর্ত আরোপ করতে পারবেন না।

## উদ্ধৃত করার জন্য নয়

রিপোর্টার সোর্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু তাকে সরাসরি সূত্র হিসেবে উল্লেখ না-ও করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সোর্স ও রিপোর্টার একমত হয়ে এ রকম লিখতে পারেন, 'বিচার বিভাগের উচ্চপর্যায়ের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র'।

## অন দ্য রেকর্ড

রিপোর্টার তথ্য ব্যবহার করতে পারেন এবং সোর্সকে উদ্ধৃতও করতে পারেন। কিন্তু যখন সোর্স বলেন, 'তিনি যা বলেছেন তা অফ দ্য রেকর্ড' তখনই ঝামেলার সূত্রপাত ঘটে। তার কথার আসল অর্থ দাঁড়ায়, তিনি চান রিপোর্টার তার দেওয়া তথ্য ব্যবহার করুক, কিন্তু সেখানে তাকে উদ্ধৃত করা যাবে না। এ রকম অবস্থায় সোর্সকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে, তিনি ঠিক কী চাইছেন? রিপোর্টার তার দেওয়া তথ্য ব্যবহার করবেন না অথবা তার নাম ব্যবহার করবেন না? সোর্স যদি জানান, তিনি চান না তার নাম উদ্ধৃত করা হোক, তাহলে রিপোর্টারের পরবর্তী প্রশ্ন হবে, 'এই তথ্য সম্পর্কে আর কতজন মানুষ অবগত আছেন, রিপোর্টে এসব তথ্য ব্যবহার করা হলে তারা কি টের পেয়ে যাবেন তথ্যগুলো সোর্সের কাছ থেকেই এসেছে?'

সোর্স যদি প্রশ্নের উত্তরে নেতিবাচক উত্তর দেন, তাহলে তার কাছে জানতে চাইতে হবে, তাকে রিপোর্টে কীভাবে উল্লেখ করা যাবে? কখনোই প্রশ্ন করা যাবে না, 'তাহলে আপনার পরিচয় আমরা কী দেব?'

সোর্স বা সূত্র কোথাও উদ্ধৃত হবেন বা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকে যাবেন, সেটা একান্তই তার সিদ্ধান্ত। আমরা কখনোই আশা করতে পারি না যে তারা তাদের পেশা এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে স্বনামে তথ্য সরবরাহ করবেন। আর তাদের নিরাপত্তার দিকটি বিচার করার ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই সবচেয়ে ভালো বিচারক। একজন রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে সোর্সের মতের প্রতি সম্মান দেখানো।

রিপোর্টে তথ্য এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে তা সোর্সের পরিচয়কে প্রকাশ না করে। নিছক জানা আছে বলে এমন কোনো প্রশ্ন করবেন না, যে বিষয়টি একজন অথবা হাতে গোনা অল্প মানুষ জানে। তাহলে তথ্যদাতার পরিচয় বেরিয়ে যেতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সোর্সের তথ্য ব্যবহার করার একটি ঝুঁকিও সব সময় থেকে যায়। এই ঝুঁকি রিপোর্টারকেও বহন করতে হয়। কারণ, রিপোর্টার যদি আইনগতভাবে কোনো ঝামেলায় পড়েন বা তার সাজা হয় রিপোর্ট করার জন্য, তখন তার কাছে স্টোরি করার শুভ ইচ্ছা বা তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের পথ থাকে না। এ কারণে আমরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার না করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকি। তবে এখানে কয়েকটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হলো:

- নথিপত্রের প্রমাণ অন্য সূত্রের কাছেও পাওয়া যেতে পারে।
- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের দেওয়া তথ্য অন্য কোনো পরীক্ষিত তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া উচিত।
- অতীতে সোর্সের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ।
- যদি সোর্সের দেওয়া তথ্যের ভিত্তি কোনো নথি হয়, এবং তিনি সেটি দিতে না পারেন, তাহলে নথিটি তার কাছে চাইতে হবে। কখনোই সোর্সকে কোনো নথির পুরোটা না জেনে সেখান থেকে কোনো তথ্য উদ্ধৃত করতে অনুমতি দেওয়া যাবে না। (ফ্রান্সে সেই সংক্রমিত রক্ত বিষয়ে রিপোর্টের সময় একজন সোর্স নথিপত্রের পুরোটা না জেনে উদ্ধৃত করায় লা মন্ড পত্রিকার হাসপাতাল প্রতিনিধি বড় ধরনের বিপদে পড়েছিলেন)।

নথিপত্রের প্রমাণগুলো যথাযথভাবে না পেলে আপনার আদি সোর্সের কাছে জানতে চান, তার বা তাদের নাম স্টোরিতে ব্যবহার করা যাবে কি না। এতে করে তার অংশের স্টোরিটি বলা হয়ে যাবে। আমরা যখন অনুমান করতে পারি একজন সোর্স নিজেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি প্রায় দিয়ে ফেলেছেন, তখন আমরা তাকে জানিয়ে দিই, তার নামসহ স্টোরিটি প্রকাশিত হবে। তবে আপনাকে অবশ্যই উদ্ধৃত অংশগুলো প্রকাশের আগে আরেকবার পর্যালোচনা করে নিতে হবে। আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে সে অংশগুলো ছেঁটে ফেলতে পারেন। তবে প্রায়শই একজন সোর্স কিছু তথ্যে নিজেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

# আবেগকে ব্যবহার করুন
## (কিন্তু আবেগতাড়িত হবেন না)

**এই অধ্যায়ে দুটি বিষয়ের যোগসূত্র আপনার চোখে পড়বে: আবেগের গুরুত্ব এবং সোর্স বা সূত্রের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের মনোবিজ্ঞান। এ বিষয়ের কিছু দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।**

### ১. কখনো আবেগই তথ্য

বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের নানা নিয়মের ভেতরে যেসব রিপোর্টার প্রশিক্ষিত হন বা কাজের ক্ষেত্রে যাদের অনেক তাড়াহুড়া থাকে, তারা প্রায়শই একটি বড় ধরনের ভুল করে থাকেন। তারা সোর্সের কাছ থেকে শুধু তথ্যই সংগ্রহ করতে আগ্রহী থাকেন, তাদের আবেগকে উপলব্ধি করতে চান না। আবেগ বিষয়টা তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এমনকি নিজেদের আবেগকেও তারা একই পাল্লায় মাপেন।

ডেভিড হালবারস্টাম তার আলোচিত বই 'দ্য পাওয়ার্স দ্যাট বি'-তে বিখ্যাত 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' বিষয়ক রিপোর্টটির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, ওয়াশিংটন পোস্টের অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুই তরুণ রিপোর্টার আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী স্টোরিটি করতে পেরেছিলেন। তারা দুজনেই তাদের সোর্সের ভীতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নিজেদের ক্ষেত্রেও তারা একই কাজ করেছিলেন। আর সেই ভয়ের অনুভূতিটাই তাদের জানান দিয়েছিল, তারা একটি বড় স্টোরি হাতে পেয়ে গেছেন।

আবেগ অন্তত আপনাকে জানিয়ে দেবে, কিছু একটা ঘটছে এবং যা ঘটছে, তা বড় ধরনের কিছু। আর এই অনুভূতি পথের দিকনির্দেশনাও দেবে।

***উদাহরণ***

*ফ্রন্ট ন্যাশনালের সভায় আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো দলটির ক্যাথলিক অংশের সদস্যদের সঙ্গে। তাদের বর্ণবাদী এবং সহিংস কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সেখানে সবাই অবগত ছিল। সেদিন ঘরের অন্য পাশে উপস্থিত আরও কিছু মানুষকে আমরা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। তারা কারা ছিল, আর আমরা কেন তাদের এড়িয়ে যাচ্ছিলাম? অনুসন্ধানে জানা গেল, তারা ছিল পৌত্তলিক এবং প্রাচীনকালের নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন ঈশ্বরের উপাসক। তাদের সহিংস কর্মকাণ্ড বাইবেলে উল্লেখিত দশটা আজ্ঞার বাঁধনে আবদ্ধ ছিল না। তারা ক্যাথলিকদের দলটির চেয়েও বেশি হিংস্র ছিল। আর তাই আমরা তাদের এড়িয়ে চলছিলাম। তারা পার্টির উচ্চপর্যায়ে আসীন ছিল এবং ক্যাথলিকদের সঙ্গে তাদের সংঘাত ছিল।*

*সেদিন যদি আমরা দলটিকে ভয় না পেতাম, তাহলে হয়তো অনেক তথ্য জানতে পারতাম না।*

### ২. সংবেদনশীলতার আন্তকরণ

ওপরে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি অনুসন্ধানে প্রাথমিক সূত্ররাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যাদের সহায়তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার জরুরি অগ্রাধিকার রয়েছে। অনেক সময় এমন হয়, একজন রিপোর্টারকে তার স্টোরি স্তরে স্তরে বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সোর্স বা সূত্রের বেদনা এবং ক্রোধকেও ধারণ করতে হয়। কিন্তু এ নিয়ে সোর্সের কাছে অভিযোগের সুরে কিছু বলা উচিত নয়। স্টোরি লেখার আগে একজন রিপোর্টার বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন। অবশ্য স্টোরি লেখার ভেতর দিয়ে তার এই আবেগাক্রান্ত অবস্থা দূর হয়ে যায়।

রিপোর্টার ক্রিসডি স্টুপ বেলজিয়ামের অধিবাসী। তিনি উত্তর ইউরোপে সেক্স ক্লাব এবং যৌনদাসীতে পরিণত হওয়া নারীদের নিয়ে একটি চমৎকার স্টোরির কাজ করেছিলেন। তখন তাকে প্রায় এক বছর পরিচয় গোপন রেখে সেসব স্থানে বসবাস করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, ওই বছরের শেষে এসে তিনি ভীষণ বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ তিনি বাড়ি থেকেও বের হতে পারেননি।

এ ধরনের মানসিক উপসর্গের ক্ষেত্রে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করাটা একটা সমাধান হতে পারে। দলের অন্য সদস্যরা একে অপরের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করে একটা ভারসাম্য তৈরি করতে পারেন। আপনার সম্পাদক যদি রিপোর্টারের এ ধরনের মানসিক অবস্থাকে বুঝতে না পারেন, তাহলে বলতে হবে তিনি অনুসন্ধানের কাজের সঙ্গে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। এ রকম অবস্থায় আপনাকে সহায়তার জন্য অন্য জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

### ৩. ফ্লাইপেপার উপসর্গ

গভীরতর অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত একজন রিপোর্টার তার সোর্স বা সূত্রকে যে বিষয়গুলো অনুপ্রাণিত, উত্তেজিত এবং পীড়িত করে, সেগুলোর বিষয়ে স্পর্শকাতর হয়ে ওঠেন। প্রক্রিয়াটি অনেকটাই পোকা মারার যন্ত্রের মতো, যেখানে পোকাগুলো উড়ে এসে আটকে যায়। রিপোর্টারের বেলায়ও এ রকম ঘটনা ঘটতে থাকে।

একজন রিপোর্টারের এ রকম হয়ে যাওয়ার একটি লক্ষণ হচ্ছে, তিনি তখন স্টোরির নানা দিক আবিষ্কারের সূত্র খুঁজে পেতে শুরু করেন, যা

তিনি আগে লক্ষ করেননি। এই উপসর্গের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, রিপোর্টারের শোনার প্রক্রিয়া পাল্টে যায়। তিনি তখন দূরবর্তী কোনো আলোচনা থেকে অস্পষ্ট দু-একটি শব্দ শুনেই ধারণা করতে পারেন, সেই আলোচনার কিছু তথ্য তার জন্য প্রয়োজনীয়। (আমাদের বেলায় এ রকম ঘটেছে, আপনারও হবে।)

এই স্পর্শকাতরতার অনুভূতিটা খুব অদ্ভুত প্রভাব ফেলতে পারে আপনার ওপর। আপনার জীবনীশক্তি বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি এই অনুভূতি আপনাকে অস্থিতিশীলও করে দিতে পারে। ধীরে ধীরে আপনি নিজের স্টোরির বাইরের পৃথিবীটা সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক, সে সম্পর্কে আপনার ধারণাটাও গুলিয়ে যেতে পারে। অথচ পৃথিবীর বেশির ভাগটাই কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে চলছে; কিন্তু আপনি তা মনে করছেন না। আপনার এ রকম মনে হওয়ার কারণ হলো, আপনি জীবনের ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ একটি অংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন বেশি।

এ রকম ধারণা যদি আপনাকে ঘেরাও করে ফেলে, তাহলে কিছুদিন স্টোরি বাদ দিয়ে অন্য কিছু নিয়ে ভাবুন।

## ৪. সন্দেহ এবং অস্বীকার

বেশ কয়েক বছর আগে আমরা একটি অনুসন্ধানের কাজ করছিলাম। প্রায় পাঁচ বছর ধরে চালিয়ে আসা অনুসন্ধানের একপর্যায়ে এসে আবিষ্কার করি, যারা আমাদের সোর্স হিসেবে কাজ করছেন, তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত। সেই সোর্সরা ছিলেন সম্মানিত এবং চমৎকার মানুষ। তখন তাদের সেই অপরাধ প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে বর্তায়। তারা সমাজে ক্ষমতাবান মানুষ হওয়ায় আমাদের পক্ষে সত্য বলাটাও ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সে রকম অবস্থায় স্টোরির সঙ্গে জড়িত কয়েকজন রিপোর্টার অসুস্থও হয়ে পড়েন। এ ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে একজন ন্যায়পরায়ণ রিপোর্টার সব সময় নিজের কাছেই প্রশ্ন করে জেনে নেন, অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য তার কাছে সব তথ্য আছে কি না এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তার চোখ এড়িয়ে গেছে কি না।

একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণ সত্য জানা এবং দেখার পর যেমন আপনার অসুস্থ হয়ে পড়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়, তেমনি অন্যদিকে আপনার মনের অপর অংশ ভাবতে থাকে, যা জেনেছেন তা পুরোপুরি সত্য নয়। এই দ্বৈরথ আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে যে, এ বিষয়ে সমস্ত তথ্য কখনোই আপনি পাবেন না।

একটি কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, স্টোরিটি প্রকাশিত হবার ফলে আপনি যতটা না খারাপ অবস্থায় পড়বেন, তার চেয়ে বেশি পড়বেন এটি প্রকাশ না পেলে। আপনি যতটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছেন, সেই পরিসীমার মধ্যেই থাকুন এবং স্টোরিটি প্রকাশ করে নিজের কাজকে সম্মান দেখান।

## ৫. আবেগকেও বস্তুনিষ্ঠ করুন

এ ধরনের আবেগময় প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করার জন্য অনুসন্ধানের কাজ করতে করতে আপনি নোটবইতে লিখে রাখতে পারেন। আপনার অনুভূতি এবং কোন বিষয়টা এ ধরনের অনুভূতির দিকে আপনাকে ঠেলে দিল, তা-ও লিখে রাখুন। কার সঙ্গে কথা বলেছেন? তারা কী বলেছে আপনাকে? তখন আপনার মাথায় কী চিন্তা ভর করেছে– এসবই আপনি নোট নিয়ে রাখতে পারেন।

এ রকম অনুভূতিগুলো একবার লিখে ফেললে তা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন।

লিখে ফেলা এই উপাদানগুলোর সত্যাসত্যও যাচাই করা যায়। সোর্সের সঙ্গে আপনার মিথস্ক্রিয়ায় বিশেষভাবে আপনার অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার বিপজ্জনক দিকগুলোও এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব। উদ্বেগ আর ভয় কোনো বিশেষ মুহূর্তে জাগরিত হয়। এ ধরনের আবেগ নতুন গবেষণার প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করে। আবার কখনো এ বিষয়গুলো আপনার বিচ্ছিন্নতাকেও ইঙ্গিত করে। যা-ই হোক না কেন, সমাধানের জন্য আপনি বন্ধু খুঁজতে পারেন, অথবা তথ্যগুলোকে যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করে নিতে পারেন।

## ৬. ভবিষ্যতের কথা ভুলবেন না

প্রায়ই দেখা যায়, স্টোরি প্রকাশিত হবার পর রিপোর্টার তার সোর্স বা সূত্রকে ভুলে যান। আপনি এ ধরনের সাংবাদিক হবেন না। স্টোরি প্রকাশিত হবার পর আপনি যদি সোর্সকে ভুলে যান, তাহলে তিনি বা তারা আপনাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ধরে নিতে পারেন। পরবর্তী সময়ে এই সম্পর্ক অব্যাহত রাখলে আপনি ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের জন্য সোর্সের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন। আপনি যদি এই কাজ করতে না পারেন, তাহলে কখনোই আপনার পক্ষে দক্ষ অনুসন্ধানী সাংবাদিক হওয়া সম্ভব নয়।

শেষে আরেকটি কথা বলতে হয়, সাংবাদিকতার ছাত্ররা অনেক সময় প্রশ্ন করেন, অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা কি শত্রু তৈরি করছেন? উত্তরে বলব, অবশ্যই। কিন্তু আপনি যদি কাজটা যথাযথভাবে শেষ করতে পারেন এবং মানুষের ও আপনার নিজের অধিকারকে সম্মানিত করতে পারেন, তাহলে সম্ভবত আপনার শত্রুরাও আপনাকে সম্মান করবে। এভাবে আপনি শত্রুর চেয়ে বন্ধু তৈরি করবেন বেশি এবং সম্ভবত সেই বন্ধুদের মানও হবে উন্নত।

# কাজ গোছানোর প্রক্রিয়া

অধ্যায় ৫

## তথ্য সংগঠন:
## কীভাবে নিজেকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবেন

**মার্ক লি হান্টার ও ফ্লেমিং তেত সেভিত**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি
সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য একটি অনুমান দাঁড় করিয়েছি
অনুমানের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছি
আমরা ব্যক্তিসূত্র খুঁজেছি
**ডেটা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি, যেন পরে পরীক্ষা, স্টোরিতে ব্যবহার এবং যাচাইয়ের কাজ সহজ হয়**

প্রথাগত রিপোর্টিংয়ের তুলনায় অনুসন্ধানী গবেষণায়
অনেক বেশি তথ্য অথবা উপাদান সংগ্রহ করা হয়।
একটি চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই তথ্য বা উপাদান কার্যকরভাবে
গুছিয়ে রাখা উচিত। গোছানোর প্রক্রিয়া লেখা এবং
তা প্রকাশের ব্যবস্থাপনার একটি অংশঃ

গবেষণা, কাজ গোছানো এবং তারপর লিখতে বসা–
প্রক্রিয়াটি এভাবে শুরু না করে গবেষণার পাশাপাশি তথ্য গোছানোর কাজ
শুরু করুন। সমস্ত তথ্য, দলিলপত্র হাতের কাছে গুছিয়ে রাখার প্রক্রিয়াটি
লেখা শুরু করতে সহায়তা করবে। গুছিয়ে রাখার কাজে যদি যথেষ্ট সময় না দেওয়া
হয়, তাহলে প্রকল্প শেষ করতে দ্বিগুণ সময় (কমপক্ষে) লাগবে। সময় না দেওয়ার
ফলে আপনার লেখায় ব্যাখ্যা দেওয়া এবং সেটাকে যুক্তির ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো
কঠিন হয়ে উঠবে এবং পুরো কাজটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে।

কাজের বিশৃঙ্খলায় আপনি নিজেও কাজের বিষয়ে সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন এবং
ক্ষিপ্ত হবেন। আপনার ওপর হতাশা ভর করবে।

এখানে আপনার প্রতিদিনের কাজে কিছু সহজ পদক্ষেপ
যুক্ত করা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

# আপনার নথিপত্র গুছিয়ে রাখুন

আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিনে প্রথমবার ছাপা হওয়া আমাদের একটি অনুসন্ধানী স্টোরিতে বেশ চমকপ্রদ তথ্য বাদ পড়ে গিয়েছিল। ওই স্টোরির একটি চরিত্র আদালতের কাঠগড়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ সেদিন আদালতে উপস্থিত ছিলাম না। এই ঘটনার ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের ক্লিপিংগুলোও আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ট্যাক্সিতে ব্রিফকেস ফেলে যাওয়ায় এক সহকর্মীকে তার অনুসন্ধান প্রকল্প বাতিল করে দিতে হয়েছিল। কারণ, ওই ব্রিফকেসেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ছিল।

এক ব্যক্তি একটি বিশেষ স্টাডি করেছেন, তা প্রমাণের জন্য আরেকজন সহকর্মী কাজ করছিলেন। প্রায় এক বছর ধরে প্রমাণের পেছনে ছোটার পর তিনি আবিষ্কার করলেন, স্টাডিটি তার ফাইলেই আছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া আপনাকে এ ধরনের ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি দেবে। অনুসন্ধানের সময় কাগজপত্র গোছানো থাকলে যে সুবিধাগুলো পাবেন:

- আপনার জানা থাকবে, আপনি কী ধরনের কাগজপত্র এবং নথি পেয়েছেন এবং তাতে কী ধরনের তথ্য (এই তথ্যগুলোকে মূল্যবান সম্পদ বলা যায়) আছে।
- আপনার জানা থাকবে হাতে পাওয়া মূল্যবান তথ্য বা সম্পদ কোথায় আছে এবং আপনি খুঁজলেই তা পেয়ে যাবেন (আপনার কাছ থেকে এসব তথ্য ৩০ সেকেন্ড সময়ের দূরত্বে রাখার চেষ্টা করুন)
- সমস্ত কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার কারণে আপনি আপনার হাতে থাকা বিভিন্ন ধরনের তথ্যের মাঝে যোগসূত্র তৈরি করতে পারবেন।

যদি আপনার জানা থাকে, আপনার হাতে কী ধরনের তথ্য আছে এবং দ্রুত আপনি সেই তথ্যভান্ডারে প্রবেশ করতে পারছেন, তাহলে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াটি নিজে থেকে কখনোই ভেঙে পড়বে না। ভবিষ্যতে অন্য কাজ করার সময়ও গুছিয়ে রাখা এই তথ্যগুলোই আপনাকে সহায়তা দেবে। বলতে পারেন কাজটা স্থায়ী একটি সঞ্চয় গড়ে তোলার মতো। এই কাজটা করা সম্ভব না হলে আপনার পেশা এবং কাজের মান ক্রমশ নিম্নগামী হবে।

তাই এই কাজকে কখনোই কম গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাববেন না। আপনার তথ্য এবং নথিপত্র দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য গুছিয়ে রাখার প্রক্রিয়ায় সময় ব্যয় করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ার দুটো অংশ আছে:

- প্রথম অংশটি খুবই স্পষ্ট। আপনার হাতে থাকা সব ধরনের নথিপত্রের জন্য আপনি একটি আর্কাইভ বা লাইব্রেরি তৈরি করবেন।
- দ্বিতীয় অংশটি কিছুটা অপ্রত্যক্ষ। আপনি একটি ডেটাবেস বা তথ্যের ভান্ডার তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্টোরিও পুনর্বিন্যাস করে নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবেন।

## ডেটাবেস বা তথ্যভান্ডার তৈরি করা

ডেটাবেস বা আর্কাইভ তিনভাবে তৈরি করতে পারেন– কাগজের ফাইল, ইলেকট্রনিক ডেটা অথবা উভয়ের সমন্বয় করে। তবে আপনি যদি তথ্যের ভান্ডার ব্যবহার না করেন, তাহলে তৈরি করার কোনো অর্থ হয় না। আপনার ডেটাবেসের কাঠামোটিকে হতে হবে শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী। আমরা এখানে একেবারে সাধারণ, কার্যকর এবং মৌলিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করছি।

### ক. নথিপত্র সংগ্রহ করুন

মনে রাখবেন, সোর্সের অফিসের কার্ডটিও একটি দলিল। একইভাবে অফিসের কোনো প্রতিবেদন, খবরের ক্লিপিং, ইন্টারভিউর নোট এবং প্রতিলিপিও প্রয়োজনীয় দলিল।

### খ. দলিল বা নথিপত্রে কী আছে, তা বিশ্লেষণ করতে সেগুলো পর্যালোচনা করুন

নথি বা দলিলে কোনো একটি অংশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে লাইনের নিচে মার্কার দিয়ে দাগ দিয়ে রাখুন। কোনো একটি দলিল বা নথি

যদি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তাহলে সেটির ফটোকপি বা ইলেকট্রনিক কপি করে রাখুন।

### গ. যদি দেওয়া না থাকে, তাহলে দলিল বা নথির একটি নাম বা নম্বর দিন

দলিল বা নথিতে কী বিষয়ে তথ্য আছে, তা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যেকোনো শিরোনাম দিতে পারেন। (ওয়েব পেজের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি ওয়েব পেজ প্রকৃত নামে সেভ করে রাখা আর আপনার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভের একটি সাধারণ সাইটে রেখে দেওয়া কখনো একই কথা হয়ে দাঁড়ায়। আপনি হয় নথিপত্রের শিরোনাম পরিবর্তন করবেন এবং ইউআরএলের ঠিকানাটি অন্য কোথাও লিখে রাখবেন, অথবা তথ্যটির বিষয়ে আপনার আগ্রহ তৈরি হলে কপি করে আরেকটি নথির মধ্যে সেভ করুন ইউআরএল রেফারেন্সসহ।)

সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, সাক্ষাৎকারদাতার নাম ব্যবহার করুন। যদি তিনি নিজেকে গোপন রাখতে চান, তাহলে কোনো একটি সাংকেতিক নাম ব্যবহার করুন।

### ঘ. দলিলপত্র ফাইলে রাখুন

দলিল বা নথি এমন একটি ক্রমানুসারে রাখুন, যেটি আপনার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। কাগজের ফাইল বা কম্পিউটারের ফোল্ডারে এসব তথ্য রাখার ক্ষেত্রে আমরা বর্ণাক্রমানুসারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমরা বিষয়ভিত্তিক ফাইল করার পদ্ধতির ওপরও গুরুত্ব দিই। একটা বিষয়ভিত্তিক ফাইল খুলে সেখানে একটি দলিল বা নথি রেখে পরে আরও তথ্য হাতে এলে অন্য উপশিরোনামে সেগুলো সেখানে রাখা যেতে পারে। বিষয়ভিত্তিক ফাইল করার ক্ষেত্রে আমরা তথ্যগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজাই। সর্বশেষে পাওয়া দলিলাদি প্রথম দিকে রাখি।

### ঙ. দলিল বা নথিপত্রগুলো কালানুক্রমিকভাবে পর্যালোচনা করুন

এই কাজটা মাসে একবার করলেই চলে। বিভিন্ন ধরনের দলিল বা নথিগুলো সঠিকভাবে ফাইলে রাখা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো একটি ফাইল যদি আপনার কাছে অচেনা ঠেকে, তাহলে সময় করে একবার চোখ বুলিয়ে নিন। আপনার এই সম্পদগুলো হালনাগাদ করাটাই একমাত্র কাজ নয়, আপনাকে জানতে হবে ফাইলে কী আছে।

### চ. দুটি ফাইলে একই তথ্য থাকলে বিনিময় করুন

ফাইল পর্যালোচনা করে যদি দেখা যায়, একটি বা একাধিক ঘটনা সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে এবং একটি পৃথক স্টোরি করার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সব কটি ফাইল থেকে প্রাসঙ্গিক সব তথ্য কপি করে একটি নতুন ফাইল তৈরি করুন। লক্ষ রাখতে হবে, আগের ফাইলে যেন কপি করা নথিপত্রের একটি করে প্রতিলিপি অবশ্যই থাকে।

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই একটি কৌশল অনুসরণ করে থাকে। কৌশলটির মূল বিষয় হচ্ছে: একটি দলিল বা নথি যখন অন্য আরেকটি দলিলের দিকে নির্দেশ করে (উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দুটি দলিলে যদি একই ব্যক্তির নাম উঠে আসে) তখন সেগুলোর একটি করে কপি দুটি ফাইলেই রাখতে হবে। এ ধরনের কৌশল পৃথক হয়ে থাকা তথ্যের টুকরোগুলোকে জোড়া দিতে সহায়তা করে।

### ছ. ব্যাক আপ রাখুন

যদি দলিল বা নথিপত্রগুলো স্পর্শকাতর হয়, তাহলে সেগুলো কপি করে আপনার অফিস বা বাড়িতে রাখবেন না। কপি রাখার জায়গায় আপনি ছাড়াও আপনার কোনো একজন সহকর্মীরও প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। স্পর্শকাতর তথ্য যেমন, খুব গোপন সোর্সের নাম, কম্পিউটারে রাখবেন না। কম্পিউটারে রাখা সব তথ্য নিরাপদ– এমনটা ভাবা ঠিক নয়।

# ডেটা বা তথ্য গোছানো: একটি মাস্টার ফাইল তৈরি করা

**আপনার হাতে থাকা মূল্যবান তথ্যগুলো একটি স্টোরিতে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্থহীন। শুরুতে যে অনুমান দাঁড় করিয়েছেন, তা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে স্টোরির একেবারে মূল বিষয় কোনটি। অনুমান আপনাকে গবেষণায়ও সহায়তা করবে। কিন্তু একটি সুন্দর গোছানো, ঝকঝকে স্টোরি লিখতে এই উপাদানগুলো কখনোই আপনাকে পর্যাপ্ত সাহায্য করবে না। এই কাজটি করতে আপনার প্রয়োজন আরেকটি অস্ত্র, আর তা হচ্ছে একটি মাস্টার ফাইল।**

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে মাস্টার ফাইলকে 'ডেটা বা তথ্যের সংরক্ষণাগার' বলা যেতে পারে। আপনি যেসব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার সবটাই আপনি এখানে জমা রাখবেন। এই সংরক্ষণাগারকে কখনোই বিশৃঙ্খল একটি গুদামখানায় পরিণত হতে দেওয়া যাবে না। আপনাকে ফাইলটির একটি সুশৃঙ্খল রূপ দিতে হবে। স্টোরির জন্য যেসব তথ্য আপনি ব্যবহার করতে পারেন, তার সবটাই একটি একক জায়গায় নির্দিষ্ট অবয়বে রাখতে হবে।

## ১. মাস্টার ফাইলের মূল কাঠামো

**ক.** আপনার কম্পিউটারে একটি নতুন ওয়ার্ড ফাইল অথবা ডেটাবেস ফাইল তৈরি করুন। আপনি যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সেভাবেই কাজটি করুন।

**খ.** আপনার সব তথ্য ডেটা ফাইলটিতে রাখুন

- এখানে তথ্য বা ডেটা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে সব তথ্য আপনার স্টোরি করতে প্রয়োজন হবে: আপনার সোর্স, সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি, তথ্যের সারসংক্ষেপ, নোট ইত্যাদি। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, এই ভান্ডারে সোর্সের তথ্য আগে রাখুন। তাতে বাকি তথ্য খুঁজে পেতে সহজ হবে।
- যদি সংগৃহীত ডেটা ইলেকট্রনিক মাধ্যম (ওয়েব পেজ, অনলাইন, স্ক্যান করা কোনো ছবি) থেকে পাওয়া হয়, তাহলে সেগুলো সরাসরি আপনার ফাইলে কপি করুন।
- যদি ডেটা বা তথ্যগুলো ইলেকট্রনিক মাধ্যমের পরিবর্তে কাগজপত্রে থাকে, তাহলে সেগুলো স্ক্যান করে আপনার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভে রাখুন। মনে রাখবেন, এ ক্ষেত্রে মূল কাগজপত্রগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মাস্টার ফাইলে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা রাখার সময় একটি হাইপারলিংক সংযুক্ত করুন। পাশাপাশি আপনি কোনো ওয়েব পেজ অথবা অন্য কোনো অনলাইন সূত্রকেও সংযুক্ত করতে পারেন।
- সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে কখনোই অলসতা করা উচিত নয়। অনুসন্ধানের এই পর্যায়ে আপনি যতটুকু সময় দেবেন, পরে আপনার এর চেয়ে অনেক বেশি সময় বেঁচে যাবে।
- আপনি ফাইলে যেসব ডেটা বা তথ্য রাখবেন, তার সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের সূত্র বিষয়ে সব তথ্যও জমা করতে হবে। প্রকাশিত সূত্র বা সোর্সের জন্য গ্রন্থপঞ্জির মতো সম্পূর্ণ তথ্যও উল্লেখ করতে হবে।
- সোর্সের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন। মাস্টার ফাইলে সোর্সের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনক্ষণ, সোর্স কী বলেছিল আপনাকে, আপনি সোর্সকে কোনো কথা দিয়েছিলেন কি না, এ ধরনের তথ্য সংযুক্ত করুন। যদি আপনার অনুসন্ধান কখনো বাধাগ্রস্ত হয়, তখন এসব তথ্য আপনার গভীর গবেষণা প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেবে।
- এখানে বড় সতর্কবার্তা হচ্ছে, সোর্সের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো তথ্য মাস্টার ফাইলেও রাখবেন না। মনে রাখবেন, আপনার কম্পিউটারে রাখা যেকোনো তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

**গ.** কোনো তথ্য ফাইল বা ফোল্ডারের মতো চিহ্নিত জায়গায় যদি রক্ষিত থাকে, তাহলে সেটির অবস্থান নোট করে রাখুন। এই কাজটা পরে আপনার ভীষণ উপকারে আসবে। ধরা যাক, কোনো একটি নথি বা দলিলের বিষয়ে আপনার মনে প্রশ্নের উদয় হলো। আপনি খুব সহজেই অনেক তথ্যের ভিড় থেকে সেই নির্দিষ্ট ফাইল বা ফোল্ডারটি খুঁজে বের করতে পারবেন।

আপনার আইনজীবী যদি স্টোরিটি প্রকাশিত হওয়ার আগে এর প্রমাণ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি তাদের হাতে প্রমাণ তুলে দিতে পারবেন। যেকোনো আইনজীবীর জন্য এটি খুবই ভালো অভিজ্ঞতা। আপনার বিরুদ্ধে যদি কোর্টে কোনো মামলা হয়, তখন আপনার পক্ষের উকিলের জন্যও এ ধরনের প্রমাণ হাতে পাওয়াটা খুব ইতিবাচক বিষয়।

**ঘ.** আপনি যখন কোনো ফাইল বা ফোল্ডারে ডেটা রাখবেন, তখন সেগুলোকে একেবারে প্রাথমিক ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিন। ডেটা বা তথ্য গুছিয়ে রাখার কাজটা করুন খুব সহজ কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা মেনে। ঘটনাগুলোর ক্রম অনুসারে জড়ো করুন। বিভিন্ন চরিত্র ঠিক যে ক্রম অনুসারে আপনার কাছে এসেছে, সেভাবেই তাদের প্রতিকৃতি বা জীবনীসংক্রান্ত সব তথ্য সাজিয়ে নিন।

**ঙ.** মাস্টার ফাইল তৈরি হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন ধরনের তথ্যের মধ্যে যোগাযোগ, ঘটনা অথবা সত্যের অস্পষ্ট ধারণাগুলো আপনার কাছে কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে। পাশাপাশি আপনার হাতে থাকা উপাদানগুলোর বহু লাইন এবং অনুচ্ছেদের অর্থও পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই অনুধাবনগুলো সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে মাস্টার ফাইলে চিহ্নিত করে রাখুন।

**চ.** মাস্টার ফাইলে ডেটা রাখার সময় প্রতিবার তারিখ দেওয়ার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ব্যবহার করুন (উদাহরণ হিসেবে মাস/দিন/বছর)। একই পদ্ধতিতে প্রতিবার নাম লেখার ক্ষেত্রেও তা অনুসরণ করুন। এভাবে চিহ্নিত না করা হলে মাস্টার ফাইলে কোনো কোনো তথ্য খুঁজতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন।

## ২. মাস্টার ফাইলকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা

মাস্টার ফাইলকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তথ্য রাখার কৌশলটি উদ্ভাবন করেছেন 'ড্যানিশ ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার অ্যাসিসটেড রিপোর্টিং (ডিআইসিএআর)'-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ফ্লেমিং সেভিত। ডেটা সংগ্রহ ও চিহ্নিতকরণের জন্য ওয়ার্ড ফাইল ব্যবহারের পরিবর্তে ফ্লেমিং তার নিজস্ব অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের সূচি এবং মাস্টার ফাইল তৈরির জন্য এক্সেল অথবা স্প্রেডশিট ব্যবহার করেছেন। পদ্ধতিটি সহজ: তিনি প্রথমে অনুসন্ধানের কাজের জন্য একটি স্প্রেডশিট তৈরি করেছেন। তারপর আলাদা আলাদা শিরোনামের অধীনে কতগুলো পৃথক পৃষ্ঠা সংযুক্ত করেছেন:

### ক. নথিপত্রের তালিকা

ফ্লেমিং নথিপত্র এবং তথ্য কালানুক্রমিকভাবে সাজাতে পছন্দ করেন। তাই তিনি সব ধরনের নথিপত্র সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কম্পিউটারে রাখা নথিপত্রে তিনি হাইপারলিংক এবং নথিপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ডেটা সাজাতে কলাম ব্যবহার করেছেন:

| নম্বর | তারিখ | হতে | বরাবর | আলোচ্য, বিষয়বস্তু, সাংকেতিক শব্দ | কোথেকে |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৫.০১.২০২১ | প্রেরকের নাম | প্রাপকের নাম | | ই-মেইল |
| ২ | | | | | চিঠি |
| ৩ | | | | | টেলিফোন |

### খ. সোর্সের তালিকা

এখানেই ফ্লেমিং তার সূত্র বা সোর্সদের তালিকা সংরক্ষণ করেন। ডেটা শিটটি দেখতে এ রকম (তার নাম ছাড়া এখানে তার বিষয়ে অন্যান্য তথ্য পাল্টে দেওয়া হয়েছে)

| নম্বর | পদ | ব্যক্তি | সংগঠন | ঠিকানা | পোস্টকোড | দেশ | ফোন-অফিস | ফোন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | এডিটর | ফ্লেমিং সেভিত | ডিআইসিএআর | অলফ পাম অ্যালে ১১ | ৮২০০ | ডেনমার্ক | +৪৫৮৯৪৪০৪৯৩ | +৪৫৮৯৪৪৪৮০ |
| ২ | | | | | | | | |
| ৩ | | | | | | | | |

### গ. কালানুক্রম

স্প্রেডশিটে অনুসন্ধানের সময় ঘটনাগুলোর ক্রম এবং সব সোর্সের যোগাযোগের ঠিকানা এভাবে প্রকাশিত হয়:

| তারিখ | সোর্স | সংগঠনের নাম | ঘটনা | বিষয়বস্তু, সাংকেতিক শব্দ | সোর্স |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫/০১/২০২১ | নাম | | ইন্টারভিউ... | দুর্নীতি, ইত্যাদি | |
| | | | মিটিং... | | |
| | | | নথিপত্র প্রাপ্তি... | | |

### ঘ. যোগাযোগের সূচি

| তারিখ | সময় | গবেষক | ব্যক্তি (সোর্স) | সংগঠন | যোগাযোগ | উত্তর | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫/০১/২০২১ | ১.২২ | নাম | নাম | নাম | হ্যাঁ | ইন্টারভিউ | দুর্নীতিবিষয়ক |
| | | | | | আবার ফোন করা ৬.১৫ মিনিট | | |
| | | | | | ই-মেইল: দুপুর ১.০৫ মিনিট | ই-মেইলের উত্তর | |

ফ্লেমিং বিভিন্ন ধরনের তথ্য পৃথক করার ব্যবস্থা করেছেন। অন্য যেকোনো রিপোর্টার (আমার মতো) হলে যাবতীয় তথ্য একটি ফাইলে রেখে দিত। এই পদ্ধতির একটি প্রধান সুবিধা হচ্ছে, একটি তথ্য একাধিক জায়গায় পাওয়া যায়। (এই পদ্ধতির সমস্যা হচ্ছে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়া)।

স্প্রেডশিটে কাজ করার আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে, এটি আপনাকে কোনো একজন ব্যক্তি অথবা বিষয় সম্পর্কে সব তথ্যসূত্র খুঁজে পেতে এবং এক জায়গায় করতে সহায়তা করে। এই কাজ আপনি ওয়ার্ড প্রসেসরে করতে পারবেন না।

আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, যে সফটওয়্যারে কাজ করতে আপনার সুবিধা হয়, আপনি সে মাধ্যমেই কাজ করুন যতক্ষণ সেটি আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারে। আপনার যদি ওয়ার্ড প্রসেসর অথবা স্প্রেডশিটে কাজ করতে সুবিধা হয়, তাহলে সেটাই ব্যবহার করুন।

## ৩. গোছানোর প্রক্রিয়া নিয়ে কেন এবং কখন ভাববেন?

সব স্টোরির পেছনে আপনাকে হয়তো এতটা পরিশ্রম সব সময় করতে হবে না। কিন্তু অনুসন্ধানে যেখানে কয়েক ডজন নথিপত্র আর সোর্স জড়িত, সেখানে যদি আপনি একটি মাস্টার ফাইল তৈরি না করেন, তাহলে একটা সময়ে আপনাকে অনুশোচনায় ভুগতে হবে।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং আর গতানুগতিক রিপোর্টিংয়ের মধ্যে বড় তফাত হলো, অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে জড়িত হয় প্রচুর তথ্য আর নানান সূত্র। এ ধরনের তথ্যের থাকে ভিন্ন ভিন্ন ধরন ও মান। এই পদ্ধতি আপনাকে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করতে সহায়তা করবে।

আপনি তথ্যের মানের উন্নতি ঘটাতে পারেন, কাটছাঁট করতে পারেন।

কখনোই ভাববেন না এই কাজগুলো এড়িয়ে গিয়ে অনেক দ্রুত কাজ করতে পারবেন। এড়িয়ে গেলে হয় আপনার গতি মন্থর হয়ে পড়বে অথবা আপনি মুখ থুবড়েও পড়তে পারেন। আপনার কম্পিউটারে এ ধরনের পদ্ধতি তৈরি করে নেওয়ার সুফলগুলো হচ্ছে:

- আপনি যখন লিখতে বসবেন তখন দেখবেন সমস্ত তথ্য বা ডেটা আপনার হাতের কাছে আছে এবং সব শেষে পাওয়া তথ্যটুকু ছাড়া বাকিটা আপনি ভুলে যাননি।
- তথ্য বা সত্য যাচাই করার সময় আপনার সমস্ত ডেটা এবং সোর্সের ঠিকানা একটা জায়গায় থাকবে, যা আপনার অনেকটা সময় বাঁচাবে এবং ক্ষোভ কমাবে।
- সংক্ষেপে বললে, আপনি অনেক দ্রুত এবং ভালো লিখতে পারবেন।

# ফাইলের মাঝে সংযোগ তৈরি

নথিপত্র সহজে সংগ্রহ করা, অনুসরণ করা এবং পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আপনি নিজের মনের সঙ্গে ডেটার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, সংগৃহীত ডেটা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়, যার উত্তর থাকে না। এভাবে আপনার আর্কাইভ আপনাকে জানিয়ে দেয়, কোন ডেটাগুলো আপনার হাতে নেই এবং আর্কাইভের কাজ শেষ করতে আপনার আর কী কী ডেটার প্রয়োজন। আপনি যখন অনুমানের সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন ডেটার বিষয়ে স্পর্শকাতর হয়ে ওঠেন, তখনই আপনি অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন কিছু আবিষ্কার করেন।

## নতুন যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ

### প্রথম পদক্ষেপ (সূচনা)

ফ্রন্ট ন্যাশনালের বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখি, তারা প্রায়শই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য মামলার মুখোমুখি হয়। তখন আমরা একটি অনুমান দাঁড় করাই যে, বিচারব্যবস্থা নিয়ে অ্যাকটিভিজম তাদের রাজনৈতিক কৌশলের কেন্দ্রে ছিল। আমরা তাদের এই বিচারিক জটিলতাবিষয়ক নথিপত্র, কোর্টের কাগজপত্র এবং খবরের কাগজের ক্লিপিং সংগ্রহ করি।

### দ্বিতীয় পদক্ষেপ (বৈচিত্র্য)

আমাদের হাতে তথ্যের পরিমাণ বাড়তে থাকলে আমরা সেগুলোকে বিভিন্ন ধরন অনুযায়ী বিভক্ত করি। সেখানে ছিল ভোট জালিয়াতির অভিযোগ, ফ্রন্ট সদস্যদের ভয়ংকর সহিংস অপরাধ।

### তৃতীয় পদক্ষেপ (কেন্দ্রবিন্দু)

সহিংস অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল নব্য-নাৎসিদের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মাথা কামানো ছিল। এ ধরনের ব্যক্তিদের পাশ্চাত্যে 'স্কিন হেড' বলা হয়। দলটির মুখপত্ররা অস্বীকার করলেও আমরা এ ঘটনা থেকে এই অনুমান করি যে এদের সঙ্গে নব্য-নাৎসি আন্দোলনের যোগাযোগ আছে। আমরা নাৎসিদের বিষয়ে একটি নতুন ফাইল তৈরি করেছিলাম।

পরে আমরা এমন রিপোর্টও পেয়েছিলাম, দুজন স্কিন হেড সদস্য এবং ফ্রন্ট ন্যাশনালের কাউন্সিল প্রার্থী একজন বড় চুলের ব্যক্তিকে বেসবল খেলার লাঠি দিয়ে এমনভাবে প্রহার করেছিল যে ওই ব্যক্তি পঙ্গু হয়ে যায়। আমরা সেই আক্রান্তের আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করি।

### চতুর্থ পদক্ষেপ (যোগসূত্র আবিষ্কার করা)

সেই আইনজীবী আমাদের জানান, ওই ঘটনার সঙ্গে আরেকটি হামলাকারী দল জড়িত ছিল। কিন্তু তাদের কখনোই চিহ্নিত করা যায়নি। নতুন তথ্য অনুযায়ী এই দলটি ছিল সেই পেগান বা পৌত্তলিকদের (এই ক্ষেত্রে, যারা নর্স দেবতাদের উপাসনা করেন)। আমরা ফ্রন্ট ন্যাশনালের পেগান গুপ্ত দল সম্পর্কে আরেকটি ফাইল তৈরি করি। স্কিন হেড দলের ফাইল থেকে আমরা সেখানে বাড়তি তথ্য যোগ করি। আর এই সব তথ্য এবং ফ্রন্ট ন্যাশনালের ভেতরকার সূত্র থেকে অনুমানে পৌঁছাই যে, স্কিন হেডদের সঙ্গে ফ্রন্ট ন্যাশনালের যোগাযোগের সূত্র ছিল পেগানরা।

### পঞ্চম পদক্ষেপ (পর্যালোচনা এবং পুনর্বিন্যাস)

পেগানদের আত্মগোপনে থাকা দল এবং স্কিন হেড আর ফ্রন্ট ন্যাশনালের সদস্যদের সহিংস তৎপরতার মাঝে সংযোগ খুঁজে বের করতে আমরা বিভিন্ন ফাইল থেকে নানা ধরনের তথ্য এক জায়গায় করি। আমাদের হাতে থাকা তথ্যের মধ্যে ছিল, স্কিন হেডদের বিষয়ে ফ্রন্ট ন্যাশনালের কর্মকর্তাদের ইন্টারভিউ, ফ্রন্ট ন্যাশনালের বিভিন্ন প্রকাশনার ক্লিপিং, পেগানদের ইন্টারভিউ এবং অন্যান্য মূল্যবান তথ্য।

এই ফাইল সহিংস হামলার ঘটনার বিশদ বিবরণ এবং পেগানদের আত্মগোপনকারী অংশ, স্কিনহেড আর ফ্রন্ট ন্যাশনালের মাঝে সম্পর্ক প্রকাশ করতে একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

## পর্যালোচনা:
## গোছানোর প্রক্রিয়ার অস্ত্র এবং মূলনীতি

**১. নির্দিষ্ট বিন্দুতে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য নথিপত্র, ক্লিপিং গুছিয়ে রাখা।**

**২. ডেটাগুলো যেভাবে সংগৃহীত হয়, সেভাবেই তাদের নাম দেওয়া, পর্যালোচনা করা।**

**৩. মূল্যবান তথ্য, তথ্যসূত্র একটি একক জায়গায় সংরক্ষণের জন্য মাস্টার ফাইল তৈরি করা।**

**৪. গবেষণা এবং ভবিষ্যতে আরও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ফাঁকফোকর চিহ্নিত করার জন্য গোছানোর প্রক্রিয়া ব্যবহার করা।**

**৫. পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ফাইলের ডেটার সঙ্গে অন্যান্য ফাইলের ডেটা মিলিয়ে দেখা।**

# লেখা

## অধ্যায় ৬

# অনুসন্ধান বিষয়ে লেখা

**মার্ক লি হান্টার**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি

সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য একটি অনুমান দাঁড় করিয়েছি

অনুমানের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছি

আমরা ব্যক্তিসূত্র খুঁজেছি

ডেটা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি, যেন পরে পরীক্ষা, স্টোরিতে ব্যবহার এবং যাচাইয়ের কাজ সহজ হয়

**আমরা সেই ডেটাকে বর্ণনায় সাজিয়েছি এবং স্টোরি লিখেছি**

একটি অনুসন্ধানী স্টোরি লেখার সঙ্গে সাধারণ সংবাদ প্রতিবেদন লেখার কোনো মিল নেই। আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি কাজ গোছানোর গুরুত্ব; কারণ, এটি গবেষণাকে লেখার একটি অংশে পরিণত করে। চূড়ান্ত স্টোরি লেখার সময় প্রয়োজন হয় ভিন্ন কৌশল আর সৃজনশীল রীতির। এ ধরনের কৌশল আর রীতি সাধারণ সংবাদ প্রতিবেদন তৈরিতে প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। একজন রিপোর্টার অনুসন্ধানমূলক স্টোরি লেখার সময় উপন্যাসের উপাদানের শক্তি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু স্টোরিতে তিনি কখনোই উপন্যাস লিখতে পারবে না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রিপোর্টারের আবেগও তার লেখায় জায়গা করে নেয়।

# রচনাশৈলীর উপাদানসমূহ

## ১. নিষ্প্রাণ হবেন না

বেশির ভাগ সাংবাদিক ভাবতে অভ্যস্ত যে, একজন রিপোর্টারের দায়িত্ব হলো সত্য তুলে ধরা এবং পাঠক ও দর্শককে নিজেদের মতো করে উপসংহারে পৌঁছাতে দেওয়া। রিপোর্টারের কণ্ঠস্বর বা আবেগ ব্যবহার করে সত্যকে করে তুলতে হবে সাদামাটা। এ ধরনের পন্থা ছাড়া অন্যভাবে স্টোরিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যাবে না।

এ ধরনের পন্থা সচেতন ও যথাযথভাবে ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু রিপোর্টারের আবেগ, ব্যক্তিত্ব আর মূল্যবোধ তার লেখায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও বেশ অদ্ভুত মনে হয়। কখনো রিপোর্টের অর্থকে আত্মস্থ করতে দর্শক বা পাঠককেও তাদের অনুভূতির সীমা বিস্তৃত করতে হয়। তারা যা দেখছেন বা শুনছেন, তার প্রভাব নানান কৌণিকে অনুভব করতে হয়। তা না হলে বিষয়টি তারা বুঝতে পারবেন না। একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক যদি তার পাঠক বা দর্শককে এই সুযোগ দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে উদ্দেশ্য সম্পাদনে তিনিও ব্যর্থ হবেন।

একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টারকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠও হতে হয়। শতভাগ সৎ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকে একটি বিশেষ অবস্থায় সমস্ত তথ্য বিবেচনা করতে হবে। তবে এই নিরপেক্ষতা কখনোই তথ্য বা সত্যের পরিণতি নিয়ে উদাসীন থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, অনুসন্ধানী সাংবাদিককে আবিষ্কৃত সত্য অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হবে। এ কারণেই অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা রিপোর্টাররা বস্তুনিষ্ঠ নয় বলে অভিযোগ করতে ভালোবাসেন। রিপোর্টার আবিষ্কৃত সত্য অথবা তথ্য অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন বলেই তারা এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেন। অনুসন্ধানী রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সংস্কার। পৃথিবীকে সংস্কার করার এই আকাঙ্ক্ষাটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তির বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।

যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা হোক না কেন, বস্তুনিষ্ঠ সত্য বা তথ্য, যা-ই বলি না কেন, তা নিয়ে কারও প্রশ্ন করার কিছু নেই। এই সত্য বা তথ্য আপনাকে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। তবে মনে রাখতে হবে, এই বস্তুনিষ্ঠ সত্য বা তথ্য আপনার লক্ষ্য নয় কখনোই। দর্শক বা পাঠকেরা কিন্তু শুধু তথ্য জানতে চান না। তারা অর্থবহতাও সন্ধান করেন। স্টোরিটি গুরুত্ব বহন করে এবং রিপোর্টার তা অনুভব করতে পেরেছেন– এই বিষয় দুটি দর্শক বা পাঠক যে অর্থবহ দিকটি স্টোরিতে অনুসন্ধান করেন, তার অংশ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্টোরিটা এমনভাবে বলতে হবে, যাতে তা মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তা তথ্য সমর্থিত হয়।

রিপোর্ট লেখার সময় বেশির ভাগ সাংবাদিক রচনাশৈলী নিয়ে বেশি মাথা ঘামান। আমরা বিশ্বাস করি, রচনাশৈলী বিষয়টা যার যার নিজস্ব বিষয়। লিখতে লিখতে সময়ের ব্যবধানে রচনাশৈলী গড়ে ওঠে।

আপনাকে লক্ষ রাখতে হবে, লেখার কৌশল বা শৈলী যেন কখনোই বিষয়কে অতিক্রম করে না যায়। তাতে বিষয় গুরুত্ব হারায়। মনে রাখা প্রয়োজন, সহজ রচনাশৈলীকে খুব সহজেই জটিল করে তোলা যায়, কিন্তু লেখার জটিল কৌশলকে সহজ রূপ দেওয়াটা কঠিন। আপনার নিজস্ব রচনাশৈলীর কবলে কখনোই আটকে যাবেন না। ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট লেখার আসল কৌশল হচ্ছে ছন্দ। রচনাশৈলী নিয়ে বেশি ভাবনা এই ছন্দকে ধীর করে দিতে পারে।

## ২. সন্দেহের বিপদ

বিত্তবান এবং শক্তিশালী সোর্সরা বেশির ভাগ রিপোর্টারকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। কোনো কোনো রিপোর্টারের নিজেদের যোগ্যতার ওপর বিশ্বাস না থাকার পেছনে বিষয়টি অন্যতম কারণ। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে তারা মনে করেন, নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, সামাজিকভাবে সংযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সঙ্গে তারাও যুক্ত হতে পারবেন।

এ ধরনের মানসিকতা অনুসন্ধান কাজের ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এই প্রবণতা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। প্রতিবছর আমি যেসব সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্টোরি করার জন্য একটি ভালো বিষয় নির্বাচন করেন, চমৎকার গবেষণার কাজও করেন কিন্তু তারপর নিজেদের আবিষ্কারের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেন।

কখনো দেখা যায় একজন রিপোর্টার এমন সত্য আবিষ্কার করে ফেললেন, যা তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তখন তিনি উচ্চ পদে আসীন একজন সোর্সের মুখ দিয়ে বলানোর চেষ্টা করেন, যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা সঠিক নয়। সেই সোর্স জ্ঞান এবং সতর্কবার্তা মিশিয়ে যা বলেন, রিপোর্টার সেই বক্তব্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করেন।

উদাহরণ হিসেবে একজন ডাক্তারের মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়া যায়। ডাক্তার ভদ্রলোক হাসপাতালে গর্ভপাত বিষয়ে রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, অনিশ্চয়তার বোধ কখনো কখনো কোনো দম্পতিকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে, যা কারও জন্য গ্রহণযোগ্য, আবার কারও জন্য নয়।

এখানে সেই ডাক্তারের মন্তব্য শুনতে ভালো লাগলেও তা শেষ পর্যন্ত কিন্তু রিপোর্টারের আবিষ্কৃত তথ্যকে অস্বীকার করছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সেই হাসপাতালে দম্পতিরা নয়, চিকিৎসকেরাই গর্ভপাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছিলেন। ডাক্তারের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে সেই রিপোর্টার তার অনুসন্ধানের কাজই বন্ধ করে দেন। তাই নিজেকে সন্দেহ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

একজন রিপোর্টার সচরাচর আরেকটি ভুল করেন। প্রথমেই তিনি তার স্টোরির লক্ষ্যবস্তু কোনো ব্যক্তির ওপর আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং স্টোরির শেষ লাইনে এসে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে উপসংহার টানেন 'প্রকৃতপক্ষে তিনি এত খারাপ নন' এ ধরনের লাইন লিখে। রিপোর্টারের মনের অবচেতনে একধরনের ভয়, অন্যদের অনুমোদন চাওয়াই তাকে দিয়ে এ ধরনের রিপোর্ট লিখিয়ে নেয়। আপনি যদি সত্যটা আবিষ্কার করে থাকেন, তাহলে তা লিখে ফেলুন। রিপোর্টার হিসেবে কখনোই সোর্সের কাছ থেকে আশ্বাসের বাণী শুনতে চাইবেন না। কারণ, সোর্স আপনাকে যুগপৎভাবে কখনো বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রশংসা করবেন আবার আপনাকে বোকাও ভাবতে পারেন।

## ৩. নিষ্ঠুর হোন, নোংরা নয়

একটি অনুসন্ধান পরিচালনা এবং তা শেষ করার প্রক্রিয়ার ভেতরে মানসিক চাপ কাজ করে। অনেকটা সময় এই চাপ অনুভব করতে করতে ক্লান্তি, হতাশা এবং কখনো ক্রোধের অনুভূতি রিপোর্টারকে গ্রাস করতে পারে। এ ধরনের মানসিকতার জন্ম হয় আত্মরক্ষার কৌশল থেকে। রিপোর্টারের এ ধরনের মানসিকতা দর্শক এবং সোর্সের কাছে তার দুর্বলতাকেই ইঙ্গিত করে। আপনি মানহানির মামলার মুখোমুখি হলেও সোর্সের কাছে অসৎ হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

রিপোর্টে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে, লেখায় তাকে অপমান করা উচিত নয়। আপনার খসড়া লেখাটি আবার ভালোভাবে পাঠ করে এ ধরনের কোনো উপাদান থাকলে তা বাদ দিন।

# রচনাশৈলীর পটভূমি তৈরি করতে আদর্শ মডেল ব্যবহার করুন

বর্ণনামূলক আখ্যানশিল্পের প্রায় সব ধরনের সমস্যাই কোনো না কোনো প্রতিভাবান লেখক সমাধান করেছেন। সমাধান করতে গিয়ে তারা কখনো অন্য কারও কৌশল এবং সংস্থান থেকে ধার নিয়েছেন বা অনুসরণ করেছেন। (উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্বয়ং উইলিয়াম শেকসপিয়ারও অন্য নাট্যকার অথবা ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে তার নাটকের প্লট ধার করেছেন।) কাজটি করার জন্য আপনাকে প্রতিভাবান না হলেও চলবে। অনুকরণীয় কোনো মডেল খুঁজে বের করার কাজটা আপনার গবেষণারই একটা অংশ। তথ্য অনুসন্ধানের মতো আপনি এ ধরনের মডেলও অনুসন্ধান করতে পারেন।

একটি নির্দিষ্ট স্টোরি নিয়ে কাজ করার সময় সাহিত্য বা অন্য ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক রচনাশৈলীতে দখলে আছে, এমন লেখকদের চিহ্নিত করুন, যারা আগে তাদের লেখায় এ ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের লেখায় যে দিকগুলো আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সে জায়গাগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। কারণ, দীর্ঘ বিবরণমূলক লেখার ক্ষেত্রে কাজটি করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের লেখার সব কৌশল এবং তথ্য আপনার পক্ষে এক জায়গায় করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিচারিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, অনেক সময় এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষতিকর ঘটনা ঘটে যায়। এ রকম জটিল বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করা তোলার কাজটি শাশ্বতও বটে। বিশ্বখ্যাত কথাশিল্পী বালজাক তার 'স্প্লেন্ডার্স অ্যান্ড মিজারিস অব কোর্টিজানস' গ্রন্থে এ ধরনের কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছেন।

রিপোর্টারের স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে, অসংখ্য চরিত্র নিয়ে কাজ করতে হয় তাকে। কথাসাহিত্যিকদের মতো একজন রিপোর্টার চাইলেই সহজতর গদ্য লেখার জন্য ঝামেলাপূর্ণ কোনো কোনো চরিত্র ছেঁটে বাদ দিতে পারেন না। ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক অ্যান্টনি ট্রোলোপ তার উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্র নিয়ে এসেছেন ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে। এই চরিত্রদের ছোট ছোট দৃশ্যে বিভক্ত করে বিপুলসংখ্যক চরিত্র নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করেছেন।

রোমান ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাস এবং সিউটনিয়াস যথাক্রমে প্রকৃত তথ্যভিত্তিক সাহিত্যিক গদ্যের রচনাশৈলী এবং রাজনৈতিক পোর্ট্রেটের একটি ধরন তৈরি করেছেন। চলচ্চিত্র পরিচালক কিং ভিডর অভিনয়, চলচ্চিত্র পরিচালনা এবং সম্পাদনার কাজে ছন্দোবদ্ধ কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

আমাদের কথা হচ্ছে, যে ধরনের কাজের রীতি আপনার কাছে বেশি পরিচিত এবং সুবিধাজনক, সেটাই আপনি ব্যবহার করুন। শুধু নৈপুণ্য নয়, শৈল্পিক দিকটিও পর্যালোচনা করুন এবং সেখান থেকে যা প্রয়োজন, তা গ্রহণ করুন। তবে মনে রাখবেন, যেখান থেকে যা-ই গ্রহণ করেন, সেটার উল্লেখ করতে হবে।

# লেখার কাঠামো নির্ধারণ: কালানুক্রমিক অথবা অভিযাত্রা?

একটি গতানুগতিক স্টোরি বা রিপোর্টের কাঠামো তৈরি হয় সাংবাদিকতার বিখ্যাত "ফাইভ ডাব্লিউ'স" বা ৫টি প্রশ্ন– কে, কী, কখন, কোথায় এবং কেন-এর ওপর ভিত্তি করে। অনুসন্ধানী রিপোর্ট এই কাঠামোটিকে ছাড়িয়ে যায়। অনুসন্ধানী স্টোরি পাঁচটি প্রশ্নের উপাদানগুলোকে আরও গভীর এবং বিস্তৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। অনুসন্ধান এমন সব চরিত্রকে যুক্ত করে একটি শিরোনাম বা মতামতসংবলিত স্টোরির বাইরেও যাদের উদ্দীপনা, শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ইতিহাস রয়েছে। ঘটনাটি এমন জায়গায় ঘটে, যেখানকার একটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র এবং নিজস্ব ইতিহাস থাকে। অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া আমাদের অতীতের এমন একটি সময়কে প্রকাশ করে, যেখানে স্টোরিটির সূচনা হয়েছিল, এমন একটি বর্তমানকাল সামনে নিয়ে আসে যেখানে ঘটনাটি উন্মোচিত হয়েছে এবং এমন ভবিষ্যৎ যেখানে উন্মোচনের ফলাফল পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে বলা যায়, এটি একটি সমৃদ্ধ আখ্যান। আপনি এটিকে কাজে লাগাতে চাইলে একটি কাঠামো তৈরি করুন।

## একটি সমৃদ্ধ ভাষ্যকে কাঠামোগত ভিত্তি দিতে দুটি প্রাথমিক পথ আছে:

- একটি কালানুক্রমিক কাঠামো যেখানে প্রতিটি ঘটনাতে সময়কাল উল্লেখ থাকবে এবং এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে একটি ঘটনা পরের ঘটনাটিকে প্রভাবিত করে।
- অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের মতো (পিকারেস্ক) কাঠামো, যেখানে চরিত্রগুলো যেখানে যেখানে যাবে, সেসব জায়গার ওপর ভিত্তি করে আখ্যানটি সজ্জিত হবে। সেখানে প্রতিটি অধ্যায়ই হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারণ, প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই সুসংহতভাবে সেখানে একটি ছোট আখ্যানের আকারে নেবে।

এ ধরনের কাঠামোর ক্ষেত্রে হোমার রচিত দুটি গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসি থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। ইলিয়াডে ট্রয়ের যুদ্ধের বিবরণ এসেছে ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে কালানুক্রমিকভাবে। অন্যদিকে ওডিসিতে ঘটনাপ্রবাহের বিবরণের ক্ষেত্রে সময়ের চেয়ে কাহিনি যেসব জায়গা দিয়ে অতিক্রম করেছে, সেগুলোই চরিত্রের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করেছে।

## এ দুটি কাঠামোর যেকোনো একটি আপনার স্টোরির জন্য লাগসই

কাঠামো নির্বাচন বিষয়টি হাতে কী ধরনের উপাদান আছে, তার ওপর নির্ভর করে। কিছু একটি স্টোরি নির্দয় হাতে ভবিতব্যকে উদ্ঘাটন করে। এ ধরনের স্টোরি অবশ্যই কালানুক্রমিকভাবে লেখা উচিত। আবার কিছু স্টোরিতে এমন বিস্ময়কর জায়গার বিবরণ পাওয়া যায়, তা আপনার অনুভূতিকে বিস্মিত করে। আর এই বিস্ময়কর জায়গার বিবরণে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে, যা আগে আপনি লক্ষ করেননি। এ ধরনের স্টোরিতে অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের মতো করে লেখার কাঠামো লাগসই হবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, আমরা ফ্রন্ট ন্যাশনাল নিয়ে স্টোরি লেখার সময় অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের কাঠামোর কৌশল কাজে লাগিয়েছিলাম। ফ্রন্ট ন্যাশনালের প্রতিপক্ষের অভিযোগ ছিল, এই সংগঠনটি (ফ্রন্ট ন্যাশনাল) বিরোধীদের আন্দোলনকে বুলডোজারের মতো ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। ফ্রন্ট ন্যাশনাল এ রকম একটি আগ্রাসী দল হলে সে ক্ষেত্রে কালানুক্রমিক লেখার কৌশল বেশি কার্যকর হতো আমাদের জন্য। কিন্তু দলটির আন্দোলন ছিল মূলত নানামুখী। তাই আমরা লেখার সময় অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের কাঠামো-কৌশল ব্যবহার করেছিলাম।

## প্রতিটি কাঠামোর কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা আছে

যদিও অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের কাঠামো স্টোরিতে ব্যবহার করে আপনি স্টোরির সম্ভাবনা এবং বিন্যাস সম্পর্কে সহজে ধারণা করতে পারবেন, কিন্তু কালানুক্রমিক কাঠামো ঘটনার শিকড় সন্ধানে অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কোনো স্টোরি করার আগেই মাথায় পূর্বধারণা নিয়ে সেটাকে কোনো কাঠামোতে ফেলা উচিত নয়। এই কৌশল আপনার কাছে সঠিক বা খুব স্বাভাবিক মনে হলেই তা করা যাবে না। এখানে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মাইকেল মুরের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি সাধারণভাবে গল্প বলার ক্ষেত্রে অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের কাঠামো-কৌশলের ওপর নির্ভর করেন। তার কাহিনি বর্ণনা দেখলে মনে হয়, একজন ব্যঙ্গাত্মক আগন্তুক অদ্ভুত এক দেশে ভ্রমণ করছে। এই কৌশল তার পরিচালিত বেশির ভাগ চলচ্চিত্রে ছিল সফল। কিন্তু 'ফারেনহাইট ৯১১' সিনেমায় এই কৌশল তেমন কাজে আসেনি। কারণ, সেখানে তিনি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশের পরিবার এবং সৌদি রাজপরিবারের মাঝে গড়ে ওঠা সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু সে সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। এখানে কালানুক্রমিক লেখার কৌশল বেশি কার্যকর হতো।

লেখার উপাদানকেই বলতে দিন, স্টোরির অভিযাত্রা কী সময়ের হাত ধরে হবে, না কোনো জায়গা বিশেষে। এই সিদ্ধান্ত যখন নিয়ে ফেলবেন, তখন আপনি এবং আপনার কম্পিউটার লেখার একটি উপরিকাঠামো তৈরি করার কাজ শুরু করতে পারবেন।

# কালানুক্রম তৈরি ও ব্যবহার

**অ্যারিস্টটল তার 'পোয়েটিকস' বইতে বলেছেন, সব বিবরণমূলক লেখার আদি, মধ্য ও অন্ত থাকে। এই প্রখ্যাত দার্শনিকের বক্তব্য মূল্যবান হলেও সেটি সাংবাদিকতার গদ্য লেখার মূল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে না।**

শুরুতেই কিন্তু আমরা জানতে পারি না স্টোরির শেষটা কী হবে। ধরা যাক, আমরা একটি খুনের ঘটনার অনুসন্ধান করছি। কিন্তু এই ঘটনায় কে বা কারা কারাগারে যাবে, সে সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি যারা জানতে চান এবং আশা করেন, আমরা এমন কিছু জানাব, যা তাদের জন্য এখন গুরুত্বপূর্ণ। স্টোরির সূত্রপাত কোথায় হয়েছিল, তা জানার চেয়ে তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্টোরির সাম্প্রতিক অগ্রগতি।

একটি অনুসন্ধানমূলক লেখা সাধারণত আমরা শুরু করি বর্তমান সময় থেকে। তারপর আমরা স্টোরিটির অতীতে অর্থাৎ কোন পর্যায়ে থেকে আমরা এখানে এলাম, তা তুলে ধরি। অতীত থেকে আমরা আবার বর্তমানে ফিরি, যাতে পাঠক সহজে স্টোরিটি অনুধাবন করতে পারে। তারপর আমরা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ এরপর স্টোরিটি কোন পরিণতিতে পৌঁছাবে, তা বর্ণনা করি।

এই অতীত-বর্তমান, ভবিষ্যৎ বর্ণনার কাঠামোটি তিনটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেয় যেগুলোর উত্তর, একজন পাঠক রিপোর্টারের কাছ থেকে আশা করেন।

- পাঠক হিসেবে এই স্টোরিকে কেন গুরুত্ব দেব?
- এই ভয়ংকর অথবা চমৎকার ঘটনাটি কেন ঘটল?
- এই ঘটনার অন্ত কোথায় এবং তা কীভাবে হবে?

বর্ণনামূলক আখ্যান কাঠামো দীর্ঘ সময় ধরে সাংবাদিকতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি বেশ কার্যকর কৌশলও। কিন্তু এটি আপনাকে ব্যবহার করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে কালানুক্রমিক নীতিটি অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ, এটিকে আপনি পুনর্গঠন করতে পারেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা একটি খুনের মামলার বিষয়ে ফিচার রিপোর্ট লিখছি, যার সূচনা হচ্ছে ভবিষ্যতে অর্থাৎ সেখানে দেখানো হচ্ছে, নিহতের নিরপরাধ বাবা-মাকে আসামি হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে এসে স্টোরিটি চলে যায় ঘটনার অতীতে যেখানে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ কীভাবে গণমাধ্যমকে ভয়ংকর সব অনুমান নির্ভর তথ্য সরবরাহ করছে। স্টোরিটি এসে শেষ হচ্ছে বর্তমান সময়ে যেখানে মামলাটি খারিজ করা হয়েছে তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে।

বিপরীতভাবে একটি স্টোরি যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেই অতীতকাল থেকেই সূচনা করতে পারেন এবং সোজা সেই প্রশ্নটির কাছে পৌঁছাতে পারেন, 'যে কারণে ঘটনাটি ঘটেছে সেটার পরিসমাপ্তি কীভাবে হবে?' তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপনার স্টোরির মর্মস্থল যে প্রশ্নটির উত্তর দেবে তা হচ্ছে, 'এ রকম ঘটনা কীভাবে ঘটল?'

যখন আপনি স্টোরির কাঠামোতে উপাদানগুলো কালানুক্রমিক বিন্যাসে সাজাবেন, তখন দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

- সূচনাটাই এমন চমকপ্রদ হতে হবে, যা আপনার দর্শককে আটকে ফেলবে। টেলিভিশনে সম্প্রচারিত একটি স্টোরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দৃশ্যটি হাতে আছে, সেটিকেই শুরুতে রাখতে হবে। দৃশ্যটি বর্তমান সময়ে কোনো ব্যক্তির দুঃখ-যন্ত্রণাকে তুলে ধরতে পারে। এটি অতীতের কোনো মুহূর্ত হতে পারে যেখান থেকে অনেক কিছুই চিরকালের জন্য পাল্টে গিয়েছিল। আবার দৃশ্যটি ভবিষ্যতের কোনো দুঃসময়ের চিত্রও হতে পারে, যা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তবে দৃশ্যটিতে যে উপাদানই থাকুক না কেন, তা দেখে দর্শকের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে হবে, 'এ রকম ঘটনা ঘটল কীভাবে।'
- দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দর্শককে স্টোরিতে বিভিন্ন সময়কালের ভেতর দিয়ে ঘুরপাক খাওয়ানো যাবে না। ধরা যাক, আপনি একটি গাড়ি চালাতে গিয়ে আপনার যাত্রীদের নিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকেন, তারা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। দর্শকদের যদি আপনি কোনো ঘটনার অতীতে নিয়ে যেতে চান, তাহলে সেখানে পর্যাপ্ত সময় অবস্থান করে কী ঘটেছিল, তা তুলে ধরুন। তারপর আপনি বর্তমানে ফিরে আসুন। ২০০৮ সালের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে এক লাফে ১৯৯৫ সালে চলে যাবেন না। আবার ২০০৬ থেকে ১৯৮২ সালে ফিরবেন না। এই কালানুক্রমিক বিবরণ যতটা সম্ভব সরল এবং সরাসরিভাবে উপস্থাপন করবেন। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম তখনই ঘটবে, যখন অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের কাঠামো বা পিকারেস্ক কৌশল অবলম্বনে কোনো বর্ণনাকারী একই ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন কালে এবং স্থানে শুনবেন। আপনি যখন আপনার পুরো কাঠামোটি নির্বাচন করবেন, তখন এই পুরো বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

# মাস্টার ফাইলের ব্যবহার

মাস্টার ফাইলের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে? সেই ফাইলে আপনার সব নথিপত্রের সারসংক্ষেপ, প্রতিচিত্র, চিন্তা এবং নোটগুলো সংরক্ষিত রেখেছেন। এই সংরক্ষণের কাজটি আপনাকে সুবিধা দেবে। বিশেষ করে আপনি যদি আমাদের মতো স্টোরি লিখতে বসার আগেই একটি প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করে ফেলাটা অপছন্দ করেন।

## ১. মাস্টার ফাইলের সাহায্যে রূপরেখা তৈরি করা

- কম্পিউটারে রাখা মাস্টার ফাইলটি খুলুন এবং পুরোটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলুন।
- মাস্টার ফাইলের একটি সংস্করণ সম্পাদনার জন্য আলাদাভাবে কম্পিউটারে সেভ করুন।
- এখন আবার পুরোটা আরেকবার পড়ুন। এ সময় যে তথ্য বা উপাদানগুলো কাজে লাগবে না, সেগুলে ফেলে দিন।
- কাটছাঁট হয়ে গেলে পুরোটা আবারও পাঠ করুন।
- এবার তথ্য বা উপাদানগুলো কালানুক্রমিক বা পিকারেস্ক কৌশল– এই দুই পদ্ধতির যেভাবে ব্যবহার করা আপনার কাছে কার্যকর মনে হবে, সেভাবে একটি ক্রমে সাজিয়ে নিন।
- যতক্ষণ না আপনার মনে হবে, হাতে থাকা সকল উপাদান আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটি ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে, ততক্ষণ উল্লিখিত পদ্ধতি দুটি বারবার ব্যবহার করে কাজ করুন।

### অভিনন্দন

আপনি মাস্টার ফাইল থেকে নোট এবং ডেটা ব্যবহার করে স্টোরির প্রাথমিক একটি রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছেন। এখন এগুলোকে আপনি বিশদভাবে লিখে ফেলতে পারেন। কম্পিউটারে মাস্টার ফাইলের পৃষ্ঠাগুলো স্ক্রল করে দেখুন এবং লিখতে শুরু করুন। যে তথ্য বা উপাদান সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন, সেগুলোর প্রসঙ্গে পাদটীকায় অবশ্যই উল্লেখ করে রাখবেন। পরবর্তী সময়ে দেখবেন, এগুলো স্টোরির সত্যতা যাচাই এবং আইনগত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

## ২. মাস্টার ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দৃশ্য ধরে ধরে লেখা তৈরি করুন

স্টোরিতে যেসব দৃশ্য ব্যবহার করবেন, সেগুলোর জন্য শিরোনাম তৈরি করতে যদি পিকারেস্ক বা অধ্যায়ভিত্তিক উপন্যাসের গঠন কাঠামো অনুসরণ করেন, তাহলে এমনভাবে করবেন যাতেঃ

- প্রতিটি দৃশ্য স্টোরিকে সামনে এগিয়ে নিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে যখন দৃশ্যান্তর ঘটে, তখন আপনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কেন যাচ্ছেন, তার কারণ যেন স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

প্রতিটি দৃশ্যের জন্য উপযোগী উপাদান মাস্টার ফাইল থেকে এনে যুক্ত করুন। কয়েকটি বিষয় এখানে নিশ্চিত করতে হবেঃ যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে সে জায়গাটা কেমন, সেখানে কে বা কারা ছিল, তারা তখন কী করেছিল, তারা কী বলেছিল (সংলাপ) এবং আপনি এই বিষয়গুলো কীভাবে জেনেছেন। একটি দৃশ্যের কাঠামো তৈরি করতে এই উপাদানগুলো আপনার প্রয়োজন হবে।

একটি সত্যিকার অপরাধমূলক ঘটনার অনুসন্ধানের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। সেই অপরাধমূলক ঘটনায় দুজন সাক্ষী তাদের ঊর্ধ্বতনদের এ বিষয়ে সাবধান করেছিল। এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে, তারা তাদের অভিযোগ প্রমাণ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি কীভাবে ব্যবহার করেছিলঃ

‘ওই দুজন সাক্ষী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হুবার্ট লেভিয়াসের অফিস কক্ষে ঢুকে তার হাতে বিখ্যাত নিলামঘর ক্রিস্টির একটি ক্যাটালগ তুলে দেয়। তারা অভিযোগ করে, ক্রিস্টি মুরিল্লোর আঁকা এবং চোরাচালান হয়ে আসা একটি চিত্রকর্ম বিক্রি করছে। লেভিয়াস তাদের প্রশ্ন করেন, এই চিত্রকর্ম সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সে ছিল কি না, তার কোনো প্রমাণ তাদের হাতে আছে? অভিযোগকারী লাকোতে তখন তার হাতের ফাইল থেকে প্রায় জীর্ণ হয়ে আসা একটি কাগজ বের করে। সেই কাগজটি ছিল মুরিল্লোর ওপর লুভ জাদুঘরের পরীক্ষাগারে সংকলিত একটি প্রতিবেদন। কাগজটিতে সেখানকার সাবেক প্রধান সংরক্ষক মাজডিলিন হাওয়ার্সের স্বাক্ষর ছিল। তারিখ লেখা ছিল, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭৫ সাল।’

আপনার কাছে যদি স্টোরির প্রতিটি দৃশ্য তৈরি করার মতো যথেষ্ট উপাদান বা তথ্য না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্টোরি লেখার জন্য এখনো প্রস্তুত নন। এ রকম অবস্থায় আপনাকে রিপোর্টের কাজে আরও সময় ব্যয় করতে হবে এবং স্টোরিটিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে।

## ৩. স্টোরি > তথ্য

অনুসন্ধানী রিপোর্টারদের গোটা বিষয়টি সাজানোর ক্ষেত্রে একটি ধ্রুপদি ভুল বা ত্রুটি হচ্ছে, তথ্যের তলায় আমাদের চাপা দিয়ে ফেলা। এ ধরনের ত্রুটি দুটি কারণে ঘটতে পারে। প্রথমত, একজন রিপোর্টার যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার তার পক্ষে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, সংগৃহীত বিপুল তথ্য দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করে তারা প্রশংসা কুড়াতে চান। এ ধরনের সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে দুটি কৌশল ব্যবহার করা যায়।

- **তথ্যকে বিশদ বিবরণ হিসেবে ভাবুন**

  তথ্য শুধুই তথ্য নয় আপনার জন্য। যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না, এ রকম একটি ভাবনার প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। অথচ আমরা কিন্তু খুব সহজেই অনেক বিশদ বিবরণ পেতে পারি। বিশদ বিবরণ সব সময়ই একটি স্টোরিতে আলাদা রং যোগ করে এবং অর্থবহতা যোগ করে। তাই স্টোরিতে তেমন বিশদ বিবরণ যুক্ত করুন, যা আলাদা মনোযোগ অথবা গভীর অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে তোলে।

  উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন কর্মকর্তার অফিসে গিয়ে দেখা গেল, নানা ধরনের বস্তু দিয়ে অফিসটি সজ্জিত। এই বস্তুগুলো দর্শকদের জানিয়ে দেবে সেই ব্যক্তি কোন জিনিসকে গুরুতপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। আমাদের সহকর্মী নিলস হ্যানসন এই বিশদ কাজের নাম দিয়েছেন 'নাগেটস'। বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়ায়, মূল্যবান টুকরা। স্টোরিতে এ ধরনের কাজ সব সময়ই আলাদা ঝলক তৈরি করে।

- **প্রতিটি নতুন তথ্যের জন্য দৃশ্য বদলান**

  এই কথার অর্থ হচ্ছে, নতুন সোর্স, নতুন জায়গা অথবা নতুন সময়কালকে অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। এই উপাদানগুলো তথ্যের জন্য বাহন হয়ে দাঁড়ায়।

## মনে রাখবেন

শুধু সত্য কখনোই একটি স্টোরিকে বয়ান করে না, উল্টো স্টোরিই তথ্য বা সত্যকে বিধৃত করে। তথ্যের ভারে স্টোরি বসে পড়লে রিপোর্টারের ভূমিকাও সেখানে ব্যর্থ। কোনো তথ্য বা সত্য যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, আপনার স্টোরিকে সেগুলো যদি আরও আলোকিত না করে, তাহলে ব্যবহার না করাই ভালো।

# বিশেষ রচনাকৌশল

## ১. স্টোরির 'নাট গ্রাফ' দিয়ে কী করবেন

স্টোরির শুরুতেই আপনাকে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখতে হবে। এই অনুচ্ছেদ গোটা স্টোরির সারসংক্ষেপ বা নাট গ্রাফ। (কখনো স্টোরিটি দর্শক কেন দেখছেন, সেটা বলার জন্যই এই অনুচ্ছেদটি লিখতে হয়।) যাচাই এবং ব্যাখ্যা করা একটি অনুমান যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে সেটাই হচ্ছে স্টোরির মূল বিষয়। এই অনুচ্ছেদ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে আপনার দর্শকেরা কখনোই বুঝতে পারবেন না আপনার স্টোরি তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অথবা কেন নিয়ে যাচ্ছে।

এখানে পুরস্কার বিজয়ী একটি স্টোরির মূল বিষয়ের অনুচ্ছেদের উদাহরণঃ

১৯৯২ সালের কথা। কোনো একটি দেশের সমাজতান্ত্রিক সরকার কিছু রাজনৈতিক নেতাকে বেতন-ভাতা বন্ধ করে দিয়ে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের না নেওয়া বেতনের সেই উদ্বৃত্ত অর্থ বা রাজস্ব কোথায় যাচ্ছে, সে বিষয়ে তারা কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি। আমাদের অনুসন্ধানে বের হয়ে আসে, সেই দশকে ৪৫ মিলিয়ন ডলার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেশটির ডান ও বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

স্টোরির এই সারসংক্ষেপ আপনাকে কয়েকটি ছোট বাক্যে লিখতে হবে। স্টোরিটির বিষয় যদি আপনি সংক্ষেপে প্রকাশ করতে না পারেন, তাহলে ধরে নেওয়া যায়, আপনি নিজেও স্টোরিটি বুঝে উঠতে পারেননি।

## ২. অন্যায়ের অবয়বঃ ব্যক্তিগত রূপদান

সাহিত্যের গদ্য লেখার ক্ষেত্রে একটি পুরোনো কৌশল হচ্ছে একটি চরিত্র নির্মাণ করে তার মাধ্যমে একটি পরিস্থিতিকে রূপায়িত করা। এই কৌশল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এটি বাতিল হয়ে যায়নি। যেসব দর্শক ও রিপোর্টার একটি স্টোরির আবেগকে অনুধাবন করতে চান, তাদের জন্য এই কৌশল এখনো কার্যকর। এই পদ্ধতিতে দর্শকের কাছে স্টোরির প্রকৃত অনুভূতিটুকু প্রকাশ করতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠেন।

এই কৌশলটিতে ভিন্নতা আনার জন্য কোনো একটি জায়গার বিবরণ দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ বা স্টোরি লেখা যায়। এর মধ্যে নাটকীয়তার উপাদান আছে : একটি পরিবেশ-পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে মূল জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার মতো। অবশ্য পুরো বিন্যাসটির একটি চরিত্র দাঁড় করাতে না পারলে কৌশলটি কার্যকারিতা হারায়। পাশাপাশি আপনি যদি গোটা বিন্যাসের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিতে না পারেন, তাহলে এর তাৎপর্যও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

যদি ব্যক্তিগত রূপদানের কৌশলটি আপনি ব্যবহার করেন, তাহলে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবেঃ

- আপনার উদাহরণগুলো যেন স্টোরির সঙ্গে খাপ খায়। দর্শকদের একটি নাটকীয় ঘটনার আভাস দিয়ে অন্য কোনো স্টোরি বর্ণনা করবেন না।
- প্রতিটি উদাহরণ ভালোভাবে একবার ব্যবহার করুন। বারবার ঘুরেফিরে একই ঘটনায় ফিরে আসবেন না, যদি না আপনার স্টোরিটি ওই একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়।

এখানে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে একজন মা, তার নিজ কন্যাসন্তানের যন্ত্রণাভোগের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এই কাহিনির ভেতর দিয়ে আমরা এমন একটি আইন পাস হওয়ার কথা জানতে পেরেছি, যে আইনটি অনুমোদন পাওয়া উচিত হয়নি।

"ক্যারল কাস্টিলানো কখনো কখনো ভাবতেন, তার মেয়েটির মরে যাওয়াই ভালো ছিল। সেরেনা কাস্টিলানোর জন্ম ১৯৮৪ সালে। মাত্র ২৩ সপ্তাহ মায়ের গর্ভে ছিল সেরেনা। সেরেনা কাস্টিলানো হচ্ছে সেই আড়াই লাখ শিশুর মধ্যে একজন, যে ওই আইনটি পাস হওয়ার কারণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। ১৯৮২-৮৪ সালে কার্যকর হওয়া বেবি-ডো আইনটি চিকিৎসকদের এ ধরনের শিশুদের প্রাণরক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করার জন্য নির্দেশনা দেয়। সেখানে বলা হয়, যে শিশুটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক কম, তাকেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু এ ধরনের শিশুদের জীবন বাঁচানোর জন্য সরকার আইন করলেও পরবর্তীকালে এ ধরনের অপরিণত নবজাতক এবং তাদের পরিবারের জন্য সরকার আর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

জন্মের সময় ডেলিভারি কক্ষেই বাঁচার কথা ছিল না সেরেনা কাস্টিলানোর। সে ছিল জন্মান্ধ। মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত থাকায় সেরেনা কথা বলতে এবং কোনো কিছু চিবাতে অক্ষম ছিল। জন্মের প্রথম আট মাসের মাথায় তাকে আটটি অপারেশনের ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল এবং সেগুলোর কোনোটাতেই অ্যানেসথেসিয়া ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। ক্যারোল কাস্টিলানোর ভাষায়, ''আমি যদি বুঝতাম, একটি নবজাতককে (মারাত্মকভাবে অপরিণত নবজাতক) এতটা সহ্য করতে পারে, তাহলে মেয়েকে এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে দিতাম না। হাসপাতালে যাওয়ার চাইতে আমি বাড়িতে থাকাটাকেই শ্রেয় মনে করতাম এবং পুরোটা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিতাম।

এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়গুলো লক্ষ করুন

- এখানে নিজের মেয়ের বিষয়ে ক্যারল কাস্টিলানোর ভাবনা দর্শকদের মাথায় একটি প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে, কেন একজন মা তার সন্তানের মৃত্যু কামনা করছেন?
- এই অংশটি পাঠক বা দর্শককে সরাসরি সারসংক্ষেপের ভেতরে নিয়ে যায় এবং জানিয়ে দেয় আমরা কেন স্টোরিটি বিবৃত করছি।
- তৃতীয় অনুচ্ছেদে দর্শকদের কিছু ভয়ানক বিবরণ দিয়েছি। এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, দর্শকেরা খুব বেশি বেদনা নিতে পারেন না। এখান থেকে যখন আবার আমরা ক্যারল কাস্টিলানোর কাছে ফিরে যাই, যেখানে তিনি শান্তভাবে তার নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছেন এবং দর্শকের মধ্যে তার অনেক মূল্যে অর্জিত জ্ঞানের সুফল ভাগ করে দিচ্ছেন, তখন দর্শক যন্ত্রণা ভোগ করা একটি মেয়ের কথা ভাবা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাবেন।

## ৩. ক্ষতিগ্রস্তের চেয়ে নিজেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন না

কোনো একজন ক্ষতিগ্রস্তের বিষয়ে লেখার সময় বা তার ওপর শুটিং করার সময় রিপোর্টাররা শারীরিকভাবে বা লেখার ভেতর দিয়ে সামনে চলে আসেন এবং পাঠক বা দর্শককে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির চেয়ে তার ক্রোধ বা যন্ত্রণা দেখতে বাধ্য করেন। এটি খুব সাধারণ একটি ভুল।

ফ্রান্সে আমার কয়েকজন ছাত্র গর্ভপাত নিয়ে একটি অনুসন্ধান করছিল। সেখানে তারা গর্ভপাত করানোর পর আতঙ্কগ্রস্ত একজন নারীকে পর্দায় হাজির করে এবং একপর্যায়ে সেই নারী ও তার স্বামীকে টেলিভিশনে তাদের অভিজ্ঞতা লাইভে এসে বলার জন্য অনুরোধ করে। কারণ, তারা ভেবেছিল, এদের ভীতিকর অভিজ্ঞতা অন্য তরুণ দম্পতিদের মধ্যে বোধ জাগিয়ে তুলবে। এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, কীভাবে একজন রিপোর্টারের উপস্থিতি হঠাৎ করেই ক্ষতিগ্রস্তের যন্ত্রণার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এখানে রিপোর্টার হয়তো অবচেতনভাবে যন্ত্রণার দিকটি এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দর্শকেরা দেখতে পাবেন, রিপোর্টার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্তের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। কেউ যদি কোনো ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহলে তাকেই সামনে নিয়ে আসুন, নিজেকে নয়।

যদি আপনি সামনে চলে আসেন, তাহলে ক্ষতিগ্রস্তের পাশে থাকুন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সর্বোত্তম ভূমিকা হচ্ছে তাদেরকে সহায়তা দেওয়া, যারা নিজেদের সহায়তা করতে অক্ষম। ঔপন্যাসিক এমিল জোলা তার 'জ্যাকিউস' উপন্যাসে অথবা পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসোর অনুসন্ধানী সাংবাদিক নরবার্ট জঙ্গো একই ভূমিকা পালন করেছিলেন। আপনি যদি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাহলেই আপনি নিজের উপস্থিতি এবং নিজের সামনে চলে আসাকে যৌক্তিক বলতে পারবেন।

মনে রাখবেন, অসহায় অথবা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য না করে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার মধ্যে গৌরব নেই।

## ৪. সোর্সকে কথা বলতে দিন

সাংবাদিকতায় একজন রিপোর্টার কিছু কথা গুছিয়ে বলতে গিয়ে সময় অপচয় করেন। কারণ, তার কথাগুলো একজন সোর্স খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে ফেলেছেন। যারা একটি স্টোরির মধ্যে বসবাস করেন, তারাই তো সবচেয়ে নির্ভুল আবেগ এবং অভিব্যক্তি দিয়ে সেটা বিবৃত করতে পারবেন। একটি নির্ভুল বাক্য লেখার চেষ্টা করে কী লাভ, যখন সোর্স আপনার জন্য সে কাজটি করে ফেলেছে?

সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, সোর্সের বক্তব্যকে আপনার লেখায় এমনভাবে সেলাই করুন, যাতে মনে হয় সেগুলো আপনারই কথা। আপনার স্টোরি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সোর্সের বক্তব্যকে সুযোগ দিন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'বেবি ডো' বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় আমরা হাসপাতালের মুখপত্রকে তার একান্ত অভিজ্ঞতা মিশিয়ে এর ভয়াবহতা বর্ণনা করার সুযোগ দিয়েছিলাম। তার বর্ণনা ছিল এ রকম:

"গত বছর লস অ্যাঞ্জেলেসের 'সিডার্স সিনাই' হাসপাতালের ডাক্তাররা এক নবজাতকের জীবন বাঁচান। যার ওজন ছিল মাত্র ১৩ আউন্স। ছয় মাস নবজাতককে নিয়ে হাসপাতালে থাকায় তার বাবা-মাকে গুনতে হয়েছিল ১ মিলিয়ন ডলার। শিশুটি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দুই সপ্তাহ পরে মারা যায়। তবে পরিবারটিকে ভাগ্যবান বলতে হবে, তাদের বিমা করানো ছিল।"

এই কথাগুলো আমাদের বলেছিলেন ওই হাসপাতালের মুখপত্র চার্লি লেহাই। তিনি বলেন, "যে শিশুটি বাঁচলই না, তার জন্য ১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হলো তার অভিভাবকদের, বিষয়টা অকল্পনীয়!"

নিচে বর্ণিত অনুচ্ছেদটি ফ্রন্ট ন্যাশনাল পার্টির এক কর্মকর্তার বক্তব্য। আমরা তার বক্তব্য রেকর্ড করেছিলাম তথ্য হিসেবে (রেকর্ড করা বক্তব্য থেকে অনুলিখন বেশ ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় আমরা সাধারণত রেকর্ডিং না করলেও সেবার ব্যতিক্রম করেছিলাম। কারণ, ফ্রন্ট ন্যাশনাল আদালতে মামলা করার ব্যাপারে খুব সিদ্ধহস্ত ছিল। তা ছাড়া তাদের বক্তব্য যথাযথভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তা রেকর্ড করাটা ছিল একটি বড় প্রমাণ)।

যদিও তথ্য হিসেবে যা পেয়েছিলাম, তার খুব একটা মূল্য ছিল না আমাদের কাছে। কারণ, সেই ভদ্রলোক বেশির ভাগটাই অর্থহীন কথাবার্তা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের কাছে মূল্যবান ছিল সেই ভদ্রলোকের মানসিকতা, যা পুরো অনুচ্ছেদটি ব্যবহার না করলে স্পষ্ট হতো না।

"এই সরকারের ভেতরে এবং বাইরে তাদের মিত্রদের মধ্যে কিছু লোকের জেলে থাকা উচিত, শিশুদের যৌন হয়রানির (পিডোফিলিয়া) কারণে। আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি বলতে পারেন রজার হলেন্ড্রি আপনাকে এ কথা বলেছেন! আপনি সময়ও উল্লেখ করে দিতে পারেন। এখন সোয়া ৫টা বাজে, আমার মনে হয়...আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? আমি সেদিন রাতেও আমি বলছিলাম আমাদের উচিত সব শয়তানকে ফাঁসিতে ঝোলানো।" তখন সেখানে উপস্থিত একজন মহিলা আমাকে বলেন, "আহা, আপনি এভাবে বলছেন কেন মি. হলান্ড্রি! আপনি কেন তাদের ফাঁসি দিতে চান?"

আমি উত্তরে বলেছিলাম, “হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমি এটা করতে চাই। আপনি জানেন, পিডোফিলিয়া কাকে বলে?”

সেই মহিলা বলেন, তিনি জানেন না।

তখন আমি তাকে বলি, “যেসব পুরুষ তাদের অবস্থান ব্যবহার করে ৩ থেকে ৫ বছরের শিশুদের ধর্ষণ করে, তাদের ফাঁসিতেই ঝোলানো উচিত। আপনি এটাই বলেছিলেন ম্যাডাম।”

একটা কথা মনে রাখতে হবে, মানুষ কিন্তু শুধু তথ্যের জন্য আপনার কথা শুনছে না। তারা আপনার উপস্থাপিত সোর্সের চরিত্রকে বুঝতে চায়, তারা সোর্সের ভাষা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে উপলব্ধি করতে চায়। এই বিষয়গুলোকে বহন করতে সংলাপ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বাহন। কখনো সংলাপের দৈর্ঘ্য এবং প্রতিক্রিয়া কমাতে সম্পাদনা করতে হয় ঠিকই, কিন্তু যতটা প্রয়োজন ততটা ব্যবহার করবেন সব সময়।

## ৫. প্রাথমিক সম্পাদনা

সাংবাদিকতায় সম্পাদনা একটি স্টোরিকে আগের অবস্থা থেকে আরও ভালো অবস্থানে নিয়ে যায়। একজন কুশলী সম্পাদক সব সময়ই কোন উপাদানগুলো থাকলে আপনার স্টোরি আরও সমৃদ্ধ হবে এবং কোন পন্থা অবলম্বন করলে লেখা আরও উন্নত হবে, সে বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু স্টোরি সম্পাদনার কাজ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অন্য কেউ সম্পৃক্ত হবার আগে আপনার সেখানে কাজ করার সুযোগ আছে। স্টোরি বারবার সম্পাদনা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। স্টোরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাক্যাংশ, প্রকাশের মাধ্যমগুলোকে আরও ধারালো করে তুলুন।

আপনার এই সম্পাদনাগুলো ভিন্ন নামে একটি ফাইলে রাখুন। তাতে এই উপাদানগুলো সহজে হারাবে না।

### ক. সম্পাদনার তিনটি মানদণ্ড

সম্পাদনা স্টোরিকে আরও স্বচ্ছ এবং ছন্দোবদ্ধ করে তোলে। স্টোরির মান বজায় আছে কি না দেখতে মানদণ্ডগুলো আপনাকে সহায়তা করবে। একটি সম্পাদিত স্টোরিতে তিনটি মানদণ্ড থাকতে হয়:

- স্টোরিটি কি সুসংলগ্ন? এতে সব খুঁটিনাটি উপাদান একসঙ্গে আছে কি না? সব সাক্ষ্য-সাবুদের মাঝে থাকা অসংগতিগুলো দূর হয়েছে কি না?
- স্টোরিটি কি পূর্ণাঙ্গ? স্টোরির মাধ্যমে যে প্রশ্নগুলোর উদয় হয়েছে, তার উত্তর কি পাওয়া গেছে? প্রতিটি তথ্যের জন্য সোর্সের উদ্ধৃতিগুলো কি যথাযথ?
- স্টোরিটি কি গতিশীল? এটি যদি ধীরগতির হয় এবং পুনরাবৃত্তি থাকে, তাহলে আপনি দর্শক হারাবেন।

যখন আপনার স্টোরি দেখে দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগবে, আপনি কী নিয়ে কথা বলছেন, তখনই বোঝা যাবে এই মানদণ্ডগুলো স্টোরির অস্পষ্টতা দূর করতে কাজ করেছে কি না। দর্শকের এ রকম মনে হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে লেখায় ধোঁয়াশা সৃষ্টি হওয়া। আর এর দ্রুত নিরাময়ের পথ হচ্ছে এগুলো:

- অনুচ্ছেদটি যদি অন্তর্মুখী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয় এবং সেখানে যদি প্রায়োগিক অথবা আমলাতান্ত্রিক ভারী ভারী বাক্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের লেখা অনেক বেশি মৌলিক এবং অনেক কম বিশেষজ্ঞ ধাঁচের হতে হবে।
- বাক্য যখন অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়। দীর্ঘ বাক্যগুলো ছেঁটে ছোট করুন। তবে বেশিসংখ্যক বাক্য আবার লেখাকে দীর্ঘ বাক্যের মতো ধীরগতিসম্পন্ন করে তোলে।
- পরিচ্ছেদগুলো বেশি দীর্ঘ হলে। যখন ব্যক্তি, জায়গা এবং ধারণা পরিবর্তিত হয়, তখন পরিচ্ছেদও পরিবর্তন করা উচিত।

### খ. একটি ভালো স্টোরি ট্রেনের মতো

একটি ভালো স্টোরি তার গন্তব্যের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যায়। কখনো আরও একজন যাত্রী তুলতে বা কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখাতে গিয়ে সেই ট্রেনের গতি শ্লথ হয়, কিন্তু তার গতি কখনোই রোধ করা উচিত নয়। তাই যখন আপনি স্টোরি লিখবেন বা সম্পাদনা করবেন, সব সময় স্টোরির ছন্দের ওপর গুরুত্ব দেবেন। দর্শককে একটি অনুচ্ছেদ থেকে আরেকটি অনুচ্ছেদে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্টোরি যদি এ রকম গতিময় না হয়, তাহলে সেটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না। তবে কখনোই পুরো স্টোরির কাঠামো পরিবর্তন করতে যাবেন না। চেষ্টা করবেন অনুচ্ছেদের ভেতরে দুর্বলতার জায়গাটা খুঁজে বের করে সেখানে নতুন উপাদান যোগ করে বা কিছু অংশ ছেঁটে ফেলে কার্যকর অবয়ব দিতে।

### গ. প্রয়োজন হলেই শুধু পুনর্লিখন করুন

ওপরের পদ্ধতিগুলো কাজে লাগিয়ে যদি একটি স্টোরিকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গত অবস্থায় আনা না যায়; এবং স্টোরিটিতে যদি একটি জোরালো ছন্দ তৈরি না হয়, তাহলে আপনাকে সেটি আবার নতুন করেই লিখতে হবে। শুধু এক বা দুটি শব্দ নয়, পুরো স্টোরিটিই আবার নতুন করে সাজান ও লিখুন। এমন অনুচ্ছেদগুলো শনাক্ত করুন যেগুলো ঠিকঠাক আছে এবং সেগুলোতে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। বরং স্টোরিটির এমন সব জায়গায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন যেখান থেকে সেটি ভুলভাল পথে গিয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, যেসব অনুচ্ছেদ ঠিকঠাক কাজ করে না, সেগুলোকে আরও আঁটসাঁট করা প্রয়োজন। স্টোরির সবচেয়ে শক্তিশালী যে উপাদানগুলো আপনি তুলে ধরতে চান, সেগুলোকে ঘিরেই স্টোরিটি সাজান এবং বাকিগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখুন।

### ঘ. লেখনিগত সমস্যার ৯৫ শতাংশ সমস্যা সমাধানের তিনটি উপায়:

কাঁটছাট, কাঁটছাট ও কাঁটছাট

সমস্যাদায়ক একটি অনুচ্ছেদ সম্পাদনা করার সবচেয়ে সহজ ও সাধারণত সেরা উপায় হলো সেটি কাটছাঁট করা। আপনি যদি কোনো অনুচ্ছেদ লিখতে তিনবারের বেশি উদ্যোগ নেন, তাহলে হয়তো সেখানে শুধু সময়েরই অপচয় হচ্ছে, এবং আপনার উচিত সামনে এগোনো। হেমিংওয়ে তাঁর ফর হুম দ্য বেল টোলস নামের উপন্যাসের একটি অনুচ্ছেদ ৬০ বার লিখেছিলেন। তারপরও এটি ঠিকঠাক হয়নি। হেমিংওয়েই যদি এটি ঠিক করতে না পারেন, তাহলে হয়তো আপনিও পারবেন না। ফলে কাটছাঁট করুন।

### ঙ. বাধাবিঘ্নগুলো থেকে বার্তা নিন

কোনো অনুচ্ছেদ যদি আপনার কাছে ঠিকঠাক মনে না হয়, তাহলে হয় আপনি কী বলতে চাইছেন, তা আপনি নিজেই বুঝতে পারেননি বা সেটি বলারই খুব বেশি প্রয়োজন নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরেরটিই ঠিক। কিন্তু কাটছাঁট করাটা যদি খুব গুরুত্বপূর্ণই হয়, তাহলে সময় নিয়ে চিন্তা করুন যে আপনি আসলেই কী বলতে চাইছেন। এটিই লেখালেখির সত্যিকারের কাজ এবং এ রকম সময়গুলোতেই আপনার স্টোরিটি আরও গভীর ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

### চ. আপনার কত দূর পর্যন্ত যাওয়া উচিত?

ত্রিশ বছর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাগাজিনগুলোতে ৭০০০ শব্দের স্টোরি প্রকাশ করা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখন, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রগুলো ২৫০০ শব্দের বেশি প্রতিবেদন কালেভদ্রে প্রকাশ করে। এমনকি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও। একইভাবে এখনকার ভিডিও অনুসন্ধানগুলোর জন্য ছোট ফরম্যাটের প্রয়োজন হয়। এই পরিস্থিতির একটি সমাধান হলো: স্টোরিটি প্রকাশের কথা চিন্তা করে জায়গার সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নেওয়া। বা কখনো দেখা যায়, আঁটসাঁট, সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের সম্পাদিত সংস্করণটিই আসল প্রতিবেদনের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, এবং সেটিই বেশি পঠিত বা দেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় সমাধানটি হচ্ছে, সম্পাদনা বা কাটছাঁটের বিকল্প খুঁজে বের করা। সাংবাদিকতার ইতিহাসে স্টোরি মুদ্রণের ক্ষেত্রে এমন অনেক কৌশল আছে, যেগুলো একটি দীর্ঘ স্টোরির কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। সাধারণ মানুষ এবং গণমাধ্যমের জন্যও যা উপকারী:

- **ধারাবাহিক তৈরি**
  **স্টোরিটিকে ধারাবাহিক হিসেবে লিখুন বা সম্পাদনা করুন।**

  একটি দীর্ঘ স্টোরির পরিবর্তে কয়েকটি ছোট ছোট স্টোরি লিখুন। ছোট স্টোরি গণমাধ্যমের জন্য প্রকাশ করাও সহজতর। এ ধরনের স্টোরি নিয়ে প্রচার-প্রচারণা করাটাও সহজ; কারণ, ধারাবাহিকের প্রতিটি পর্ব অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। গণমাধ্যম পুরো ধারাবাহিকটি পুনঃপ্রকাশও করতে পারে।

- **স্টোরিটিকে এগিয়ে নেওয়া**
  **বিভিন্ন মাধ্যমে স্টোরিটি ছড়িয়ে দেওয়া**

  পত্রিকায় স্টোরির সংক্ষিপ্ত সংস্করণের জন্য জায়গা দিতে পারলেও একটি অনলাইন মিডিয়া একটি বড় স্টোরি গ্রহণ করতে সক্ষম। বিভিন্ন গণমাধ্যমে আপনার স্টোরির স্বত্ব নিশ্চিত করে যতটা বিস্তৃতভাবে সম্ভব স্টোরিটি ছড়িয়ে দিন।

- **ব্র্যান্ডিং**
  **প্রতিদিনের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করুন**

  একটি অনুসন্ধানী স্টোরির জন্য গণমাধ্যমে আপনার কতটা স্পেস প্রয়োজন? দেখা গেছে, বহু বিখ্যাত অনুসন্ধানী স্টোরিই অতিলিখিত অথবা দীর্ঘ। প্রাথমিক অনুমানে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কারণে এসব স্টোরিতে একাধিক স্টোরির উপাদান মজুত থাকতে দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, একটি সাড়াজাগানো বড় স্টোরি করার চেয়ে সম্পর্কিত ছোট ছোট স্টোরি বিরতি দিয়ে নিয়মিত করা ভালো। তবে বিরতির কাল বেশি দীর্ঘ হলে পাঠক বা দর্শক বিষয় এবং আপনার দক্ষতার দিকটি ভুলে যেতে পারেন। এই কৌশল অবলম্বন করে আপনি নিজেকে এবং গণমাধ্যমকে ব্র্যান্ড করতে পারেন।

## ৬. শেষের হাতছানি

যেকোনো আখ্যানেরই পরিতৃপ্ত পরিসমাপ্তি প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, সাংবাদিকের সমাপ্তিরেখা টানার অধিকার নেই। পরিসমাপ্তির পরিবর্তে আমরা স্টোরিতে যতি টানতে পারি। পরিসমাপ্তি আর যতির মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ তফাত আছে। পরিসমাপ্তিতে আখ্যানের সব রহস্যের ওপর পর্দা নামে। আর যতি এমন একটি বিন্দুকে নির্দেশ করে, যেখানে এসে আখ্যানটি আর এগোয় না।

অন্যদিকে স্টোরির শেষে আপনাকে বিশ্লেষণ দেওয়ার হাতছানি এড়িয়ে যেতে হবে। কারণ, স্টোরিতে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ না থাকলে আপনি সেটা দিতে পারবেন না। যদি বিশ্লেষণ লিখতে হয়, তাহলে আপনাকেই বলতে হবে সেই বিশ্লেষণটা কী হবে? এ ধরনের বিশ্লেষণ খুব বেশি দীর্ঘ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাংবাদিক আলবার্ট লন্ডার্স গায়ানায় ফরাসি পেনাল কলোনি বিষয়ে স্টোরির পরিসমাপ্তি টেনেছিলেন এভাবে, ''আমি শেষ করলাম। এবার অবশ্যই সরকারকে শুরু করতে হবে।"

স্টোরির শেষে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পর্বে সে বিষয়ে কী করা উচিত, তা কারও জানা থাকলে সেটাও পাঠককে জানতে দিতে হবে। আপনি পুরো বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসন্ধান করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করার কারণে আপনি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তাই আপনার কোনো চিন্তা থাকলে তা-ও প্রকাশ করতে পারেন। পাশাপাশি এ ধরনের সমস্যার সমাধানে যারা অতীতে কাজ করেছেন, তাদের কাজগুলো ফিরে দেখতে পারেন এবং এখন সমস্যার সমাধানের জন্য যাদের দায়িত্ব আছে, তাদেরও চিহ্নিত করতে পারেন। কখনো এমন একজন সোর্সের কথা দিয়ে যতি টানতে পারেন, যিনি স্টোরির ঘটনার ভেতরেই বসবাস করেছেন। এই কৌশল কখনো বেশ কার্যকর।

স্টোরির অন্তিমে যতি টানার জন্য আপনি স্টোরিটির অনুসন্ধান পর্বেই কিছু বিশেষ মুহূর্ত সংগ্রহ করে রাখতে পারেন ব্যবহার করার জন্য। ফ্রান্সে রক্তের সংক্রমণ নিয়ে স্টোরি করার সময় আমরা একজন সোর্সের লিখিত বক্তব্য হাতে পাই। বক্তব্যের সঙ্গে যেখানে ঘটনাটি ঘটেছিল, সেই জায়গারও একটা বর্ণনা পেয়েছিলাম। সেখান থেকেই আমরা স্টোরির একধরনের নিষ্ঠুরতায় মোড়া একটি সমাপ্তি টানার পরিকল্পনা করি। (ওই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটির নিজের সন্তান ছিল।) আমাদের উপস্থাপনা ছিল এ রকম: "চিকিৎসকেরা কি আমাদের চেয়ে উন্নত মানুষ হতে পারেন না? বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় সেই সোর্সকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি এ ধরনের একটি ঘটনা জানতে পেরেও পদত্যাগ করে সবকিছু প্রকাশ করে দেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার সন্তানদের কী হতো তাহলে? তারা আমার ওপর নির্ভরশীল।' তিনি কথাগুলো বলছিলেন মানুষে পূর্ণ এক আদালতকক্ষে দাঁড়িয়ে। সেই মানুষদের মধ্যে এমন বাবা-মা ছিলেন, যাদের সন্তান রয়েছে। তাদের অনেকের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে এ ধরনের মানুষদের জন্য। এ রকম আরও বিশ্বাসঘাতক মানুষ আমাদের মাঝে আছে, যাদের নাম আমরা জানি না।"

আপনি স্বগতোক্তি করেন বা অন্য কারও জবানিতে কথাগুলো বলা হোক, ওই শেষ শব্দগুলোই আসলে প্রকৃত সত্য। অনেক সময় স্টোরির শেষে রিপোর্টারের আত্মঘাতী লাইনের জন্য একটি অনুসন্ধানের অপমৃত্যু ঘটে। কারণ, সেই স্টোরি লেখক বুঝতে চেষ্টা করেন না, স্টোরিটি আসলে কী বলতে চাইছে। কখনো তিনি ভয় পেয়েও প্রকৃত সত্য উচ্চারণ করেন না। আমরা এখানে সচরাচর ঘটে এ রকম দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব: লেখার অপমৃত্যু ঘটতে পারে রিপোর্টারের এ রকম একটি কথায়, ‘‘আমার মনে হয়, যে মানুষটি এখানে অভিযুক্ত, তিনি আসলে ততটা খারাপ মানুষ নন।” এ ধরনের সংলাপ আপনি ভয় থেকে বলেন। আপনি আসলে চান, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। (বিখ্যাত মনোরোগ বিশ্লেষক এরিখ ফ্রম বলেছেন, কিছু কিছু মানুষ হিটলারের প্রতিও শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তারা মনে করেন, হিটলারের আতঙ্ক সহ্য করার চেয়ে তাকে প্রশংসা করায় লজ্জা অনেক কম।)

যখন সমাজের সম্মানিত এবং জ্ঞানী কোনো ব্যক্তি বলেন, “জীবন সমস্যায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরা শুভ ইচ্ছা এবং দৃঢ় সামাজিক অবস্থান নিয়ে আপনার সব সমস্যার সমাধান করছি” এমন একটি উক্তি যখন আপনি স্টোরিতে ব্যবহার করবেন, তখনই বোঝা যাবে, আপনার মধ্যে আত্মসন্দেহ কতটা প্রকট। কারণ, আপনি এতক্ষণ ধরে যে স্টোরি লিখেছেন, তার পুরোটাই এই বক্তব্যের উল্টো।

আপনি যে সত্য আবিষ্কার করেছেন, সেটাকে গ্রহণ করুন। সে সত্য আপনার কল্পনার চেয়েও কঠিন হতে পারে, কিন্তু সেটাই আপনার স্টোরিকে বড় করে তোলে। আপনার স্টোরি যদি অন্তিমে এসে আপনাকে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে বলে, তাহলে তাই দিন। স্টোরিকে সব সময় সঠিক পরিমাপে আবদ্ধ রাখুন, এর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করুন এবং আপনি যেটুকু চূড়ান্ত সত্য বলে জেনেছেন, তার সীমার মধ্যে বাঁধুন। কিন্তু আপনার আবিষ্কৃত সত্যকে কখনো অস্বীকার করবেন না।

# নিয়ন্ত্রণ

অধ্যায় ৭

# মান নিয়ন্ত্রণঃ কৌশল ও নীতি-নৈতিকতা

**মার্ক লি হান্টার, নিলস হ্যানসন, পিয়া থর্ডসেন ও ড্রু সলিভান**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি
সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য একটি অনুমান দাঁড় করিয়েছি
অনুমানের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছি
আমরা ব্যক্তিসূত্র খুঁজেছি
ডেটা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি, যেন পরে পরীক্ষা, স্টোরিতে ব্যবহার এবং যাচাইয়ের কাজ সহজ হয়
আমরা সেই ডেটাকে বর্ণনায় সাজিয়েছি এবং স্টোরি লিখেছি
**মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্টোরিটির যথার্থতা নিশ্চিত করেছি**

আপনি স্টোরি লিখে ফেলেছেন।
লেখার আগে গবেষণা করেছেন, হাতে থাকা
তথ্য সংগঠিত করেছেন। এখন পাঠকের
জন্য স্টোরি প্রকাশ করার আগে নিশ্চিত হতে
হবে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না।
এই কাজটির সঙ্গে মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও
জড়িত থাকে, যাকে প্রায়োগিক পরিভাষায়
'তথ্য-যাচাই' বলা হয়ে থাকে।

# তথ্য যাচাই কাকে বলে?

**পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় অনুসন্ধানী দলগুলোতে একজন দক্ষ সম্পাদনাকারী অথবা একজন পেশাদার তথ্য যাচাইকারী সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই ব্যক্তির কাজই হচ্ছে পুরো অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া প্রায়োগিক দিক থেকে যথাযথ ছিল কি না, তা দেখা এবং স্টোরিটি সঠিকভাবে লেখার কাজে সহায়তা করা। এখানে চারটি উপাদান জড়িত রয়েছে:**

- প্রথম উপাদানটি হচ্ছে, স্টোরির সত্যতা নিশ্চিত করা। সেই স্টোরিতে ব্যবহৃত সব তথ্য শুধু সত্য হলেই চলবে না, তথ্যগুলোকে একটি বৃহৎ সত্যের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেখানে আপনার ব্যাখ্যার চেয়ে অন্য কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা যদি বেশি যৌক্তিক বলে মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও কোনো গলদ আছে।
- স্টোরিতে সোর্সদের যেসব তথ্যনির্ভর বিবৃতি বা বক্তব্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের সবাইকে যে আপনি চেনেন, তা নিশ্চিত করুন।
- সোর্স যাচাই করার প্রক্রিয়ার মধ্যেই তথ্যে যেসব ভুল আছে, তা চিহ্নিত করে সংশোধন করুন।
- আপনার ক্লান্তি, হতাশা অথবা ভয় পাওয়ার মুহূর্তে অহেতুক অপমানসূচক বাক্য, আগ্রাসী মনোভাব হয়তো লেখায় ঢুকে পড়তে পারে। স্টোরি থেকে এই আবেগতাড়িত জায়গাগুলো কেটে বাদ দিন।

আপনার স্টোরিটি সঠিক হতে হবে। স্টোরিতে যে তথ্যগুলো সঠিক নয় সেগুলো অবশ্যই পরিবর্তন অথবা বাদ দিতে হবে। মনে রাখবেন, পুরো স্টোরিকে যৌক্তিকও হতে হবে।

কলম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউতে তথ্য-যাচাইয়ের কাজ করেন বন্ধু এরিয়েল হার্ট। তার কথা হচ্ছে, “স্টোরি পাঁচ পৃষ্ঠারই হোক অথবা দুই অনুচ্ছেদেরই হোক, তাতে ভুল থাকবেই। ভুল নেই এমন কোনো স্টোরি আমি কখনোই যাচাই বা সংশোধন করিনি। কিছু ভুল আছে, যা স্টোরিতে রিপোর্টারের ব্যাখ্যার কারণে হয়ে থাকে এবং সাধারণত রিপোর্টাররা সেগুলো শুধরে নেওয়ার বিষয়ে একমতও হন। কার্যত সব রিপোর্টেই তথ্যগত ভুল থাকে। কখনো সন তারিখ ভুল হয়, কখনো পুরোনো তথ্য ব্যবহৃত হয়, ব্যাপকভাবে প্রচারিত কোনো তথ্য দ্বিতীয় কোনো সোর্সের কাছ থেকে সংগ্রহ করার পরেও ভুল থাকে, আবার কখনো ঘটে বানানবিভ্রাট। রিপোর্টার কখনো স্মৃতি থেকে কোনো তথ্য ব্যবহার করতে গিয়েও ভুল করেন। রিপোর্টার যখন তথ্য যাচাইকারীকে বলেন, ‘এই অংশটি যাচাই করার প্রয়োজন নেই, আমি জানি, এটা সঠিক’, তখনো রিপোর্টে ভুল থেকে যায়।”

ভুল সবারই হয়। লিখতে গিয়ে আপনি ভুল করবেন। কখনো আপনার বলার ভঙ্গিতে ভুল থাকে, আবার কখনো আপনি যা বলতে চাইছেন, তার সারমর্মও ভুল হয়। উভয় দিক থেকেই এটা সমস্যা। যারা পেশাদার মানুষ, তারা ভুলগুলো সংশোধন করেন আর অপেশাদার ব্যক্তি ভাবেন, তার ভুলটা কেউ খেয়াল করবে না। কিন্তু দুঃসংবাদ হচ্ছে, ভুল কারও না কারও চোখে পড়েই এবং সেই মানুষটা আপনার মিত্রপক্ষ হয় না কখনোই। আপনি যদি ভুল স্বীকার করে সুন্দরভাবে তা সংশোধন করতে সম্মত না থাকেন, তাহলে আপনার মনোভাব অথবা পেশা– দুটোর কোনো একটা পাল্টে ফেলা উচিত।

এমনও হতে পারে, আপনার সংগঠনে তথ্য যাচাই করার কাজটা আগে কেউ করেননি এবং আপনার কোনো বিশেষ স্টোরির তথ্য যাচাইয়ের কাজটাও কখনো করা হয়নি। তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে:

- দুজন ব্যক্তি এখানে গুরুত্বপূর্ণ– রিপোর্টার ও স্টোরি যাচাইকারী। এদের দুজনের কাছে স্টোরির একটি কপি থাকবে।
- পুরো চিত্রটি বোঝার জন্য স্টোরিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার দেখুন। আপনার মনে কতগুলো প্রশ্নের উদয় হবে। স্টোরিটি কি পক্ষপাতহীন এবং ন্যায্য হয়েছে? কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতা আছে বলে মনে হচ্ছে? আর কোনো ব্যক্তির কথা অথবা ভিন্ন উপাদান যুক্ত করা গেলে স্টোরিটি আরেকটু ভিন্নতা পেত?
- স্টোরির প্রতিটি লাইন, প্রতিটি তথ্য ধরে ধরে যাচাই করুন। সম্পাদনা করেন এমন ব্যক্তি, সহকর্মী, আইনজীবী অথবা দক্ষ একজন বন্ধুও এই যাচাইয়ের কাজে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারেন। প্রতিটি তথ্যের বিষয়ে একটি প্রশ্ন করা উচিত: “আপনি কীভাবে এই তথ্য জানেন?”
- রিপোর্টার তথ্যের উৎস উত্থাপন করেন। সেই উৎস বা সোর্স যদি কোনো নথিপত্র হয়, তাহলে উভয় পক্ষকেই ভালোভাবে যাচাই করে দেখতে হবে সেখান থেকে উদ্ধৃত অংশগুলো যথাযথ আছে কি না। এই উৎস বা সোর্স যদি কোনো সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে সাক্ষাৎকারের নোটগুলো দেখুন অথবা রেকর্ডকৃত অংশগুলো আবার শুনুন।
- যেকোনো তথ্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া না গেলে রিপোর্টারকে তা খুঁজে বের করতে হবে। যদি কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে ওই অংশ বাদ দেওয়া উচিত।
- যে ব্যক্তি স্টোরির লক্ষ্যবস্তু, তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং চিন্তাভাবনা নিয়ে রিপোর্টারের দেওয়া ব্যাখ্যার বিষয়ে তথ্য যাচাইকারী প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এই উপাদান ছেঁটে ফেলা যেতে পারে। তবে রিপোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ডায়েরি বা চিঠি যদি পাওয়া যায়, যা থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তার মানসিক অবস্থার পরিচয় মেলে, তাহলে সেগুলো রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এই প্রক্রিয়া খুব বেশি জটিল নয়। হয়তো খানিকটা ক্লান্তিকর বলতে পারেন কেউ। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, এটি মোটেই ক্লান্তিকর নয়। এই প্রক্রিয়া যত চলতে থাকবে, ততই স্টোরি শক্তিশালী ও বাস্তব হয়ে উঠবে। পাশাপাশি স্টোরির প্রভাবও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

আমাদের মনে হয়, কোনো আদালত কক্ষ বা অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আপনার বিরুদ্ধে আনা কোনো অভিযোগ খণ্ডন করার চাইতে এই প্রক্রিয়া অনেকাংশে কম ক্লান্তিকর।

# আপনার নীতি-নৈতিকতা যাচাই

## অপমানজনিত ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না

স্টোরি থেকে ভিত্তিহীন বৈরিতা এবং আগ্রাসী মনোভাব বাদ দেওয়াটা হচ্ছে রিপোর্টারের সাধারণ জ্ঞানের অংশ। রিপোর্টে এ ধরনের মনোভাব পরিত্যাগ না করলে আইনি ঝামেলায় জড়ানোর ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। রিপোর্টের লক্ষ্য যে ব্যক্তি তিনি এভাবে ক্রমাগত অপমানিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকলে একপর্যায়ে তার প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর হতে পারে।

সাংবাদিকেরা তাদের লক্ষ্যবস্তুকে প্রায়শই অপমান করে থাকেন। এ ধরনের কাজ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে করা যেতে পারে। সম্পাদকীয় একধরনের মতামত এবং সবারই কোনো না কোনো মতামত থাকতে পারে। কিন্তু অনুসন্ধানী উদ্ঘাটনের সঙ্গে বিষয়টি জুড়ে গেলে তার প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ।

খাতা-কলমে অপমান করার এখতিয়ার থাকলেও একজন রিপোর্টারকে এই ক্ষমতার অপব্যবহার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কোনো একটি অনুসন্ধানে কারও বিরুদ্ধে যদি যথেষ্ট পরিমাণ অভিযোগ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে তার দিকে ব্যক্তিগত আক্রমণের তীর ছোড়ার আর প্রয়োজন নেই।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্লান্ত অথবা ভীত একজন রিপোর্টার ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারেন। অবসাদের কারণে তার ওপর মনোবিজ্ঞানের 'ফাইট অর ফ্লাইট' লক্ষণটির প্রভাব পড়তে পারে। সাইকোলজি অব স্ট্রেসের তত্ত্ব অনুযায়ী একজন মানুষ কখনো সংঘাতে জড়িয়ে যেতে পারেন অথবা তার মধ্যে সংকট থেকে পলায়নের মানসিকতা তৈরি হতে পারে। অন্য কারও আগ্রাসী মনোভাব আপনার ওপর যেমন এ ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, তেমনি আপনার স্টোরির লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিটির ওপরেও কিন্তু একই প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। এ ধরনের মনোভাব সত্যি না হয়ে কাল্পনিক হলেও একই প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে। এ ধরনের বিপদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। স্টোরিতে আপনি যেসব উপাদান ব্যবহার করবেন, তা আপনাকে সচেতনভাবেই নির্বাচন করতে হবে।

## স্টোরির লক্ষ্যবস্তু মানুষটির প্রতিবাদ করার অধিকার আছে

স্টোরিতে কারও বিরুদ্ধে আপনার উপস্থাপিত তথ্যপ্রমাণের বিষয়ে সেই ব্যক্তিকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ দেওয়া ছাড়া কারও বিরুদ্ধে স্টোরিতে একতরফা আক্রমণ করবেন না। তাদের কেউ কেউ আপনাকে অর্থহীন উত্তর দিতে পারেন। সেটাও স্টোরিতে উদ্ধৃত করুন। তারা কখনো কথা বলতেই অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাদের দোষারোপ না করে দর্শকদের জানান, তারা কথা বলতে সম্মত হননি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলাটা বাধ্যতামূলক নয়। কেউ কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালে সেটাও দোষণীয় নয়। (বিপরীতভাবে, কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেই তিনি সৎ এবং ভালো মানুষ এমনটা ভাবার কিছু নেই।)

আমরা একটি অনুসন্ধানে বৈরী মনোভাবাপন্ন কোনো সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলে থাকি, যদি না আপনি সে ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা করেন। এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করার প্রধান কারণ হচ্ছে, যখন সোর্স বা আপনার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিটি তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দেন, তখন অনুমানটিকে হঠাৎ করেই আপনার কাছে ভুল মনে হতে পারে। এ রকম ঘটনা আমাদের সঙ্গে হয়ে থাকে এবং তাতে কখনো কখনো এক সপ্তাহ বা মাসের কাজ অপচয় হয়।

## সোর্সকে সম্মান দেখানোর প্রক্রিয়া

সুইডেনের এসটিভির অনুসন্ধান বিভাগের প্রধান নিলস হ্যানসন সমালোচনাকে ন্যায়সংগত করার জন্য তার রিপোর্টারদের নিচে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলো ব্যবহার করতে বলেছেন:

- প্রথমত, পুরো স্টোরিটি পর্যালোচনা করে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা কোম্পানির বিরুদ্ধে সব ধরনের সমালোচনার জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।
- যাদের সমালোচনা করা হয়েছে, তাদের কি আগে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে? না হয়ে থাকলে অবহিত করুন। যদি অবহিত না করার পেছনে আপনার কাছে যদি জোরালো কোনো কারণ (গ্রেপ্তার বা খুন হওয়া) থাকে, তাহলে না-ও জানাতে পারেন।
- যাদের সমালোচনা করা হয়েছে, তারা কি সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন? যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও কোনো ঝামেলা আছে। তাদের উত্তর আরও আগে সংগ্রহ করে রাখা উচিত।
- রিপোর্টার কি উত্তর পাওয়ার জন্য তার নেওয়া উদ্যোগের বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? আবারও রিপোর্টারকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, অভিযুক্তদের উত্তর অবশ্যই আগে থেকে সংগ্রহ করা উচিত।
- উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের কি যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে? আপনার প্রশ্ন যত জটিল হবে, অপর পক্ষের উত্তর দিতে ততটাই বেশি সময় লাগবে।
- যিনি উত্তর দিচ্ছেন, তিনি কি উত্তর দেওয়ার জন্য যথার্থ ব্যক্তি? কখনো একজন রিপোর্টার কোনো অফিসের সহকারী বা তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কথা বলেই কাজ সেরে ফেলেন। অথচ দেখা যায়, অফিসে সেই ব্যক্তি শুধু ফোন ধরার কাজটাই করে থাকেন। রিপোর্টার যা জানতে চাইছেন, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।
- যাদের সমালোচনা করা হয়েছে তারা কি তাদের সর্বোচ্চটুকু উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন? যদি না পেয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হয় আপনি তার বা তাদের অধিকারকে পদদলিত করছেন। পাশাপাশি আপনি হয়তো স্টোরির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাওয়া থেকে বঞ্চিতও হচ্ছেন।

- সোর্সের বক্তব্য বা সাক্ষাৎকার কীভাবে প্রকাশিত হবে, তা আগেভাগে জানার জন্য তার বা তাদের (সোর্স) কাছ থেকে দাবি জানানো হয়েছে? এ ধরনের দাবি উত্থাপিত হলে তা যুক্তিসংগত। কেননা সোর্স তার যেকোনো উদ্ধৃতি স্টোরিতে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা জানতে চাইতেই পারেন। উদ্ধৃত অংশ যাতে নির্ভুল হয়, সে জন্য তাকে প্রকাশের আগে সংশোধনের জন্য সেগুলো যাচাই করার অনুমতি দেওয়া উচিত (তবে স্টোরি থেকে কোনো তথ্য সংযোজন বা বিয়োজনের অনুমতি দেওয়া যাবে না।) তবে সম্পূর্ণ স্টোরি পর্যালোচনা করার জন্য সোর্সের দাবি যুক্তিসংগত নয়। এই অধিকার কখনোই তাকে দেওয়া উচিত নয়। তবে কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। স্টোরিটি যদি সোর্সকে কেন্দ্র করেই লেখা হয় অথবা তাতে প্রযুক্তিগত জটিল বিষয় থাকে, তাহলে সোর্স ভাবতেই পারেন, তার সরাসরি সহায়তা ছাড়া কিছু বিষয় বুঝতে আপনার ভুল হতে পারে। (বৈজ্ঞানিক বিষয়নির্ভর স্টোরির বিষয়ে এই ব্যতিক্রম হতে পারে।)

## বিপজ্জনক সোর্সদের ক্ষেত্রে

পূর্ব ইউরোপে সংঘবদ্ধ অপরাধ বিষয়ে কাজ করেন সাংবাদিক ড্রু সুলিভান। অপরাধী দলের বড় ধরনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করার কথা বলেছেন। এই প্রক্রিয়াগুলো শত্রুমনোভাবাপন্ন কোনো সূত্রের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রেও বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

- এদের সঙ্গে ফোনে কথা বলুন অথবা কোনো প্রকাশ্য স্থানে দেখা করুন।
- কখনোই তাদের আপনার সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না। (আপনার বন্ধুর নাম অথবা আপনার বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি।)
- এদের সঙ্গে পেশাদারি আচরণ করুন। কখনোই ব্যক্তিগত পর্যায়ে মিশে যাবেন না। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণেরও প্রয়োজন নেই। কখনো আপনি ভয় পেয়েছেন, তা-ও প্রকাশ করবেন না।
- স্টোরি প্রকাশিত হবার পর মন্তব্য জানতে আপনি কোনো একটি ঠিকানা তাদের দিতে পারেন। (কখনোই আপনার ব্যক্তিগত ঠিকানা দেবেন না।)
- সংঘবদ্ধ অপরাধীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আরেকজন রিপোর্টারকে নজর রাখতে বলুন এবং কোনো ধরনের বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য বিশেষ ফোন নম্বর সঙ্গে রাখুন।

আমাদের দৃষ্টিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কখনোই নিজের ভয়টাকে তাদের কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনার ভয়ের প্রকাশ অপর পক্ষকে ধারণা দেবে, আপনি এই কাজটির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি অথবা আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে। আপনি ভয় পেয়েছেন– এই বিষয়টি অপর পক্ষের কাছে আরও একটি বার্তা পৌঁছাতে পারে। সেই বার্তাটি হচ্ছে, ভীত প্রাণী বা মানুষের ওপর সব সময় নির্ভর করা যায় না। তারা খুব সহজে আক্রমণ করে বসতে পারে বা পালিয়ে যেতে পারে।

আপনি যখন হিংস্র প্রাণীদের মুখোমুখি হন, তখন ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। এই ভয়ের মোকাবিলা করার একটা পথ হচ্ছে, ভয়ের অনুভূতিকে নিজের থেকে আলাদা করে ফেলা। তাতে করে আপনি ভয় পাওয়ার কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন। ভয় পাওয়ার এই অনুভূতিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে আপনি এ থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

## স্বচ্ছ পন্থা

পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক ডেবরা নেলসন যে পন্থার কথা বলেছেন, তা সুলিভানের পরামর্শের চেয়ে আরেকটু বেশি স্বচ্ছ এবং সক্রিয় পন্থা। ডেবরা প্রতিটি অনুসন্ধানের সময় কী করছেন এবং স্টোরির নতুন অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের অবহিত করার ওপর গুরুত্ব দেন এবং নতুন আবিষ্কারগুলোর বিষয়ে তাদের মন্তব্য জানতে চান।

ডেবরা একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে স্টোরি করার সময় এই পন্থা ব্যবহার করেছিলেন। সেই অফিসারের পুরো পেশাগত জীবনটাই ছিল ধ্বংসাত্মক কাজের সমষ্টি। তিনি যেহেতু স্টোরির বিভিন্ন জায়গায় মন্তব্যের জন্য সেই অফিসারকে ফোন করেছিলেন, তাই রিপোর্টটি চূড়ান্তভাবে লেখা হয়ে যাওয়ার পর অফিসারকেও সেটা পাঠ করে শোনান। পুরোটা শুনে অফিসারের মন্তব্য ছিল এ রকম, ''একটা চমৎকার স্টোরি হয়েছে। আমি ঠিক এভাবেই পুরো বিষয়টা অনুভব করেছি।''

এই গাইড বা নির্দেশিকা যে সাংবাদিকেরা পাঠ করেছেন, তারা বলতে পারেন, তাদের দেশে কর্তৃপক্ষ, শক্তিশালী মানুষ অথবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে সোজাসাপ্টাভাবে এবং সোজা পথে অনুসন্ধানের কাজ করা অসম্ভব। সাংবাদিকেরা প্রশ্ন তুলতে পারেন, তাদের কাছে ফোন করে স্টোরি প্রকাশের আগে তাদের মন্তব্য চাওয়া কীভাবে সম্ভব? হয় তারা পুরো বিষয়টাই অস্বীকার করবেন অথবা স্টোরি প্রকাশিত হওয়ার আগেই তা ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু তারপরেও আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এ ধরনের পরিস্থিতির ওপর সাংবাদিকদের আরও বেশি প্রভাব থাকে। আপনি যদি বিশ্বাস করেন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার অধিকার ও ক্ষমতা– দুটোই আপনার আছে, তাহলে আপনার বহু সোর্স তাতে বিশ্বাস করবেন। একইভাবে আপনি যদি বিশ্বাস করেন, আপনি সাহসী তাহলে আপনার ভয়ের জায়গাগুলো অন্যদের কম চোখে পড়বে।

যে পন্থাই আপনি বেছে নিন না কেন, আপনাকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যে সঠিক পন্থাটিই আপনি নির্বাচন করেছেন। আপনার সোর্সও আপনার এই আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হবেন।

# তথ্য যাচাইয়ের কাজে মাস্টার ফাইল ব্যবহার

**আমরা অধ্যায়-৫-এ একটি মাস্টার ফাইল অথবা অনুসন্ধানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি পৃথক ফাইলের গুচ্ছ তৈরি করা দেখেছি। এ ধরনের ফাইলের সব প্রয়োজনীয় তথ্য গুছিয়ে রাখা এবং সেগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়াটি পরবর্তী সময়ে আপনার উকিল এবং তথ্য যাচাইকারীদের সুবিধা দেয়।**

আপনি যদি যথাযথভাবে মাস্টার ফাইলে সব তথ্য একত্র করতে পারেন, তাহলে আপনার স্টোরিতে ব্যবহৃত প্রতিটি তথ্যের উৎস সেখানে মজুত পাবেন। স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় আপনার সব নথিপত্র ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখুন, যাতে যাচাই করার কাজটি সহজ হয়।

মাস্টার ফাইল যথাযথভাবে সংরক্ষিত হলে সেটাই আপনাকে বলে দেবে, তথ্যগুলো কোথায় পাবেন? কারণ, আপনি ফাইলে রাখা প্রতিটি তথ্যের উৎস সেখানে টুকে রেখেছেন। আপনি যে নথিগুলো ব্যবহার করছেন, সব কটির একটি করে কপি করুন এবং ব্যবহার করার উপযোগী করে সাজিয়ে রাখুন। এই প্রক্রিয়া তথ্য যাচাইকারী এবং আপনার জন্য জরুরি। এভাবে আপনি কাজের সময়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দ্রুত খুঁজে পাবেন। কারণ, স্টোরিতে ব্যবহৃত না হওয়া কিছু নথিপত্র সব সময়ই আপনার হাতে থেকে যায়।

এই প্রক্রিয়াটি অতিক্রম করার জন্য পাদটীকাসহ স্টোরির আরেকটি সংস্করণ তৈরি করতে হবে। অবশ্যই সেই পাদটীকায় সোর্সের একটি তালিকা সংযুক্ত থাকবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একটু সময় লাগলেও শেষে গিয়ে অনেকটা সময় অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং অনেক যন্ত্রণাও কমে আসে। যে বা যাদের বিরুদ্ধে স্টোরিটি করা হচ্ছে, তারা সব সময়ই চাইবে আপনাকে বাধা দিতে। এসব ক্ষেত্রে পাদটীকা তৈরি করার কাজটি গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যদি এই পন্থা ব্যবহার করেন, তাহলে মাস্টার ফাইল থেকে তথ্যের উৎসের বিবরণ ফুটনোটে শুধু কপি করে পেস্ট করবেন না। দেখে নিন, তথ্যের যে উৎস আপনি উদ্ধৃত করছেন, স্টোরিতে সেই উৎসের বিপরীতে আপনি কী লিখছেন। আপনি শুধু ভাষান্তর, সারসংক্ষেপ করেননি অথবা ভুলভাবে কোনো কিছু উদ্ধৃত করেননি, সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। এ ধরনের ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। কেউ যখন আপনার স্টোরি নিয়ে কোনো অভিযোগ করেন, এই ছোটখাটো ভুলগুলো আপনাকে বেখেয়ালি মানসিকতার প্রমাণ দেবে।

পাদটীকা তৈরি এবং তা নথিবদ্ধ করার কাজটি সহজ করে আনার জন্য কিছু কৌশল আছে। আপনার তথ্যের উৎস যদি কোনো ইন্টারনেট পেজে থাকে, তাহলে আপনি সেই URLটি সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। স্টোরি প্রকাশের আগে দালিলিক প্রমাণ হিসেবে ইন্টারনেটের পেজটি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, পেজটি ডাউনলোড করে নিন। কারণ, ওয়েবসাইট পাল্টে ফেলার কাজটি খুব সহজ এবং সে ক্ষেত্রে আপনি প্রমাণ হারিয়ে ফেলবেন। (দ্য ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার সাংবাদিকেরা একটি অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া চলার সময় তাদের লক্ষ এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত পুরো একটি ওয়েবসাইট ডাউনলোড করে রাখে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই স্টোরিটি যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিনই ইন্টারনেট থেকে ওয়েবসাইটটি উধাও হয়ে যায়।)

আপনি যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করছেন, সেটি নিরাপদ কি না, সে ব্যাপারে প্রথমেই নিশ্চিত হোন। আমাদের একজন সাংবাদিক বন্ধু একটি বহুজাতিক কোম্পানিকে নিয়ে একটি চমৎকার স্টোরি তৈরি করছিলেন। তিনি নথিপত্রের সংরক্ষণাগার হিসেবে একটি ওয়েবসাইট ব্যবহার করছিলেন। তার একজন সহকর্মী রিপোর্টার কিছুদিন পর অন্য একটি সংগঠনে চাকরি নিয়ে চলে যায় এবং পরে তার মাধ্যমে সেই ওয়েবসাইটটি লুট হয়ে যায়। এ ধরনের বিপদের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

# তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কিছু অনুমানযোগ্য মানসিক প্রতিক্রিয়া

**স্টোরির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের ওপর তথ্য যাচাইয়ের কাজের প্রতিক্রিয়া পড়ে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে পড়ে? এই প্রতিক্রিয়া কখনো পরস্পরবিরোধী হতে পারে, কিন্তু শেষে সেগুলোর মধ্যে একটা ভারসাম্যও তৈরি হয়।**

প্রাথমিকভাবে আপনার বক্তব্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া তথ্য সংগ্রহ করার সময়কার আবেগ-অনুভূতিকে ফিরিয়ে আনে। সেই সময়ে আপনার রাগ, ক্ষোভ অথবা বিষাদ আপনার বর্তমান অনুভূতিতে প্রতিধ্বনি তুলবে। আপনার অনুসন্ধানের লক্ষ্য সেই ব্যক্তি অথবা ঘটনার প্রতি আপনার মনের মধ্যে যদি বিস্ময়করভাবে করুণা অনুভব করেন, তাহলে জানবেন, এ ধরনের অনুভূতি জন্মানোর পেছনে কাজ করছে ভয়।

এ ধরনের অনুভূতিগুলো টুকে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। রিপোর্ট করার প্রক্রিয়া চলার সময় আবেগ-অনুভূতির প্রতিচিত্র তৈরি করার মাধ্যমে সেগুলোও এমন উপাদানে পরিণত হয়, যা আপনি নিপুণভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কখনো আপনি তাৎক্ষণিকভাবে যা লিখে রাখেন, সেগুলোও স্টোরিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

এই প্রক্রিয়া আপনাকে একপর্যায়ে অনুভব করতে বাধ্য করবে, আপনি কিছু বিষয় অনুধাবন করতে ভুল করেছেন। এই উদ্বেগ আরও নানা কারণে তৈরি হতে পারে। তবে সেগুলোর সবই যৌক্তিক কারণে ঘটে না।

আপনার বড় ধরনের ভুল হতেই পারে। সে ক্ষেত্রে সমাধানের উপায় হচ্ছে, স্টোরির ঠিক ওই ভুলের জায়গাটিকেই আবার যাচাই করা। আবার এমনও হতে পারে, আপনি কোনো সত্য আবিষ্কার করেছেন ঠিকই, কিন্তু সে সত্য বিস্বাদ, সে সত্য প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ভয় উদ্রেককারী। এমনও হতে পারে, তখন সেই সত্য আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না। (যখন সাংবাদিক অ্যান মেরি কাস্টারেট ফ্রান্সের উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রকাঠামোর কর্তারা এইডসের জীবাণু সংক্রমিত রক্ত-উপাদান বিক্রির সঙ্গে জড়িত– এই সত্য আবিষ্কার করেন, তখন তার মনে হয়েছিল, তিনি নিজেই বোধবুদ্ধি হারিয়েছেন।)

আমাদের বিবেচনা বলে, আপনার হাতে থাকা তথ্য-উপাত্ত আরেকবার ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। যদি তথ্য জানান দেয়, আপনার আশপাশের জগৎটা আপনার কল্পনার চেয়েও বেশি কুৎসিত আর বিষণ্ন, তাহলে একটি বিষয় ভেবে আপনি স্বস্তি পাবেন যে, আপনার স্টোরি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

আপনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন, তা দ্রুত স্বীকার করে নিন। কারণ, ভুলটা কেন হয়েছে সেটা বুঝতে পারলে সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অন্য ভুলগুলোও চিহ্নিত করতে পারবেন।

একটি বিষয় জেনে রাখুন: অনেক সময় স্টোরির ভেতরকার ফাঁকগুলো অনুমান দিয়ে ভরাট করতে গিয়ে অনেক ভুলের জন্ম হয়। (টেলিভিশনে প্রচারিত সেই গোয়েন্দা সিরিজ "কোলাম্বো"তে গোয়েন্দা চরিত্রটি একটি প্রধান কৌশল হিসেবে তার সন্দেহভাজনদের দিয়ে এই কাজটিই করাতেন।) অনুসন্ধানটি লেখার সময় আপনিও এই কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। আপনি নিজেই নিজেকে বলতে পারেন, ''আমি সঠিক জানি না কী ঘটেছিল। তবে বোধ হয় এ রকমই হয়েছিল।" হয় আপনি পাঠককে জানান, আপনি অনুমান করছেন অথবা স্বীকার করুন, আপনি জানেন না। না জানাটা স্বীকার করে নিলে আপনি ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হবেন না এবং আপনি আপনার জানার পরিধির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

চূড়ান্ত পর্যায়ে তথ্য যাচাইকারী এবং রিপোর্টার একে অপরের প্রতি বিরক্ত হয়ে যান। তারা দুজনেই খুব চাপের মধ্যে কাজ করেন এবং সাধারণত এই চাপ তাদের কাউকেই স্বস্তিকর কিছুতে পরিণত করে না। এ ধরনের অবস্থার প্রতিক্রিয়া কখনো মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

রিপোর্টার মনে করতে পারেন, তার স্টোরির তথ্য এবং ব্যাখ্যাকে যাচাইকারী যেসব প্রশ্নের মুখে ফেলেন, তা আসলে একধরনের বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। আবার আরেকটি পর্যায়ে রিপোর্টার ভাবতে পারেন, তথ্য যাচাইকারী তার স্টোরি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না অথবা বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তিনি এ রকমও ভাবতে পারেন, স্টোরিতে তিনি ভীষণভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন, ফলে প্রতিটি তথ্য তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

এ ধরনের অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ্যে নিয়ে আসা উচিত এবং সরাসরি সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। অন্যদিকে তথ্য যাচাইকারী উদ্বিগ্ন হতে পারেন এই ভেবে যে, রিপোর্টার হালকা চালের কাজ করেছেন অথবা রিপোর্টটি অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত। আর রিপোর্টার কাজটির আর উন্নয়ন ঘটাতেও আগ্রহী নন।

তবে দুই পক্ষের এই সংঘাত কিন্তু অনিবার্য। যদি উভয় পক্ষ স্টোরিটিকে একটি সেরা কাজে পরিণত করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না থাকেন, তাহলে তাদের মধ্যে সংঘাত আরও নেতিবাচক পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। এই দুজন ব্যক্তি যদি নিজেদের অহং, ভয় অথবা শত্রুভাবাপন্নতা থেকে বের হয়ে এসে একে অপরকে বিশ্বাস করতে না পারেন, তাহলে কখনোই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন না। এ রকম অবস্থায় তাদের একসঙ্গে কাজ না করাই ভালো।

কোনো একটি অনুসন্ধানী স্টোরির কাজ শুরু হওয়ার আগেই একজন রিপোর্টারের জানা থাকা দরকার, তার সঙ্গে তথ্য যাচাইকারী হিসেবে কে কাজ করছেন এবং তারা কোন পদ্ধতিতে একসঙ্গে কাজ করবেন। এই দুজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে দেওয়া যাবে না। তাদের মধ্যে ঝামেলা তৈরি হলে স্টোরিটিই নষ্ট হবে।

# প্রকাশ করা

## অধ্যায় ৮

## রিপোর্টটি প্রকাশ করুন

**মার্ক লি হান্টার**

আমরা যতটুকু এগিয়েছি

একটি বিষয় নির্ধারণ করেছি
সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য একটি অনুমান দাঁড় করিয়েছি
অনুমানের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তথ্যের উন্মুক্ত সূত্র থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছি
আমরা ব্যক্তিসূত্র খুঁজেছি
ডেটা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি, যেন পরে পরীক্ষা, স্টোরিতে ব্যবহার এবং যাচাইয়ের কাজ সহজ হয়
আমরা সেই ডেটাকে বর্ণনায় সাজিয়েছি এবং স্টোরি লিখেছি
মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্টোরিটির যথার্থতা নিশ্চিত করেছি
**আমরা স্টোরি প্রকাশ করেছি, প্রচার করেছি এবং স্টোরিটিকে সমর্থন করেছি**

অনেকটা সময় ও শ্রম ব্যয় করে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টোরি নির্ধারণ করেছেন এবং স্টোরির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। এবার স্টোরিটি এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে, যাতে তা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আলোড়ন তৈরির প্রয়োজনীয়তা আসবে কেন? কারণ– যা আর ঘটতে দেওয়া উচিত নয় তা এই রিপোর্টের মাধ্যমে চিরতরে বন্ধ হবে। প্রকাশের প্রক্রিয়ায় একটা সময়ে আপনাকেই স্টোরির সমর্থনে অবস্থান নিতে হবে। (আদালতে লড়াই করার জন্য স্টোরি কীভাবে তৈরি করতে হয়, সে বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি।) অবশ্য স্টোরিকে সমর্থনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তা প্রচার করা।

কারণ, একজন বিচ্ছিন্ন রিপোর্টার সব সময়ই হেরে যাওয়ার তালিকায় থাকেন। বড়জোর রিপোর্টার উপেক্ষিত হন এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। আর খুব প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হলে তার শাস্তি হতে পারে। এই চিত্রের বিপরীত দিকে 'দ্য জার্নালিজম অব আউটরেজ' গবেষণায় দেখানো হয়েছে, অনুসন্ধানী রিপোর্ট কীভাবে ফলাফল বের করে আনতে সক্ষম। সেখানে অনুসন্ধানী রিপোর্টের সাফল্যের জন্য মোর্চা এবং মিত্রপক্ষ তৈরি করার গুরুত্বও বিশদভাবে বলা হয়েছে।

একটি অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ায় সময়, অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই বিনিয়োগ থেকে যতটা সম্ভব ফলাফল বের করে আনার জন্য উদ্যোগ না নেওয়াটা বড় ধরনের মূর্খতা। অনুসন্ধানী রিপোর্টিং একটি গণমাধ্যমকে সম্মান ও প্রশংসা এনে দেয় এবং জনগণের সামনে গণমাধ্যমের ভূমিকা স্পষ্ট করে তোলে। যে গণমাধ্যম তথ্যসমৃদ্ধ এবং স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রকাশ করে, তারা অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হয়। যেসব গণমাধ্যমে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না, তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়ে থাকে। পাশাপাশি আপনার দর্শক অথবা পাঠককেও বোঝাতে হবে, তারা যা পাচ্ছে, তার মূল্য কতটা।

রিপোর্ট প্রকাশ, সমর্থন এবং প্রচারের জন্য নিচে বর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে

# প্রকাশ

স্টোরিটি যথাযথভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হন। অনুসন্ধানী রিপোর্ট সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সম্পাদনাকারীরা কখনো ভুল হিসেবে তথ্য ছেঁটে ফেলতে গিয়ে স্টোরির প্রতিক্রিয়াই ক্ষুণ্ণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো যাতে স্টোরিতে স্থান পায়, সে জন্য আপনার যুদ্ধ করার মানসিকতা থাকতে হবে। পাশাপাশি যে বিষয়টি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তা ছেঁটে ফেলাটাও মেনে নিতে হবে।

স্টোরির অলংকরণ যথাযথ হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করুন। যথাযথ নয় অথবা নিম্নমানের গ্রাফিকস এবং ছবি স্টোরির আবেদন নষ্ট করে এবং অনেক সময় দুর্বোধ্য করে তোলে।

স্টোরির শিরোনাম যথাযথ হয়েছে কি না নিশ্চিত হোন

স্টোরি সম্পাদনা যিনি করেছেন, তাকে এমন শিরোনাম লিখতে দেবেন না, যা আপনার কাজকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে, অথবা স্টোরিতে যা নেই, তাকে তুলে ধরে।

স্টোরির উপস্থাপনা যাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়, তা নিশ্চিত করুন।

# জনসমর্থন

স্টোরি প্রকাশ পাওয়ার পর বন্ধুভাবাপন্ন সোর্সদের অবহিত করুন। ছাপা হওয়া স্টোরির কপি অথবা লিংক তাদের পাঠান, যাতে তারা স্টোরিটি বন্ধুদের দেখাতে পারেন। স্টোরির বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতাদেরকেও পাঠান।

স্টোরি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন আগে (যখন আপনার স্টোরি চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না) গণমাধ্যমের সহকর্মী অথবা পরিচিত এনজিও কর্মীদের কাছে স্টোরি এবং সেখানে ব্যবহৃত নথিপত্র পাঠান। ওই সময়ের মধ্যে তারা সেসব নথিপত্র সংগ্রহ করতে পারবে না এবং যথাযথ প্রমাণ ছাড়া সেগুলো উদ্ধৃতও করতে পারবে না।

স্টোরিটি বিভিন্ন পাবলিক ফোরামে (অন্যান্য গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনগণের সংগঠনে) পাঠিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

স্টোরিতে যারা আপনার প্রতিপক্ষ, তারা কী ধরনের পাল্টা আক্রমণ করতে পারে, তা অনুমান করার চেষ্টা করুন এবং তাদের প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য নতুন স্টোরি তৈরি করুন। ফ্রান্সের সেই সংক্রমিত রক্ত বিষয়ে স্টোরি করতে গিয়ে অ্যান মেরি কাস্টারেট এই কৌশল অবলম্বন করে সাফল্য পেয়েছিলেন।

# প্রচার

কয়েক লাইনে স্টোরির মূল প্রতিপাদ্য লিখে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করুন। স্টোরি প্রকাশের সময় বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করুন।

আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এমন গণমাধ্যমের (আপনি পত্রিকায় থাকলে সেটি একটি রেডিও চ্যানেল হতে পারে) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্টোরিটি প্রকাশ করা যেতে পারে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ফোরাম এবং বিভিন্ন নাগরিক গ্রুপকে অবহিত করা যেতে পারে।

# শেষ কথা

বড় বা ছোট যেকোনো গণমাধ্যমেই আপনার স্টোরি প্রকাশিত হতে পারে। যাদের জন্য স্টোরিটি করা হয়েছে, তাদের দৃষ্টিগোচর হওয়াটাই এখানে মূল বিষয়। আর কোনো ফলাফল আপনি না পেলেও সেই মানুষদের যদি বোঝাতে পারেন কেউ তাদের কথা ভাবে, তাহলে সেটাই হবে একটি বড় সাফল্য।

আপনার কাজের ব্যাপারে সবার প্রতিক্রিয়া উপভোগ করুন। স্টোরির সমালোচনা শুনুন এবং সেগুলো কাজে লাগান। কিছু মানুষ আপনাকে তারকা ভাবতে পারে। কিন্তু যারা আপনার সমালোচনা করছে, তাদের কাছ থেকে শেখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যদি ভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান, করতে পারেন। কখনো আপনি ক্ষেত্র পরিবর্তনের কথাও ভাবতে পারেন। আবার এমন কোনো বিষয়ে আপনার জানার আগ্রহ জাগতে পারে, যা কার্যকর বলে মনে হবে। তবে সব শেষে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে আপনি আরও শক্তিশালী হবেন।

আপনি যেখানেই কাজ করুন, পন্থাগুলো মাথায় রাখবেন। আর তাতেই আপনি সফল হবেন। আমরা বিষয়টা জানি; কারণ, আমাদেরও একই অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সবাইকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

# নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

আপনি যদি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে এ বিষয়ে লেখাপড়া করা দরকার। এই অংশে যেসব সূত্র দেওয়া আছে, তা থেকেই আপনার যাত্রা শুরু হতে পারে। এই গ্রন্থপঞ্জির বেশির ভাগই আন্তর্জাতিক এবং পেশাদার ভাষা ইংরেজিতে লেখা। প্রয়োজনে সময় নিন– এই ভাষায় কাজ করার মতো দক্ষতা অর্জন করুন এবং জেনে নিন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জগতে কী ঘটছে।

## বই


LEONARD DOWNIE, JR.,
**The New Muckrakers.**
New Republic Books, 1976.
*ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি উন্মোচনের ঠিক পরপরই বইটি লেখেন ওয়াশিংটন পোস্টের প্রধান এক ব্যক্তি। বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্তের মূল ঘটনা ও চরিত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে।*

BRANT HOUSTON,
**Computer-assisted reporting: A Practical Guide.**
St. Martin's Press, 1996.
*এটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ডেটা ব্যবহারের সেরা ম্যানুয়াল*

BRANT HOUSTON, LEN BRUZZESE, STEVE WEINBERG
**The Investigative Reporter's Handbook: A Guide to Documents, Databases and Techniques.**
Bedford/St. Martin's, 4th Edition (2002).
*এটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ও সম্পাদকদের সেরা ম্যানুয়াল এবং অনুসন্ধানের অত্যাধুনিক অনেক কলাকৌশলসহ প্রকাশিত একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডের সর্বশেষ সংস্করণ।*

MARK HUNTER,
**Le Journalisme d'investigation en France et aux Etats-Unis.**
Presses universitaires de France, coll; Que sais-je?, 1997.
*এই ছোট্ট বইটিতে রয়েছে দুটি ভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কার্যক্রমের তুলনা এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ। বইটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা।*

GAVIN MCFADYEN,
**Investigative Journalism.**
2nd edition. T&F Books, 2009.
*এই ম্যানুয়ালটি লন্ডন সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের প্রতিষ্ঠা ও টেলিভিশন মিডিয়ার অভিজ্ঞ এক অনুসন্ধানী সাংবাদিকের লেখা।*

DAVID L. PROTESS, FAY LOMAX COOK, JACK C. DOPPELT, AND JAMES S. ETTEMA,
**The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda-Building in America.**
New York: The Guilford Press, 1991.
*অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ফলাফল ও উপকারিতা সম্পর্কে এটি হতে পারে সর্বকালের সেরা একক গবেষণা। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য দেশের ক্ষেত্রেও এই গবেষণা কার্যকর। এটা সাংবাদিকতার অন্তর্দৃষ্টি ভরা একটি জ্ঞানগর্ভ প্রকাশনা।*

PAUL CRISTIAN RADU,
**Follow the Money:**
A Digital Guide for Tracking Corruption. International Center for Journalists, Romanian Centre for Investigative Journalism, 2008.
Free download:
http://www.icfj.org/Resources/FollowtheMoney/tabid/1170/Default.aspx.
*এই যুগান্তকারী ম্যানুয়ালটি আপনাকে বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের তথ্য জানাবে। পাশাপাশি অনুসন্ধানের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেবে।*

TOM WOLFE
**The New Journalism.**
London: Pan, 1975.
*এই ধ্রুপদি সংকলনে আছে চমৎকার সব নিবন্ধ। এসব নিবন্ধে জানতে পারবেন ইনডেপথ বা গভীর বিশ্লেষণী রিপোর্টে কীভাবে সোর্সের সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়, কীভাবে বর্ণনা কৌশল রিপোর্টের প্রভাবকে বদলে দেয়। তবে কেবল অনুসন্ধানী নয়, যেকোনো সাংবাদিকতায় লেখার এই আর্ট সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ।*


## ওয়েবসাইটসমূহ

**http://www.arij.net**
*আরব রিপোর্টার্স ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম-যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সহায়তায় যাত্রা শুরু করে, তখন সন্দেহ ছিল ভবিষ্যতে এটা আদৌ কিছু করতে পারবে কি না তা নিয়ে। তবে এর ওয়েবসাইটে কাজের যে আর্কাইভ আছে তা প্রমাণ করে যে সংগঠনটি সক্ষমতা অর্জন করেছে। এটি আরব অঞ্চল ও বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় একটি সেরা সংগঠন।*

**http://www.cin.ba/Home.aspx**
*বসনিয়া-হার্জেগোভিনার দ্য সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং (সিআইএন)এর এ সাইট তৈরি করেছেন ড্রিউ সুলিভান। সিআইএন বিভিন্ন সময়ে অপরাধ ও দুর্নীতি রিপোর্টিংবিষয়ক প্রোগ্রাম চালু করে, যা এ ক্ষেত্রে একটি মডেল হয়ে রয়েছে।*

**http://www.crji.org**
*রোমানিয়ান সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম আপনাকে দেখায় স্মার্ট তরুণ রিপোর্টারদের একটি উচ্চাভিলাষী অনুসন্ধানী দল, যারা কঠিন জায়গাতেও কী দারুণ কাজ করতে পারে। তাদেরকে দেখতে থাকুন।*

**http://www.centerforinvestigativereporting.org**
*সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ওয়াটারগেট পরবর্তী যুগে প্রথম ও সবচেয়ে স্বাধীন রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠান। ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের রয়েছে সেরা অনুসন্ধান স্টোরির দীর্ঘ ইতিহাস।*

**http://www.fairreporters.org**
*ফোরাম ফর আফ্রিকান ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স এর এই ওয়েবসাইটটি আফ্রিকার অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও সহযোগিতা করে থাকে।*

**http://www.globalinvestigativejournalism.org**
*এটি প্রায় ৫০টি দেশের অনুসন্ধানী রিপোর্টারদের জোটবদ্ধ সংগঠন গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক–জিআইজেএন এর হোমপেজ। এর দ্বি বার্ষিক সম্মেলন বিশ্বজোড়া বেশ বড় ইভেন্ট। নতুন করে বিনা মূল্যে পাওয়া টিপ শিট ও সম্মেলনের অন্যান্য প্রেজেন্টেশন যুক্ত করে ওয়েবসাইটটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। জিআইজেএন মূল্যবান মেইলিং লিস্ট "গ্লোবাল-এল" এর স্পন্সর।*

**http://www.ire.org**
*এটি ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স অ্যান্ড এডিটরস ইনকর্পোরেটেড এর হোমপেজ, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং এই ধরনের কাজের জন্য করা প্রথম সংগঠন। এর প্রধান রিসোর্স-এর মধ্যে রয়েছে, টিপ শিটের বিশাল আর্কাইভ ও হাজার হাজার বিষয়ে নিবন্ধ। বৃহত্তর স্বার্থে নির্ধারিত সদস্য ফির বিনিময়ে প্রশিক্ষকেরা এসব ব্যবহার করতে পারেন।*

**http://markleehunter.free.fr**
*এই সাইটে বিভিন্ন নিবন্ধ এবং বইয়ের সারাংশ পাবেন- যা এই বইয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা বিভিন্ন কলাকৌশল এই ম্যানুয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে*

**http://www.publicintegrity.org**
*সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টেগ্রিটি এই ক্ষেত্রে প্রাচীনতম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠনগুলোর একটি, যা ফাউন্ডেশন-তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাদের বৈশ্বিক প্রতিবেদনগুলো অত্যন্ত মানসম্পন্ন। একই সঙ্গে তারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম তৈরি করেছে এবং পরিচালনা করছে।*

**http://www.i-scoop.org**
*সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টেগ্রিটি এই ক্ষেত্রে প্রাচীনতম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠনগুলোর একটি, যা ফাউন্ডেশন-তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাদের বৈশ্বিক প্রতিবেদনগুলো অত্যন্ত মানসম্পন্ন। একই সঙ্গে তারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম তৈরি করেছে এবং পরিচালনা করছে।*

978-984-35-0752-5